পূর্ব্বপক্ষ-নিরসন।

(বালিঘাই-উদ্ধবপুর-গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্ম-সমালোচনী সভা।)

সভাপতি, অভিভাবক, আচার্য্য কর্তৃক পর্য্যালোচিত।

শাস্ত্র-সম্পাদক
শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ গোস্বামী 'বিদ্যাভূষণ'
দ্বারা সম্পাদিত।

প্রথম-হুঙ্কার।

কার্য্যকরী সমিতির-সম্পাদক
শ্রীনীলাম্বর মহাপাত্র, শ্রীশ্রীকৃষ্ণ মাইতী,
শ্রীরাধাকৃষ্ণ রায় এবং শ্রীউপেন্দ্রনাথ জানা
কর্তৃক প্রকাশিত।

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪২৫। বঙ্গাব্দ ১৩১৮ সাল।

এম্, ডি, প্রেসে
শ্রীগোপাল চন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত।
১৪ নং গোপীকৃষ্ণ পালের লেন, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীবলদেবকৃষ্ণৌ বিজয়েতেতরাম্
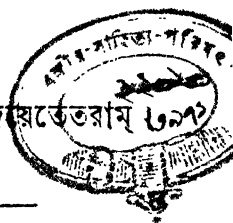
মেদিনীপুর—

বালিঘাই-উদ্ধবপুর গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম

সমালোচনী সভা।
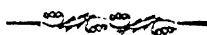
যা ধর্ম্মার্থ বিধায়িনী কলিযুগেঘোরে মহাবিপ্লবে
যা ভক্তিং বিনয়ং তনোতি সততং যা মোহ সংছেদিনী।
অস্মান্ পুত্র সমান্ সদা হিতকরে ধর্ম্মে নিযুঙ্ক্তে পরে
সা গৌড়ীয় মহৎসভা বিজয়তাং ধর্ম্মস্য সংবর্দ্ধনী॥
গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মালোচনী সমিতিঃ শুভা।
জীয়াদুদ্ধবপুরাখ্যে শ্রীচৈতন্য প্রসাদতঃ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেবের পূর্ণ প্রসাদে সম্বৎ ১৯৬৫, ২০ শে পৌষ মঙ্গলবার শুভলগ্নমানে জেলা মেদিনীপুরের অন্তর্ভূক্ত বালিঘাই-উদ্ধবপুর গ্রামে "গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম সমালোচনী সভা" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যে সকল মহাত্মার যত্নোদ্যমে সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই সকল মহাত্মা সর্ব্বদা জয়যুক্ত হউন॥ স্বদেশের মঙ্গল সাধন করাই মানব জীবনের দুর্লভতা। এই মর্ত্তালোকে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক যাঁহারা স্বদেশের মঙ্গল সাধনে তৎপর হন

যে সকল মনুষ্য স্বদেশের হিতকামেচ্ছু নহেন, তাহারা গ্রাম্যচক্র পশুর মধ্যেই গণনীয়। সেই পশুত্বভাবাপনোদনের এক মাত্র চরম উপায় স্বদেশের শুভসাধনেচ্ছা। সেই শুভসাধন কেবল মাত্র ভাগবতধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারাই হইতে পারে। দুঃখের বিষয় কলিযুগ প্রভাবে সেই পরম পবিত্র ভাগবতধর্ম্ম নানাপ্রকারে বিকৃত হইয়া উঠিয়াছে। কলিযুগ পাবনাবতার শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেব ভাগবত-ধর্ম্মোপদেশ দিবার নিমিত্ত ভক্তভাব অঙ্গীকার পূর্ব্বক শ্রীনবদ্বীপে আবির্ভূত হইয়া ভাগবতধর্ম্মের উপদেশ দিয়াছিলেন। অধুনাতন সাহজিয়া, বাউল, কর্ত্তাভজা প্রভৃতিরা সেই নির্ম্মল ভাগবতধর্ম্মকে নানাভাবে বিকৃত করিয়া তুলিয়াছে। সেই সকল অবিশুদ্ধ ভাব নিরাকরণ করিয়া, বিশুদ্ধ ভাগবতধর্ম্মের স্বরূপ প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে এই সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সভার অপর কোনও উদ্দেশ্য নাই।

সভার নিয়মাবলী।

১। প্রতি মাসের পূর্ণিমা তিথিতে সভার অধিবেশন হইয়া থাকে। সভারম্ভে শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তন, তদনন্তর শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ-ব্যাখ্যা, সর্ব্বশেষে সংকীর্ত্তনানন্তর সভা ভঙ্গ হইয়া থাকে।

২। সভায় কেবলমাত্র শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রচারিত বিশুদ্ধ ভাগবত ধর্ম্মেরই আলোচনা হইয়া থাকে ও হইবে। ভাগবত ধর্ম্ম বহির্ভূত কর্ম্ম-কাণ্ডের কোন প্রকার আলোচনা হয় না ও হইবে না।

৩। বৈষ্ণব সম্প্রদায় বিহীন সদাচার বিমুখ ব্যক্তিগণ এই সভায় বক্তৃতা করিতে পান না ও পাইবেন না।

৪। সাহজিয়া, বাউল, সাঁই, দরবেশ, কর্ত্তাভজা, রূপকবিরাজী, চূড়াধারী প্রভৃতি গৌড়ীয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য সম্প্রদায় বহির্ভূত সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ এই সভায় বক্তৃতা করিতে পান না ও পাইবেন না।

৫। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য সম্প্রদায় বহির্ভূত সাহজিয়া প্রভৃতির মধ্যে যদি কোন ব্যক্তির ঐ বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভুক্ত হইবার বাসনা হয়, তবে সেই ব্যক্তি স্ব-মন্তব্য প্রকাশপূর্ব্বক প্রার্থনা পত্র শাস্ত্র-সম্পাদকের নিকট লিখিবেন। শাস্ত্র সম্পাদক সভাপতি প্রভৃতির অভিমত গ্রহণানন্তর পত্রের উত্তর প্রদান করিবেন।

৬। সভায় একটী ভক্তি-গ্রন্থালয় সংস্থাপিত হইবে। ঐ গ্রন্থালয়েব তত্ত্বাবধারক তিন জন থাকিবেন। সেই তিন জনের বিনানুমতিতে অন্তস্থানস্থিত ব্যক্তিগণ গ্রন্থ লইয়া যাইতে পারিবেন না।

৭। সভার সভ্যগণের ইচ্ছানুসারে সভার নিয়মাদির পরিবর্ত্তন প্রভৃতি হইবে; কিন্তু সেই পরিবর্ত্তনাদি স্থলে অধিকাংশ সভ্যের মতই গ্রাহ্য।

৮। সভায় রাজাব প্রতি বিরাগ সূচক কোনও কথা এবং গ্রাম্য কথাদির কোনরূপ আলোচনা একেবারে নিষিদ্ধ।

৯। সভার বার্ষিক উৎসবের দিন ও স্থানাদি ষান্মাসিক সভায় সভ্যগণ কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হইবে।

১০। সভার আয় ব্যয় প্রভৃতির হিসাব কোষাধ্যক্ষ অথবা কার্য্যকরী সমিতির সম্পাদক কর্ত্তৃক বার্ষিক সভায় সভ্যগণ সমক্ষে প্রদত্ত হইবে।

১১। সভার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ অর্থ সাহায্যকারী ব্যক্তিগণের নাম-ধামাদি বার্ষিক সভার পুস্তক মধ্যে প্রকাশ করা যাইবে।

১২। সভার উপযোগী প্রশ্ন সকল শাস্ত্র-সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে। শাস্ত্র-সম্পাদক সভাপতি প্রভৃতি শাস্ত্রাচার্য্য-গণের অভিমত গ্রহণানন্তর সভাপতির নামাঙ্কিত মোহরযুক্ত প্রশ্নোত্তর প্রদান করিবেন। উত্তর পাইবার জন্য বিদেশীয় প্রশ্ন-কারীগণকে এক আনার টিকিট পাঠাইতে হইবে।

১৩। সভাস্থলে ধর্ম্মজিজ্ঞাসা মূলক তর্ক ব্যতীত কেহ কোন প্রকার তর্ক বিতর্ক করিতে পাইবেন না।

১৪। সভাস্থলে কেহ কোন রূপ অসভ্যোচিত ব্যবহার করিলে সভাপতির আদেশানুসারে তিনি সভাস্থল হইতে বহিষ্কৃত হইবেন।

১৫। যিনি সভার সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা করিবেন, তিনি জেলা—মেদিনীপুর, পোষ্ট—বালিবাই,—উদ্ধবপুর ঠিকানায় কার্য্যকরী সম্পাদকের নিকট পত্র লিখিবেন।

১৬। যিনি কোন প্রশ্ন পাঠাইতে বাসনা করিবেন, তিনি উক্ত ঠিকানায় শাস্ত্র সম্পাদকের নামে প্রশ্নপত্র পাঠাইবেন।

স্থায়ী সভাপতি শ্রীপাট বাঘনাপাড়া নিবাসী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য প্রভুপাদ—শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারি গোস্বামী ভাগবতরত্ন।

সহকারী সভাপতি।

সুরকুলরত্ন-পূজ্যপাদ—শ্রীযুক্ত রাজীবলোচন সরস্বতী ভট্টাচার্য্য।

অভি-ভাবক।

পূজ্যপাদ—শ্রীযুক্ত প্রভুনন্দন পণ্ডিত শ্রীপাদ ভাগবত কুমার গোস্বামী শাস্ত্রী এম, এ।

সহকারী অভি-ভাবক।

পঁচেটগড়ের প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী ভক্তিশাস্ত্র বিশারদ—

রাজকুমার চৌধুরী—শ্রীযুক্ত বাবু যাদবেন্দ্র নন্দন দাস মহাপাত্র বি, এ।

আচার্য্য।

পূজ্যপাদ—শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত ভাগবত রত্নাধিকারী গোস্বামী।

এবং

পূজ্যপাদ পণ্ডিত—শ্রীযুক্ত লম্বোদর সাংখ্যতীর্থ ভট্টাচার্য্য।

শাস্ত্র সম্পাদক।

পূজ্যপাদ প্রভুনন্দন—শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ গোস্বামী বিদ্যাভূষণ।

নির্দ্দিষ্ট বক্তা।

কাঁথির সুপ্রসিদ্ধ উকীল।

মান্যাস্পদ পণ্ডিত দর্শনচঞ্চুপাধিক—শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ।

রাজকুমার-চৌধুরী—শ্রীযুক্ত বাবু যাদবেন্দ্র নন্দন দাস মহাপাত্র বি এ।

কার্য্যকরী সমিতির সম্পাদক।

ভক্ত—শ্রীযুক্ত নীলাম্বর মহাপাত্র, ভক্ত—শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ মাইতি।
ভক্ত—শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ রায় ও ভক্ত—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ জানা।

সহযোগী কার্য্যকরী সম্পাদক।

ভক্ত—শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারিকানাথ ভুঞ্যা।
ভক্ত—শ্রীযুক্ত বাবু লোকনাথ মাইতী।

কোষাধ্যক্ষ।

ভক্তিপ্রিয়—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ জানা।

গ্রন্থালয় তত্ত্বাবধারক।

পূজ্যপাদ প্রভুনন্দন—শ্রীযুক্ত ললিতারঞ্জন গোস্বামী ভাগবতভূষণ।
ভক্তপ্রিয়—শ্রীযুক্ত শশিভূষণ পণ্ডা ভাবরত্ন।
কবিরাজ—শ্রীযুক্ত প্রসাদচন্দ্র মাইতী ভক্তিরত্ন।

পৃষ্ঠপোষক সভ্য।

প্রভুনন্দন—শ্রীনিত্যানন্দ গোস্বামী, বাঘনাপাড়া।

শ্রীযুক্ত বলভদ্র মহাপাত্র। শ্রীযুক্ত রঘুনাথ পণ্ডা।
শ্রীযুক্ত নেত্রানন্দ পণ্ডা। শ্রীযুক্ত ফকিরদাস ধাওয়া।
শ্রীযুক্ত বাবু ভরতচন্দ্র ভুঞ্যা। শ্রীযুক্ত বাবু রামপ্রসাদ মাইতী।
" " রূপনারায়ণ মাইতী ডাক্তার। " ইন্দ্রনারায়ণ ভুঞ্যা।
" " যজ্ঞেশ্বর বাগ। " " কেশবচন্দ্র পাত্র।
" " নেত্রমোহন কুণ্ডর। " " নারায়ণপ্রসাদ মাইতী।
" " বল্লভ চরণ রাউল। " " ধ্রুবচরণ মাইতী।
" " হৃষীকেশ মাইতী। " " রুদ্রনারায়ণ মাইতী।
" " রামপ্রসাদ দে। " " কালীপ্রসাদ ভুঞ্যা।

শ্রীযুক্ত বাবু রাধাগোবিন্দ ভুঞ্যা। „ „ কৈলাসচন্দ্র ভুঞ্যা।
„ „ রমানাথ ভুঞ্যা। বালিঘাই বাজার।

শ্রীযুক্ত বাবু চৌধুরী হরপ্রসাদ মাইতী।
শ্রীযুক্ত বাবু চৌধুরী গোপীনাথ মাইতী।
সাং হরিপুরগড়।

শ্রীযুক্ত বাবু চৌধুরী বৈকুণ্ঠনাথ দাস।
শ্রীযুক্ত বাবু চৌধুরী শ্রীনাথ দাস।
সাং পলাশীগড়।

শ্রীযুক্ত বাবু সূর্য্যানন্দ মাইতী। শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাপ্রসাদ পণ্ডা।
„ „ নেত্রমোহন দে। „ প্রহ্লাদচন্দ্র সাউ, ছত্রী।
„ „ ফকীর নারায়ণ কর মহাপাত্র। ভাটদাগড়।
„ „ মধুসূদন মাইতী। শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র মাইতী।
„ „ দুর্গাপ্রসাদ দাস। ভাটদা।
„ „ রামপ্রসাদ মানা। আলিপুর।

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গানারায়ণ মাইতী। শ্রীযুক্ত বাবু নেত্রমোহন খাটুয়া।
„ „ ব্রজমোহন গিরি „ „ শ্রীনাথচন্দ্র জানা।
„ „ প্রসন্ন কুমার মানা। „ শ্রীকৃষ্ণ মাইতী। ভাঙ্গপুর।
„ „ কৈলাস চন্দ্র পণ্ডা। „ „ সারদাপ্রসাদ পণ্ডা।
„ „ চক্রধর পাল। বাথুয়াড়ী।

শ্রীযুক্ত বাবু বিশ্বনাথ পণ্ডা। শ্রীযুক্ত বাবু রাইন চরণ জানা।
„ „ নেত্রমোহন সামন্ত। বিদুরপুর।

শ্রীযুক্ত বাবু চৌধুরী প্রধান। শ্রীযুক্ত বাবু সীতারাম প্রধান।
„ „ কেনারাম প্রধান। সিলামপুর।
„ „ লোকনাথ পণ্ডা। নস্করপুর।

শ্রীযুক্ত বাবু বৈদ্যনাথ মাইতী।
শ্রীযুক্ত বাবু ভৈরব চন্দ্র মাইতী। তাজপুর।
,, ,, চৌধুরী সুন্দরনারায়ণ দাস মহাপাত্র। বর্ত্তনাগড়।
শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রমোহন রায়। শ্রীযুক্ত বাবু লোকনাথ মাইতী।
,, ,, প্রাণকৃষ্ণ মাইতী। ,, ,, কালাচাঁদ মহাপাত্র।
,, ,, কৃষ্ণপ্রসাদ মাইতী। ,, ,, রাজন চন্দ্র সামন্ত।
,, ,, কাশীনাথ বেরা। দাউদপুর।
,, ,, ধ্রুবচরণ পাত্র। কমলপুর।
,, ,, রামকৃষ্ণ দে। শ্রীযুক্ত বাবু হরিচরণ সাউ। কেউটগেড়্যা
,, ,, বৈদ্যনাথ মণ্ডল। ,, প্রভুনাথ দাস।
,, ,, লোকনাথ মাইতী। আস্তিচক।
শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণপ্রসাদ সেন। শ্রীযুক্ত বাবু ঝাড়েশ্বর দাস।
,, ,, নেত্রমোহন মহাপাত্র।
,, ,, দীনবন্ধু মাইতী। সাতশতমাল।
,, ,, ঝাড়েশ্বর বেড়া। শ্রীযুক্ত বাবু তারাপ্রসাদ পত্রড়া।
ইচ্ছাবাড়ী।
,, ,, উমেশচন্দ্র দাস। বাসুদেবপুর।
,, ,, শঙ্করনারায়ণ মাইতী। শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র মাইতী।
,, ,, জগন্নাথ পট্টনায়েক। ,, ,, ইন্দ্রনারায়ণ পত্রড়া।
জগন্নাথ করবাড়ু।
,, ,, আশুতোষ বেড়া। জমিদার, ভাণ্ডারিয়া।
,, ,, কেশব চন্দ্র দে ভক্তিরত্ন। নারায়ণ বাটী।
,, ,, নন্দরাম মাইতী। শ্রীযুক্ত বাবু গজেন্দ্র নারায়ণ পাত্র।
বড়নলগেড়্যা।

শ্রীযুক্ত বাবু মধুসূদন রায়। ,, হরপ্রসাদ মাইতী। নিগাবী।
,, ,, দীনবন্ধু মণ্ডল। শ্রীযুক্ত বাবু কুড়ানীচরণ দাস।
,, ,, বৈদ্যনাথ ত্রিপাঠী। ,, ,, ব্রজমোহন ত্রিপাঠী।
উত্তর আশদা।
,, ,, সীতানাথ গোস্বামী। ,, ,, লক্ষ্মীনারায়ণ মাইতী।
,, ,, কার্ত্তিকচন্দ্র মাইতী। ,, ,, নেত্রানন্দ মাইতী।
,, ,, দ্বারিকানাথ মাইতী। খড়ুই।
,, লক্ষ্মীনারায়ণ নন্দ গোস্বামী। ,, ,, ব্রজলাল নন্দ গোস্বামী
জগতী মঙ্গলপুর।
,, ,, চন্দ্রমোহন নন্দ গোস্বামী।
,, ,, রামচাঁদ নন্দ গোস্বামী।
,, ,, বৈদ্যনাথ নন্দ গোস্বামী।
,, ,, গঙ্গানারায়ণ পতি। দেউলবার।
,, ,, নারায়ণ প্রসাদ দাস। বক্তারপুর।
,, ,, পঞ্চানন দাস। বাঁঠিয়া।
মুকুন্দপুর হরিসভার সম্পাদক।
শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ দাস।
,, ,, ভূপেন্দ্রনাথ দাস।
ভক্তিমতী—শ্রীমতী সহচরী দাসী।
শ্রীযুক্ত বাবু গোকুলপ্রসাদ জানা। দরবা সাঁবাড়।
,, ,, গোবিন্দপ্রসাদ জানা। প্রেজ সাঁবাড়।
,, ,, কৃত্তিবাস মাইতী। শ্রীযুক্ত বাবু রঘুনাথ দাস।
,, ,, লালমোহন মাইতী। ,, ,, ভগবান চন্দ্র ওঝা।
,, ,, কুঙরনারায়ণ ঘড়াই। পনরবেট্যা।

শ্রীযুক্ত বাবু নবকিশোর পাত্র। মল্লিকপুর।

,, ,, নিধিরাম ডিঙ্গাল। শ্রীযুক্ত বাবু বৈদ্যনাথ ঘড়াই।

,, ,, পদ্মলোচন বেড়া। ,, ,, নন্দরাম জানা।

সাতশতমাল-ইচ্ছাবাড়ী।

,, ,, বৈদ্যনাথ মাইতী। ,, ,, কাশীনাথ মাইতী।

,, ,, শ্রীহরিচরণ মাইতী। ,, ,, ব্রজকিশোর পট্টনায়েক

নয়াপাড়া।

,, ,, নীলকণ্ঠ দাস। ,, পূর্ণচন্দ্র দাস। আটবাটী।

,, ,, রাধাকৃষ্ণ মাইতী। চিকলিয়া।

,, ,, সূর্য্যনারায়ণ দাস অধিকারী।

,, ,, অক্ষয়নারায়ণ দাস অধিকারী।

,, ,, কেদার নাথ ভুঞা। শ্রীযুক্ত বাবু বৈদ্যনাথ ভুঞা।

,, ,, ক্ষীরোদচন্দ্র ভুঞা। ,, ,, দ্বারকানাথ ভুঞা।

,, ,, অক্ষয়নারায়ণ রায়। ,, ,, ভোলানাথ জানা।

,, ,, লোকনাথ জানা। ,, ,, বৈদ্যনাথ কর।

,, ,, দুর্গাপ্রসাদ মাইতী। উদ্ধবপুর।

,, ,, মধুসূদন কর। দক্ষিণ চৌমুখ।

গৌড়ীয়বৈষ্ণব-ধর্ম্ম সমালোচনী সভার

১৯৬৬।১৯৬৭ সম্বতের

বিবরণাবলী

শ্রীশ্রীভগবৎ কৃপায় আমাদিগের সভা দ্বিতীয়বর্ষ নিরাপদে অতিক্রম করিয়া, তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করিলেন। দুই বৎসর মধ্যেই সভা স্ব-উদ্দেশ্য বিষয় আশাতীতভাবে সফল করিয়াছেন। অসাধু সঙ্গে সন্মার্গ ভ্রষ্ট অনেক ব্যক্তিই সন্মার্গের সন্ধান পাইয়া ভ্রষ্টাচার পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিশুদ্ধ ভক্তির অনুসরণ করিয়াছেন এবং করিতেছেন। পরম কৃপালু ভগবান শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দেবের প্রসাদে আমাদের এই সভা দীর্ঘজীবনলাভ পূর্ব্বক আপামরজন-সাধারণের পরম কল্যাণ প্রদান করুন এবং আমাদিগের স্থায়ী সভাপতি প্রভুপাদ দীর্ঘকাল প্রকট থাকিয়া অস্মদ্দেশের মঙ্গল সাধন করুন।

শ্রীবংশীবদনোদ্ভোয়ং যদ্বংশ সম্ভবঃ প্রভুঃ।
শ্রীমদ্বিপিনবিহারী অস্মাকং সদসঃ পতিঃ॥
প্রভোর্যস্য প্রসাদেন সভাপ্রাপ্তা কৃতার্থতাং।
সদেবো জয়তান্নিত্যং প্রর্থয়ামঃ পুনঃ পুনঃ॥

এক্ষণে সভার দুই বৎসরের বিবরণাবলী সাধারণের গোচরার্থ সংক্ষেপ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি। সভার বার্ষিক উৎসব বালিঘাই বাজারে হইয়া থাকে। প্রথম দ্বিতীয় বৎসরের বিবরণাবলী এই ২৭ শে চৈত্র প্রথম দিনের অধিবেশনে বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী-দিগের আচার প্রভৃতির অনুশীলন এবং শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর অভিমত

বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য কার্য্যাদির আলোচনা, শ্রীহরি সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীশ্রীকৃষ্ণ মাইতী মহাশয়ের প্রস্তাবে শ্রীউপেন্দ্রনাথ জানা মহাশয়ের অনুমোদনে সভ্যমহোদয়গণের সম্মতিক্রমে স্থায়ী-সভাপতি পদ নির্ব্বাচন। মহামহিম সভাপতি প্রভু দ্বারা সভার উদ্দেশ্য প্রকাশ এবং সভাপতি, সহকারী সভাপতি, সভাচার্য্য প্রভৃতি সুরমণ্ডলী কর্ত্তৃক রসনিধি শ্রীদুর্গাচরণ খাটুয়া প্রভৃতির সাতটী প্রশ্নের যথাশাস্ত্র উত্তর প্রদান এবং সেই সকল প্রশ্নান্তর্ভূত গূঢ় তত্ত্বাবলীর আলোচনা পূর্ব্বক বিচার মীমাংসা। কাঁথির প্রশংসিত উকীল গোস্বামীপ্রভুবংশের দৌহিত্র দর্শনচঞ্চুপাধিক শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিএ বিএল মহোদয় কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গ-দেবের উপদিষ্ট ভাগবত ধর্ম্ম বর্ণন। সর্ব্বশেষে সভাপতি, উপস্থিত পণ্ডিত মণ্ডলী ও সভ্যমহোদয়গণকে ধন্যবাদ প্রদান।

২৮ শে চৈত্র দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে ভাগবতধর্ম্মাবলম্বীদিগের আচরণাদির অনুশীলন এবং শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর আদিষ্ট সদাচার সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা। সভাপতি কর্ত্তৃক দ্বিতীয় দিনের সভার উদ্দেশ্য বিবৃতি। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সকলের কর্ত্তব্য কার্য্যের সমালোচনা। প্রতিপক্ষগণ কর্ত্তৃক উদ্ধৃত প্রমাণ সমূহের খণ্ডন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত গৃহস্থ সকলের কর্ত্তব্য কার্য্য নির্ণয় এবং প্রেরিত পত্রাদির মীমাংসাপূর্ব্বক বুধমণ্ডলীস্বাক্ষরিত ব্যবস্থা পত্র প্রদান। অন্যান্য পক্ষ হইতে উত্থাপিত প্রশ্নসমূহের যথামত মীমাংসাপূর্ব্বক ব্যবস্থাপত্র প্রদান। সভাপতিকে ধন্যবাদপ্রদানানন্তর সভাভঙ্গ।

২৯ শে চৈত্র তৃতীয় দিনের অধিবেশন। সভাপতি মহাশয়ের আসন গ্রহণ। তৎকর্ত্তৃক তৃতীয় সভার উদ্দেশ্য বিবৃতি। রাজকুমার চৌধুরী শ্রীযুক্ত বাবু যাদবেন্দ্র নন্দন দাস মহাপাত্র.

মহোদয় কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীমচ্ছচী-নন্দন গৌরাঙ্গদেবের ধর্ম্মপ্রচার সম্বন্ধীয় সুদীর্ঘ বক্তৃতা। খ্যাতনামা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজীবলোচন সরস্বতী ভট্টাচার্য্য মহাশয় কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীমদ্বিষ্ণুর সর্ব্বেশ্বরত্ব এবং তন্মন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন। ভক্তিপ্রিয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত ভাগবত-রত্নাধিকারী গোস্বামি কর্ত্তৃক বৈষ্ণবধর্ম্ম ও তদ্ধর্ম্মের বিভাগ স্থিরীকরণ পূর্ব্বক গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন। কলিকাতাস্থ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্র নাথ মিত্র ভক্তিতীর্থ মহাশয় কর্ত্তৃক সাহজিয়া, বাউল, কর্ত্তাভজা প্রভৃতির ধর্ম্মমতের আলোচনা এবং শ্রীশ্রীমচ্চৈতন্যদেব প্রচারিত ভাগবত ধর্ম্মের প্রশংসা বর্ণন। পরিশেষে সভাপতি প্রভু প্রভৃতিকে ধন্যবাদ প্রদানানন্তর উর্দ্দণ্ড হরিসঙ্কীর্ত্তন পূর্ব্বক সভা ভঙ্গ।

সভায় সমাগত পণ্ডিত মহোদয়গণের নাম।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার কাব্যভূষণ। কাঁথি উচ্চইংরাজী স্কুল।
" " চতুর্ভুজ কাব্যতীর্থ। পঁচেটগড় উচ্চইংরাজী স্কুল।
" " গোবিন্দরাম বাচস্পতি। খেজুর্দ্দা চতুষ্পাটী।
" " শ্রীধর শিরোমণি। ঐ ঐ
" " যজ্ঞেশ্বর বিদ্যাভূষণ। টোলা কোণা।
" " মধুসূদন স্মৃতিরত্ন। ছোটনলগেড়্যা।
" " মহেশ্বর স্মৃতিভূষণ ঐ
" " জগন্নাথ শিরোমণি। বলাগেড়্যা।
" " তারাপ্রসাদ ন্যায়রত্ন। সাঁকোমুড়া।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রুদ্রনারায়ণ বৈদিকভূষণ। মল্লিকপুর।
,, ,, রঘুনাথ চূড়ামণি। বালিঘাই চতুষ্পাঠী।

প্রথম বর্ষীয় সভায় প্রশ্ন-পত্র।

পরমার্চ্চনীয়তমানাং গোস্বামিপ্রভু পাদানাং তথা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতবর্গানাঞ্চ শ্রীচরণ কমলেষু।

আপনাদিগের সন্নিধানে আমরা যে কয়েকটী প্রশ্ন করিতেছি, সেই প্রশ্নগুলির শাস্ত্রানুসার সপ্রমাণ উত্তর (ব্যবস্থা) প্রদানে আমাদিগকে অনুগৃহীত করিবেন।

১ম। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের গুরুকরণের প্রথা কিরূপ?

২য়। উক্ত সম্প্রদায়স্থ ব্রাহ্মণেতর বর্ণত্রয়ের গুরু কে হইতে পারে?

৩য়। যদি কোন ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ গুরু বিদ্যমানে অন্যবর্ণ গুরুর নিকট মন্ত্রাদি গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা শাস্ত্র-সিদ্ধ ব্যবস্থা মত হইয়াছে কিনা?

৪র্থ। বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ পূজক থাকিতে অন্যবর্ণোদ্ভব বৈষ্ণব দ্বারা শ্রীপৌর্ণমাসীর ও মানসা ভোগাদি এবং শ্রীবিগ্রহ-শালগ্রামাদি পূজা-অন্নভোগ প্রভৃতি হইতে পারে কিনা?

৫ম। গৃহী-বৈষ্ণবের দেহান্তে সমাধি (সমাজ) এবং শ্রাদ্ধাদি কিরূপ করা উচিত?

স্বাক্ষরিত নাম-ধাম।

শ্রীসূর্য্যনারায়ণ দাস অধিকারী, শ্রীনীলকণ্ঠ পণ্ডা, শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ পতি, শ্রীগঙ্গানারায়ণ পতি, শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ পণ্ডা, সাং উদ্ধবপুর। শ্রীচন্দ্রমোহন রায়, শ্রীমধুসূদন মহাপাত্র, শ্রীক্ষেত্র-মোহন মহাপাত্র, সাং দাউদপুর। শ্রীপ্রভুরাম দাস, শ্রীভোলানাথ মাইতী, সাং অস্থিচক। শ্রীগঙ্গাহরি মাইতী, শ্রীনীলকণ্ঠ দাস, সাং নিমকবাড়, শ্রীক্ষেত্রমোহন খাটুয়া, সাং তাজপুর। শ্রীকৈলাস চন্দ্র ভুঞ্যা, সাং মল্লিকপুর। শ্রীলালমোহন প্রধান, শ্রীমহেশচন্দ্র মাইতী, সাং সিলামপুর। শ্রীকালাচাঁদ মহাপাত্র, শ্রীরাধাকৃষ্ণ দাস, শ্রীবনমালী মাইতী, শ্রীলোকনাথ মাইতী, সাং দাউদপুর। শ্রীরামকৃষ্ণ দে, সাং কেউট গেড়্যা। শ্রীক্ষেত্রমোহন সামন্ত, সাং বিদুরপুর। শ্রীদুর্গাপ্রসাদ মাইতী, শ্রীরাধাগোবিন্দ মাইতী, শ্রীভোলানাথ জানা, শ্রীভবশঙ্কর ভুঞ্যা, শ্রীদ্বারিকানাথ ভুঞ্যা, শ্রীকেদারনাথ ভুঞ্যা, শ্রীঅক্ষয় নারায়ণ রায়, শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র ভুঞ্যা, শ্রীজয়নারায়ণ জানা, সাং উদ্ধবপুর। শ্রীকৃত্তিবাস মাইতী, সাং নলগেড়্যা। শ্রীহরপ্রসাদ ভুঞ্যা, শ্রীলোকনাথ জানা, শ্রীনারায়ণ প্রসাদ কুণ্ডর, সাং উদ্ধবপুর।

কার্য্যকরী সমিতির সম্পাদক— শ্রীরাধাকৃষ্ণ রায়, শ্রীউপেন্দ্রনাথ জানা

সাং উদ্ধবপুর, পোষ্ট বালিঘাই ; জেলা মেদিনীপুর।

প্রশ্নোত্তর।

এতল্লিপ্যার্থ সাকল্যম্‌ যথামতি ব্যবস্থীয়তে।

১ম, ২য়। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভুক্তানাং গৃহস্থত্বে স্বস্ব-বর্ণাশ্রমাচারমাশ্রিত্য শান্ত দান্ত কুলীনত্বাদি গুণযুক্তা ব্রাহ্মণা গুরবঃ স্বীক্রিয়ন্তে। স্বদেশে বিদেশেচ তাদৃশ গুরোরভাবে সতি, স্বস্ববর্ণপ্রধানা গুরুত্বেনোপসর্পনীয়াঃ ত্যাগিনাস্তু ভিন্নারীতিরঙ্গীক্রিয়ত, ইতি ভক্তিশাস্ত্র বিদাং মতম্।

৩য়। স্বসাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবধর্ম্মাশ্রিতং কুলক্রমাগতং স্বয়ং জুষ্টং বা ব্রাহ্মণং গুরুমতিহায় উপাসিত বর্ণান্তর গুরুনাং গৃহস্থানাং শাস্ত্র নিষিদ্ধ কর্ম্মসেবকত্বে পাতিত্যাৎ সাশীতিশত প্রাজাপত্য ব্রতানুকল্প সাশীতিশত পয়স্বিধেনুমূল্য চত্বারিংশদধিক পঞ্চশত কার্ষাপণী বরাটক দানরূপং প্রায়শ্চিত্তং কর্ত্তব্যম্।

৪। বৈষ্ণব ধর্ম্মাশ্রিত গৃহস্থানাং স্বস্ব জাত্যুক্তাচারবত্বে পৌর্ণমাসী ঘটস্থাপনা মালসা ইত্যাখ্য ভোগদান-শালগ্রামপূজন-সিদ্ধান্ন দানাদাবনধিকারাৎ অকর্ত্তব্যমেব কৃতেতু পূর্ব্ববৎ প্রায়শ্চিত্তমেব।

৫। গৃহস্থ সদাচারবতাং বৈষ্ণবানাং ব্রাহ্মণাদিবর্ণানাং দেহান্তে শাস্ত্রবোধিত স্বজাত্যুক্ত দাহাশৌচাদ্যোর্দ্ধদেহিকং কার্য্যং সর্ব্বমেব পুত্রাদিভিরধিকারিভির্নিয়মেনৈব কর্ত্তব্যং অকরণাৎ প্রত্যবায়শ্রুতেঃ ব্যবহারিক সমাধিস্ত সঞ্চিতাস্থিভিরেব কার্য্যঃ ইতি পিণ্ডদানান্নোৎসর্গাদিকং তু শ্রীমদ্ভগবৎ প্রসাদেনৈব করণীয়মিতি ভক্তিশাস্ত্র বিদাংমতম্।

শ্রীরাজীবলোচন সরস্বতী শর্ম্মণা। কলিকাতা বাগবাজার বাস্তব্যস্য।

শ্রীলম্বোদর ভাগবতরত্ন শর্ম্মণা। শ্রীআশুতোষ স্মৃতিরত্ন শর্ম্মণাং।
শ্রীলক্ষ্মীকান্ত ভাগবতরত্ন শর্ম্মণা। বাবনাপাড়া নিবাসিনাং।
নবদ্বীপবাস্তব্য পরিব্রাজকেন শ্রীশশধর কাব্যরত্ন শর্ম্মণাম।
শ্রীহরিচরণ শর্ম্মণা। শ্রীমহেন্দ্রনাথ তর্কবাগীশ শর্ম্মণাঞ্চ।
শ্রীশ্রীগুরুঃ।
বিদ্যানিধ্যুপাধিকানাং শ্রীচন্দ্রকুমার শর্ম্মণাং
কলিকাতা নিবাসিনাং।

ব্যবস্থাপত্রানুবাদ।

এই আবেদন পত্রের মর্ম্মার্থ অবগত হইয়া যথাজ্ঞান ব্যবস্থা লিখিতেছি।

১।২। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাম্প্রদায়িকগণ গৃহস্থ হইলে, আপন আপন বর্ণাশ্রমাচার অবলম্বন পূর্ব্বক শান্ত, দান্ত, কুলীনত্বাদি শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট লক্ষণান্বিত ব্রাহ্মণকে গুরুত্বে বরণ করিবেন। স্বদেশে বা বিদেশে উক্ত লক্ষণান্বিত ব্রাহ্মণ-গুরুর অভাব হইলে, নিজ নিজ বর্ণপ্রধান গুরুযোগ্য ব্যক্তিকে গুরুত্বে স্বীকার করিবেন। কিন্তু ত্যাগিগণ ভিন্ন রীতি অবলম্বন করিয়া থাকেন, ইহাই ভক্তিশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত দিগের মত।

৩। স্ব সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবধর্ম্মাশ্রিত কুলক্রমাগত অথবা স্বয়ংকৃত ব্রাহ্মণ জাতীয় গুরু পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি অন্যজাতীয় গুরুর উপাসনা করেন, তাঁহার সেই কর্ম্ম শাস্ত্র নিষিদ্ধ হেতু পাপোৎপাদক-পাপিত্বের কারণীভূত। সেই ব্যক্তি পাতিত্য পাপ-

ক্ষয়ার্থী হইলে ১৮০ একশত আশী প্রাজাপত্যব্রত, অশক্তপক্ষে ১৮০ একশতাশী পয়স্বিধেনু, তাহাতে অসমর্থ হইলে ৫৪০ পঞ্চশত চল্লিশ কাহন বরাকট (কড়ি) দানরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবেন।

৪। বৈষ্ণবধর্ম্মাশ্রিত গৃহস্থ শূদ্রাদি আপন আপন জাতিবিহিত ও ধর্ম্মবিহিত আচারাবলম্বী হইলেও পৌর্ণমাসী ঘটস্থাপন, শালগ্রামার্চ্চন, মালসাভোগ এবং সিদ্ধান্ন দানাদিতে অধিকারাভাবপ্রযুক্ত কদাচ আচরণ করিবেন না, করিলে নিষিদ্ধ কর্ম্মানুষ্ঠান জন্য পাপী হইবেন। এইস্থলে একটী মন্তব্য প্রকাশ করা যাইতেছে। বৈষ্ণবস্মৃতি শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে লিখিত হইয়াছে, ভগবদ্ভক্ত স্ত্রী-শূদ্রাদির শ্রীশালগ্রাম শিলার্চ্চনে অধিকার আছে। কিন্তু ঐ বিলাস মধ্যে ভগবদ্‌ভক্তের লক্ষণাদি যাহা প্রকাশ আছে, সেই লক্ষণাদি প্রণিধান পূর্ব্বক পাঠ করিলে স্পষ্টই বোধ হইবে, বর্ত্তমান যুগে সেইরূপ প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত স্ত্রী-শূদ্রাদি অতি বিরল। বর্ত্তমান কালের কথা দূরে থাকুক, প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত সর্ব্বকালেই অতি বিরল। সেই নিমিত্ত সর্ব্বশাস্ত্র শিরোমণি শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন,—

"মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে॥"

শ্রীশ্রীগৌরভক্ত শিরোমণি শ্রীমৎকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহোদয় ঐ শ্লোকের ভাবার্থ এইরূপ প্রকাশ করিয়াছেন ;—

"ধর্ম্মাচারি মধ্যে বহুত কর্ম্মনিষ্ঠ।
কোটিকর্ম্মনিষ্ঠ মধ্যে একজ্ঞানী শ্রেষ্ঠ॥
কোটিজ্ঞানী মধ্যে হয় একজন মুক্ত।
কোটিমুক্ত মধ্যে দুর্ল্লভ এক কৃষ্ণ-ভক্ত॥

কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।
ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি কামী সকলি অশান্ত॥"

ভগবান যখন মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়া জীবের মঙ্গলাদি সাধনেচ্ছায় লীলা করেন, সেই সময় তাহার লীলাপুষ্টি-জন্য তদীয় নিত্যপার্শ্বাদি ভক্ত সকল মর্ত্ত্যলোকে আবির্ভূত হন। মানবগণ সেই সময়েই বহু ভক্তের একত্র সমাবেশ দেখিতে পান। ভগবান যখন লীলাকার্য্য শেষ করিয়া স্বধাম গমন করেন, তখন সেই সকল ভক্তও তাঁহার সঙ্গে ক্রমশঃ ভাবে গমন করিয়া থাকেন। পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে কৃষ্ণভক্ত অতি বিরল, এই কথা যাহা বলিয়াছেন, তাহা ভগবানের অবতার কালেতর সময় জানিতে হইবে। এক্ষণে প্রস্তাবিত বিষয় বলা যাইতেছে। মঙ্গলময় শ্রীমন্মহাপ্রভু জীবের মঙ্গল সাধনেচ্ছায় পূর্ব্বাবতারে স্ব-প্রিয়সখা শ্রীমদর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন ঃ—

"যদ্‌যদাচরতিশ্রেষ্ঠ স্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥
উৎসীদেয়ুরিমে লোকান্ ন কুর্য্যাং কর্ম্মচেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তাস্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ॥"

মহাজন যে প্রকার আচরণ করেন, সাধারণ ব্যক্তি সেইরূপ আচরণ করিয়া থাকেন। মহাজন যাহা প্রমাণ করেন, সাধারণ ব্যক্তি সেই প্রমাণের অনুবর্ত্তী হইয়া থাকে। সেই ভগবান্ স্বয়ং কর্ম্মাচরণ করিয়া মানব সকলকে কর্ম্মাদি উপদেশ করেন। "আপনি আচরি কর্ম্ম জীবেরে শিখান" (কর্ম্মস্থলে ধর্ম্মপাঠও দেখা যায়) নতুবা প্রজা (মানবগণ) নানাপ্রকারে নষ্ট হইয়া যায়। এক্ষণে শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারে বৈষ্ণব জগতের মঙ্গল

সাধনেচ্ছায় নিজ প্রিয়ভক্ত শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন ;—

"শঙ্করানন্দ সরস্বতী বৃন্দাবন হৈতে আইলা।
তিঁহ সেই শিলা-গুঞ্জামালা লঞা গেলা॥
পার্শ্বে গাঁথা গুঞ্জামালা গোবর্দ্ধন শিলা।
দুই বস্তু মহাপ্রভুর আগে আনি দিলা॥
দুই অপূর্ব্ব বস্তু পাঞা প্রভু তুষ্ট হৈলা।
স্মরণের কালে গলে পরে গুঞ্জামালা॥
গোবর্দ্ধনের শিলা কভু হৃদয়ে নেত্রে ধরে।
কভু নাসায় ঘ্রাণ লয় কভু শিরে করে॥
নেত্র-জলে সেই শিলা ভিজে নিরন্তর।
শিলাকে কহেন প্রভু কৃষ্ণ কলেবর॥
এই মত তিন বৎসর শিলা-মালা ধরিল।
তুষ্ট হঞা শিলা মালা রঘুনাথে দিল॥
প্রভু কহে এই শিলা কৃষ্ণের বিগ্রহ।
ইহা সেবা কর তুমি করিয়া আগ্রহ॥
এই শিলার কর তুমি সাত্ত্বিক পূজন।
অচিরাত পাবে তুমি কৃষ্ণ প্রেম-ধন॥
এক কুঁজা জল আর তুলসী মঞ্জরী।
সাত্ত্বিক সেবা এই শুদ্ধভাবে করি॥
দুই দিকে দুই পত্র মধ্যে কোমল মঞ্জরী।
এই মত অষ্ট মঞ্জরী দিবে শ্রদ্ধা করি॥
শ্রীহস্তে শিলা দিয়া এই আজ্ঞা কৈল।
আনন্দে রঘুনাথ সেবা করিতে লাগিলা॥"

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু আপনার নিত্যসিদ্ধ-প্রিয়ভক্ত শ্রীরঘুনাথ দাসকে শ্রীগোবর্দ্ধন-শিলার্চ্চনের আজ্ঞা কেন দিলেন? আর শ্রীমৎসনাতন গোস্বামি প্রভু প্রভৃতিকে শ্রীশ্রীমূর্ত্তি প্রকাশার্চ্চনের অধিকারাজ্ঞাই-বা কেন দিলেন? সদাশয়-সুবোধ মহাত্মা সকল উহার তাৎপর্য্য প্রণিধান পূর্ব্বক বুঝিয়া লইবেন। কৃপাময় গৌরাঙ্গ-চাঁদ দেখিলেন ভক্তচূড়ামণি-জনশ্রেষ্ঠ রঘুনাথের প্রদত্ত অন্নাদি আমার পরম প্রিয় হইলেও আজ যদি আমি রঘুনাথকে শ্রীবিগ্রহ পূজনাদির অধিকার প্রদান করি, তাহা হইলে পরে শিশ্নোদর পরায়ণ-ভক্তবেশধারী সাধারণ হীন ব্যক্তিরাও শ্রীবিগ্রহ পূজনাদি করিয়া ঘোর পাপে পতিত হইবে এবং সরল মতি ব্যক্তি সকলকেও ভ্রষ্ট করিয়া তুলিবে। কলি অতি ভয়ঙ্কর। ইহাঁর আশ্চর্য্য প্রভাব। ইহাঁর প্রভাবে সমস্তই বিপর্য্যয় হইবে। আমি যখন মানবের মঙ্গলের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছি, তখন রঘুনাথ দাসকে বিগ্রহ পূজনাদির অধিকার দিতে পারি না। পরে হীন জাতীয় ধূর্ত্তব্যক্তি-গণ রঘুনাথকে প্রমাণ স্থলে দাঁড় করাইয়া অবৈধভাবে বিগ্রহা-র্চ্চনাদি করিবে। এখন সকলে বুঝিয়া দেখুন, শ্রীমহাপ্রভু শ্রীশিলাদি অর্চ্চন প্রভৃতির প্রকৃত অধিকারী রঘুনাথকে যখন শ্রীশালগ্রাম শিলাদির অর্চ্চনাধিকার প্রদান করিলেন না, তখন ভক্তি-আচা-রাদি বিহীন বৈষ্ণব বেশধারী হীন জাতি (প্রতিলোমজ) সকল কোন বিধি বলে শ্রীশালগ্রামাদির পূজনাদি করিবে।

৫। গৃহস্থ সদাচারবান্-বৈষ্ণবধর্ম্মাশ্রিত-ব্রাহ্মণাদি বর্ণের দেহান্ত হইলে, শাস্ত্র বিহিত স্ব-স্ব জাত্যুক্ত দাহাশৌচাদি ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সমস্তই পুত্রাদি অধিকারীগণ অবশ্যই করিবেন, না করিলে পাপভাগী হইবেন; ইহাই শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট। আর সমাধি (সমাজ)

করিতে হইলে সঞ্চিত অস্থি দ্বারাই পারম্পর্য্যানুসারে করিবেন। পিণ্ডদান ও অন্ত্যেষ্ট্যাদি কার্য্য শ্রীভগবান বিষ্ণুর প্রসাদের দ্বারাই করিবেন।

সভাপতি এবং সম্পাদকের মন্তব্য।

আমাদের এই সভায় মহাজন স্বীকৃত শাস্ত্রবাক্য এবং তদনুকূল বাক্য সকল সাদরেই গৃহীত-ব্যবহৃত হইবে। মহাজন অগ্রাহ্য স্বকপোল কল্পিত শাস্ত্রাদি গ্রাহ্য করা হইবে না।*

প্রথম বৎসরের সভায় যে সকল কার্য্য এবং প্রশ্ন হইয়াছিল, সেই সকল কার্য্য ও প্রশ্নোত্তর ব্যবস্থাগুলি সাধারণের বিদিতার্থ প্রকাশ করা হইল।

কার্য্যকরী সমিতির সম্পাদক

---

* "আমরা বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিলাম ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত শশিভূষণ পণ্ডা ঠাকুর এবং ভক্তিরত্ন শ্রীযুক্ত প্রসাদচন্দ্র মাইতী কবিরাজের সমুদ্যোগেই উদ্ধবপুরে ঐ মহতী সভা প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। সভার কার্য্যাদি পদ্ধতি সন্দর্শনে আমরা বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের কৃপায় সভাটী চিরস্থায়ী হইয়া দেশের মঙ্গল সাধন করুন।"

বৃহস্পতিবার, ১০ই চৈত্র; সন ১৩১৬। } শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সম্পাদক।

দ্বিতীয় বর্ষীয় সভার কার্য্য ও প্রশ্নোত্তর।

সভ্যমহোদয়গণের অভিমতক্রমে দ্বিতীয় বর্ষের সভায় স্থায়ী সভাপতি, অভি-ভাবক, শাস্ত্র সম্পাদক, কার্য্যকরী সম্পাদক বৃদ্ধি, নির্দ্দিষ্ট বক্তা, গ্রন্থালয় তত্ত্বাবধারক প্রভৃতি এবং নিয়মাবলী স্থিররূপে নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে।

প্রথম বৎসরের সভায় যে পাঁচটী প্রশ্ন হইয়াছিল, সেই প্রশ্নো-ত্তর শ্রবণে বহু ব্যক্তির আশা পূর্ণ হয় নাই। সেই ৫টী প্রশ্নের উত্তর বিস্তার আশায় কোন সূক্ষ্মদর্শী ভক্ত শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় প্রমাণাদি বিহীন একটী প্রতিবাদ করিয়া আমা-দিগকে আনন্দিত ও উৎসাহিত করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক, তাঁহার আশা পূর্ণাভিপ্রায়ে সেই প্রশ্ন ৫টীর সবিস্তার যথারীতি উত্তর করিলাম। তাঁহার আশা পূর্ণ হইলেই বহু ব্যক্তির আশা পূর্ণ হইবে।

সেই প্রশ্ন ব্যতীত বৈষ্ণবের ব্রাহ্মণ সম্মান কর্ত্তব্য কি না? সাহজিয়া প্রভৃতি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় বহির্ভূত কি না ইত্যাদি প্রকার যে কয়েকটী প্রশ্ন হইয়াছে, সেই সকল প্রশ্নোত্তর যথামত প্রদত্ত হইল।

শাস্ত্রসম্পাদক—

শ্রীগৌরগোবিন্দ গোস্বামি বিদ্যাভূষণ।

শ্রীগুরুপাদাশ্রয়।

কৃপয়া কৃষ্ণ দেবস্য তদ্ভক্ত জন সঙ্গতঃ।

ভক্তের্মাহাত্ম্যমাকর্ণ্য তামিচ্ছন্ সদ্গুরুং ভজেৎ।

সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণদেবের কৃপালাভ জন্য তদীয় ভক্তজনের সঙ্গক্রমে শ্রীভক্তিমাহাত্ম্য শ্রবণানন্তর, সেই ভক্তিলাভ করিতে বাসনা হইলে বক্ষ্যমাণ লক্ষণান্বিত সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় করিতে হইবে। এ স্থলে সংগুরু শব্দে বেদাদি শাস্ত্র নিপুণ, পরব্রহ্মকৃষ্ণ নিষ্ঠাদি গুণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ গুরুই বুঝিতে হইবে অথবা সং শব্দে উত্তমগুরু অর্থাৎ উক্ত গুণাদি অন্বিত ব্রাহ্মণগুরু জানিতে হইবে। শব্দশাস্ত্রে উত্তমার্থে উৎকৃষ্টাদি লিখিত হইয়াছে। অতএব এ স্থলে ব্রাহ্মণ বর্ণকেই উত্তম গুরু স্বীকার করিতে হইবে। উত্তমবর্ণ গুরু বিদ্যমানে অধমবর্ণ গুরু হইবার যোগ্য কোনক্রমেই হইতে পাবে না। সেই জন্য সর্ব্বশাস্ত্র-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতে উত্তম গুরুর কথাই বলিয়াছেন।—

তস্মাদ্‌গুরং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পবেচ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥

যে মানব উত্তমশ্রেয়ঃ অর্থাৎ মোক্ষাধিক পরমপুরুষার্থ লাভাভিলাষী; তিনি বেদাখ্য শব্দ ব্রহ্মের ন্যায়ানুগত ব্যাখ্যায় পটু ও পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ নিষ্ঠাবান্ এবং কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতির অবশীভূত গুরুদেবেব সমীপে গমন করিবেন। তাৎপর্য্য এই যে, যাঁহাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, সর্ব্বাগ্রে তাঁহার এই লক্ষণ দেখিতে হইবে; তিনি বেদাখ্য শব্দ ব্রহ্মে পারদর্শী কি না? তদ্ব্যতীত শিষ্যের সংশয় দূর করিতে পারিবেন না। এবং তিনি কৃষ্ণগুণাদি শ্রবণ কীর্ত্তন-স্মরণাদি তৎপর-নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণবোত্তম কি না? তদ্ভিন্ন তাঁহার কৃপা ফলবতী হইবে না। উল্লিখিত শ্লোকে "শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং" বলাতেই ব্রাহ্মণগুরু জানা যাইতেছে। ব্রাহ্মণ ব্যতীত বেদাখ্য শব্দ ব্রহ্মের ন্যায়ানুগত ব্যাখ্যায় শূদ্রাদির

অধিকার দেখা যায় না। ভক্তিশাস্ত্র মতে বেদার্থ করণে যথোক্ত লক্ষণান্বিত নিষ্কিঞ্চন-ভগদ্ভক্তের অধিকার থাকিলেও তাঁহার মন্ত্রদাতা গুরু হইবার অধিকার নাই। পরন্তু "তৃণাদপি সুনীচেন" ইত্যাদি ভাবাবলম্বী হেতু নিষ্কিঞ্চন-বৈষ্ণবগণ মন্ত্রদাতা গুরু হইতেই বাসনা করেন না। তাঁহারা যথোক্ত লক্ষণান্বিত ব্রাহ্মণকেই মন্ত্র গুরুত্বে বরণ করিবার উপদেশ দিয়া থাকেন। যাঁহারা সর্ব্বত্যাগী-নিষ্কিঞ্চন ভক্ত তাঁহাদের দক্ষিণাদি গ্রহণ কুত্রাপি স্বীকার নাই। গুরু দক্ষিণা গ্রহণ না করিলে, শিষ্যের মন্ত্রগ্রহণাদি বৈকল্য-দোষ ঘটিয়া উঠে "হতযজ্ঞমদক্ষিণং" ইত্যাদি শাস্ত্রানুসারে মন্ত্র গ্রহণ নিষ্ফল হইয়া যায়। সেই জন্য সর্ব্বত্যাগী-নিষ্কিঞ্চন ভক্ত সকল কাহাকেও দীক্ষা প্রদান করেন না। এ কথা আপাততঃ বেশী না বলিয়া প্রস্তাবিত কথাই বলা যাউক। শাস্ত্রে গার্হস্থ্যাশ্রমি-সল্লক্ষণান্বিত ব্রাহ্মণেরই দীক্ষা প্রদানে অধিকার, এই কথা ক্রমদীপিকায় স্পষ্টই দেখা যাইতেছে ;—

বিপ্রং প্রধ্বস্তকাম প্রভৃতি রিপুঘটং নির্ম্মলাঙ্গং গরিষ্ঠাং
ভক্তিং কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি পঙ্কেরুহযুগলরজো রাগিণীমুদ্বহন্তং।
বেত্তারং বেদশাস্ত্রাগম বিমলপথাং সম্মতং সৎসুদান্তং
বিদ্যাং যঃ সংবিবিৎসুঃ প্রবণতনুমনা দেশিকং সংশ্রয়েত ॥

যিনি কামাদি রিপু সকলকে পরাজয় করিয়াছেন। যাঁহার শরীরে কোন প্রকার পাপজ-সঞ্চিত ব্যাধি নাই। যিনি শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের-রজে অত্যুত্তমা রাগময়ী ভক্তি করিয়া থাকেন (উদ্বহন করেন)। যিনি বেদ. স্মৃত্যাদিশাস্ত্র. আগম সমূহের

নির্ম্মল পথ জানেন। যিনি সৎসকলের শ্রদ্ধাস্পদ-আদরণীয়। যিনি স্বায়েন্দ্রিয়গণকে স্বায়ত্তাধীন অর্থাৎ বশীভূত করিয়াছেন। যে মনুষ্য সংসার দুঃখ দূর করিবার উৎকৃষ্ট উপায় স্বরূপ মন্ত্র গ্রহণ করিতে বাসনা করেন, তিনি নত-শরীর, নম্র-চিত্ত হইয়া, তাদৃশ লক্ষণান্বিত ব্রাহ্মণ গুরুদেবের চরণাশ্রয় করিবেন। ঐ শ্লোকের টীকায় শ্রীমৎসনাতন গোস্বামি-প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"শ্রুত্যুক্ত সমিৎপাণিত্বাদি চ গুরূপসত্তেরাদ্য প্রকারো জ্ঞেয়ঃ।" অর্থাৎ যজ্ঞীয় কাষ্ঠাদি গ্রহণপূর্ব্বক দীক্ষার্থ গুরু সন্নিধানে গমন প্রভৃতি গুরুপাদাশ্রয় করণের প্রথম নিয়ম। মূল শ্লোকে "বিপ্র" এবং টীকায় "সমিৎপাণিত্বাদি" বলাতেই ব্রহ্মণকেই গুরু করিতে হইবে, স্পষ্টই জানা যাইতেছে। পক্ষান্তরে শ্রুতিস্পষ্টই বলিয়াছেন ;—

তদ্বিজ্ঞানার্থং সদ্‌গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিং শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং।
আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ।

সেই পরম বস্তু অর্থাৎ ব্রহ্মবস্তু বিশেষরূপে জানিতে হইলে, যজ্ঞীয় কাষ্ঠ হস্তে সংধারণপূর্ব্ব বেদজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ শাস্ত্রোক্ত লক্ষণান্বিত সদ্‌গুরু সন্নিধানে গমন করিবে। যাঁহার গুরু আছেন, তিনিই এই তত্ত্ব জানিয়াছেন। ঐ শ্রুতিতে যে শ্রোত্রিয় শব্দ আছে তদ্দ্বারা বেদাধ্যায়ী, বেদজ্ঞ, সচ্চরিত্র ব্রাহ্মণই সদ্‌গুরুশব্দবাচ্য হইয়াছেন। এবং কমলাকরে শ্রোত্রিয়ের লক্ষণ এই মত দেখা যায়,—

একাংশাখাং সকল্পাং বা ষড়্ভিরঙ্গৈরধীত্য চ।
ষট্‌কর্ম্মনিরতো বিপ্রঃ শ্রোত্রিয়োনাম ধর্ম্মবিৎ॥

বেদ-বেদাঙ্গ একশাখা বা ষড়ঙ্গবিদ্যা নিপুণ, ষট্‌কর্ম্মনিরত-ধর্ম্মবিৎ ব্রাহ্মণই শ্রোত্রিয় বলিয়া খ্যাত হইয়া থাকেন। ভগবান্‌ মনুও ব্রাহ্মণকেই শ্রোত্রিয় বলিয়া স্বসংহিতায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পণ্ডিতগণ তথা দেখিবেন। এবং ঐ শ্রুতিতে যে আচার্য্য শব্দ আছে, তদ্দ্বারা ব্রাহ্মণকেই গুরু নির্ণয় করা হইয়াছেন। মনুসংহিতায় আচার্য্যের লক্ষণে ব্রাহ্মণই আচার্য্য শব্দবাচ্য হইয়াছেন,—

উপনীয়তু যঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়েদ্দ্বিজঃ।
স কল্পং স রহস্যঞ্চ তমাচার্য্যং প্রচক্ষতে॥

যে ব্রাহ্মণ শিষ্যের উপনয়ন দিয়া শিষ্যকে যজ্ঞ, বিদ্যা এবং সরহস্য-বেদশিক্ষা দেন, সেই ব্রাহ্মণকেই আচার্য্য বলে। মূলশ্লোকে যে দ্বিজ শব্দ আছে, ঐ দ্বিজ শব্দ ব্রাহ্মণ বোধক বুঝিতে হইবে। টীকায় লিখিয়াছেন,—"যো ব্রাহ্মণঃ শিষ্যমুপনীয় কল্পরহস্য সহিতাং বেদশাখাং সর্ব্বাং অধ্যাপয়তি তমাচার্য্যং পূর্ব্বে মুনয়ো বদন্তি।" এই টীকাকার অর্থ মূলশ্লোকার্থেই প্রকাশ হইয়াছে। এ স্থলে কোন তার্কিক পূর্ব্বপক্ষ করিতে পারেন যে, ঐ শ্রুত্যুক্ত আচার্য্যার্থে বেদাধ্যাপক গুরু জানিতে হইবে। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষে আমাদের বিশেষ আপত্তি নাই। বেদগুরুর ও মন্ত্রগুরুর অভেদত্ব আমাদের আচার্য্যের অপরমার্থিকভাবে স্বীকার আছে। কিন্তু শ্রীহরিভক্তিবিলাসকার ঐ শ্রুতি মন্ত্রগুরুপরাভিপ্রায়েই উদ্ধৃত করিয়াছেন। আচার্য্যশব্দে মন্ত্রগুরুও জানিতে হইবে। কান্তিমালাতে ঐ শ্রুতির টীকায় বলিয়াছেন;—"আচার্য্যং মন্ত্রোপদেষ্টারং গুরুম্।" অর্থাৎ এ স্থলে আচার্য্যার্থে মন্ত্র প্রদাতা গুরুকে বুঝিতে হইবে। ব্রাহ্মণই

বর্ণচতুষ্টয়ের গুরু প্রভু ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্রে এবং মন্বাদিধ ধর্ম্মশাস্ত্রে ভূয়োভূয় স্বীকার আছে। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন ;—

উত্তমাঙ্গোদ্ভবাজ্জ্যৈষ্ঠ্যাদ্ ব্রহ্মণ শ্চৈবধারণাৎ।
সর্ব্বস্যৈবাস্য সর্গস্য ধর্ম্মতো ব্রাহ্মণঃ প্রভু॥

প্রজাপতির উত্তমাঙ্গ (বদন) হইতে ব্রাহ্মণ সমুৎপন্ন হইয়াছেন, তাহাতে আবার ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ ত্রিতয়ের জ্যেষ্ঠ এবং বেদের ব্যাখ্যান, অধ্যয়ন, অধ্যাপনাদি কার্য্যে সম্পূর্ণাধিকারী হেতু সর্ব্ব জগন্মধ্যে ধর্ম্মানুশাসন কর্ম্মে ব্রাহ্মণই একমাত্র প্রভু। এ সম্বন্ধে আপাততঃ আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। ফল কথা শাস্ত্রোক্ত গুণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণই যে, সর্ব্বকালে-সর্ব্ববর্ণের গুরু তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই। অতএব সম্প্রদায় বিহীন না হইয়া, সুবোধ ব্যক্তিগণ যথা শাস্ত্র বিধানে ব্রাহ্মণ-গুরুরই চরণাশ্রয় করিবেন। বিষ্ণুশক্তি বৈষ্ণবী গায়ত্রীমন্ত্র জাপকাদি হেতু ব্রাহ্মণই আদি বৈষ্ণব। এই হেতু বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সকল ব্রাহ্মণ-গুরু পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ব্রাহ্মণেতর জাতিকে গুরুত্বে কদাচই বরণ করেন না। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে বলিয়াছেন ;—

ব্রাহ্মণঃ সর্ব্বকালজ্ঞঃ কুর্য্যাৎ সর্ব্বেষ্বনুগ্রহং।
তদভাবাদ্দ্বিজশ্রেষ্ঠ শান্তাত্মা ভগবন্ময়ঃ।
ভাবিতাত্মা চ সর্ব্বজ্ঞঃ শাস্ত্রজ্ঞঃ সৎক্রিয়াপরঃ।
সিদ্ধিত্রয় সমাযুক্ত আচার্য্যত্বেঽভিষেচিতঃ॥

ক্ষত্রবিট্ শূদ্রজাতীনাং ক্ষত্রিয়োঽনুগ্রহে ক্ষমঃ।
ক্ষত্রিয়স্যাপি চ গুরোরভাবাদীদৃশো যদি॥
বৈশ্যঃস্যাত্তেন কার্য্যশ্চ দ্বয়ে নিত্যমনুগ্রহঃ।
সজাতীয়েন শুদ্ধেন তাদৃশেন মহামতে।
অনুগ্রহাভিষেকৌ চ কার্য্যৌ শূদ্রস্য সর্ব্বদা॥

শ্রীনারদ পঞ্চরাত্র পদ্ধত্যুক্ত পঞ্চকালজ্ঞ-ব্রাহ্মণ বর্ণচতুষ্টয়ের প্রতি মন্ত্র প্রদানাদি দ্বারা অনুগ্রহ করিবেন। এইরূপ শ্রুতি-স্মৃত্যাদি প্রমাণে ব্রাহ্মণই সকলের গুরু হইবেন নিশ্চয় হইয়াছে। যথোক্ত লক্ষণযুক্ত ব্রাহ্মণ গুরুর অভাব হইলে, শান্ত প্রকৃতি, ভগবন্ময়, পবিত্রমনা, ক্রিয়াবতী, কলাবতী প্রভৃতি দীক্ষা বিধানজ্ঞ, শাস্ত্রবিৎ, সৎকর্ম্মপরায়ণ, পুরশ্চরণাদি দ্বারা গুরু-দেবতা সাধন সংযুক্ত ক্ষত্রিয় (আচার্য্যত্বে মন্ত্রোপদেষ্টৃত্বে, টীকা) মন্ত্রোপদেষ্টৃ গুরুত্বে অভিষিক্ত হন। উল্লিখিত গুণসম্পন্ন ক্ষত্রিয়-গুরু ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রবর্ণের প্রতি অনুগ্রহ করিতে পারেন অর্থাৎ ঐ তিন বর্ণের গুরু হইতে পারেন। উক্ত লক্ষণাক্রান্ত ক্ষত্রিয়াভাবে উক্ত বর্ণবিশিষ্ট বৈশ্য, বৈশ্য ও শূদ্র বর্ণের গুরু হইতে পারেন। ঐ মত বৈশ্যাভাবে শাস্ত্রোক্ত লক্ষণযুক্ত শূদ্র, শূদ্রের গুরু হইতে পারেন। আমাদিগের আচার্য্য শ্রীমদ্ধরিভক্তি-বিলাসে এই স্থলে অপবাদ অর্থাৎ বিশেষ বিধিদ্বারা পুনশ্চ গুরুকরণের কর্ত্তব্যতা নিশ্চয় অকাট্যভাবে বলিয়াছেন;—

বর্ণোত্তমেঽথ চ গুরৌ সতি বা বিশ্রুতেঽপি চ।
স্বদেশতোঽথবান্যত্র নেদং কার্য্যং শুভার্থিনা॥

বিদ্যমানেতু যঃ কুর্য্যাৎ যত্রতত্র বিপর্য্যয়ঃ।
তস্যেহামুত্রনাশঃ স্যাত্তস্মাচ্ছাস্ত্রোক্তমাচরেৎ।
ক্ষত্র বিট্ শূদ্রজাতীয়ঃ প্রাতিলোম্যং ন দীক্ষয়েৎ॥

"অদীক্ষিতস্য মরণে প্রেতত্বং ন মুঞ্চতী" ত্যাদি শাস্ত্রানুসারে জানা যাইতেছে, অদীক্ষিত ব্যক্তির মরণে প্রেতত্ব লাভ হয়। অতএব সকলেরই দীক্ষার আবশ্যক। এই অভিপ্রায়ে পূর্ব্বে বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ-গুরুর অভাব স্থলে ক্ষত্রিয়াদি যথাবিধি পর্য্যায়-ক্রমে স্ব স্ব বর্ণ এবং স্ব স্ব বর্ণাধমকে দীক্ষা প্রদান করিবেন। এ স্থলে এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, ব্রাহ্মণ-গুরুর অভাব স্থলে অদীক্ষিত ব্রাহ্মণ সন্তানের মরণকাল উপস্থিত হইলে কি হইবে? এই আশঙ্কা পরিহারার্থ শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ গায়ত্রী দীক্ষায় দীক্ষিত, তজ্জন্য তাঁহার প্রেতযোনি গমন হইতে পারে না। এ সম্বন্ধে আপাততঃ আর অধিক আলোচনা না করিয়া, মূল বিষয়ের কথাই বলা হইতেছে। পূর্ব্বোক্ত গুণান্বিত বর্ণোত্তম ব্রাহ্মণগুরু স্বদেশ কিংবা অন্য দেশে বিদ্যমান থাকিতে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ কাহাকেও দীক্ষা-মন্ত্র প্রদানাদি কদাচ করিবেন না। দান প্রভৃতি স্থলে সৎপাত্রে দান করিবে, সেই স্থানে সৎপাত্র শব্দে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকেই সৎপাত্র বলিয়া স্থির নিশ্চয় করিয়াছেন। এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন, সৎপাত্র (ব্রাহ্মণ) বিদ্যমান থাকিতে যে মানব যথা তথা বিপরীত (বিধিবিগর্হিত) কার্য্য করে, তাহার উভয়লোকে সর্ব্বপ্রকার অর্থের হানি হইবে। অতএব শাস্ত্রোক্ত আচরণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রজাতীয় প্রাতিলোম অর্থাৎ হীনবর্ণ

হইয়া উত্তম বর্ণ ব্রাহ্মণকে অথবা ব্রাহ্মণ বিদ্যমানে কাহাকেও কদাচই দীক্ষা প্রদান করিবেন না। সেই নিমিত্ত শ্রীহরিভক্তি-বিলাস পুনর্ব্বার বলিতেছেন ;—

> মহাভাগবতশ্রেষ্ঠো ব্রাহ্মণোবৈ গুরুর্নৃনাম্।
> সর্ব্বেষামেব লোকানামসৌ পূজ্য যথা হরিঃ॥
> মহাকুলপ্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
> সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণব ইতি।
> গৃহীত বিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরো নরঃ।
> বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ॥

অশেষ বৈষ্ণবধর্ম্ম-নিরত, শ্রীশ্রীকৃষ্ণমহাত্ম্যাদি জ্ঞানবান্ সার্ব্বোত্তম ব্রাহ্মণই মনুষ্যমাত্রের গুরু; ইনি সর্ব্বলোক মধ্যে শ্রীহরিবৎ পূজনীয়। মূলে "মহাভাগবতশ্রেষ্ঠো, বলাতে ব্রাহ্মণই গুরু ইহা বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন "মহাভাগবতশ্রেষ্ঠো অর্থাৎ "মহামহাভাগবত ব্রাহ্মণঃ" বিলাসের টীকায় ইহা বলিয়াছেন। ব্রাহ্মণ যদি বৈষ্ণব না হন, তাহা হইলে, সেই ব্রাহ্মণ-গুরুযোগ্য নহেন। এই অভিপ্রায়ে বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ মহদ্বংশে জন্মগ্রহণ করিলেও এবং সমস্ত যজ্ঞে দীক্ষিত হইলেও, সহস্র-শাখা-বেদাধ্যায়ন করিলেও যদি বৈষ্ণব না হন, তাহা হইলে তিনি (ব্রাহ্মণ) গুরু হইতে পারিবেন না। সেই জন্য এই স্থলে সামান্যভাবে বৈষ্ণব লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতেছেন, যিনি বিষ্ণু মন্ত্র-দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন, যিনি বিষ্ণুপূজাপরায়ণ, পণ্ডিত সকল তাঁহাকেই বৈষ্ণব বলিয়া নির্ণয় করেন, তদ্ভিন্ন অর্থাৎ বিষ্ণুদীক্ষাদি বিহীন ব্যক্তি অবৈষ্ণব। এই

সমস্ত শাস্ত্র বাক্য দ্বারা ইহাই স্থির নিশ্চয় হইল, যথোক্ত গুণবিশিষ্ট শ্রীবিষ্ণুপরায়ণ ব্রাহ্মণই সর্ব্ববর্ণের একমাত্র গুরু। অভাব স্থলে ব্রাহ্মণ ভিন্ন ক্ষত্রিয়াদির যে দীক্ষাদানাধিকার, তাহা গৌণ বিধি বলিয়া জানিতে হইবে। মুখ্যপ্রাপ্তি স্থলে গৌণ গ্রহণ অগ্রাহ্য হইয়া থাকে। অতএব শাস্ত্রোক্ত গুণযুক্ত ব্রাহ্মণই সর্ব্ববর্ণের গুরু, ইহাই চরম মীমাংসা।

শাস্ত্রে যেরূপ জ্ঞানাদি সম্পন্ন ব্রাহ্মণকে গুরু বলিয়া স্থির নিশ্চয় করিয়াছেন, সেরূপ ব্রাহ্মণ গুরু বর্ত্তমান যুগে প্রায় পাওয়া যাইবে না। সেই জন্য অপবাদ অর্থাৎ বিশেষ বিধিতে মহাভাগবত শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকেই গুরু বলিয়া স্থির নির্ণয় করিয়াছেন। মহাভাগবত শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ গুরুর কৃপাও ফলবতী হইয়া থাকে। ইহা ভক্তি-শাস্ত্রের মত। প্রবন্ধ বাহুল্যভয়ে আপাততঃ এই সকল প্রমাণ উদ্ধৃত করা হইল না। "শিক্ষামালা" গ্রন্থে এই সকল মতের যে কয়েকটী কারিকা আছে, সেই কয়েকটীই এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতেছে। "শিক্ষামালা" প্রণেতা ত্রিবিধ ভক্ত উপলক্ষণে ত্রিবিধ গুরু স্থির করিয়াছেন।

বেদাদিশাস্ত্র বিদ্বিপ্রঃ কৃষ্ণভক্তি পরায়ণঃ।
নিখিলগুণ গরীয়ান্ শ্রীগুরুরুত্তমঃ স্মৃতঃ॥
শাস্ত্র সন্ধান চতুরঃ কৃষ্ণসেবন তৎপরঃ।
শান্ত্যাদিগুণসম্পন্নো ব্রাহ্মণো গুরু মধ্যমঃ॥
বেদাদিশাস্ত্রমাত্রজ্ঞবিপ্রো বিষ্ণুপরায়ণঃ।
মিথ্যাদিদোষরহিতঃ কনিষ্ঠো গুরুরুচ্যতে॥
এতানুক্তেগুরূন্ সম্যগ্বিদ্বদ্ভিঃ সুবিচারিতং।
গুরুশ্চেৎপথগামীচেৎ তদ্দত্তোমন্ত্রোনিষ্ফলঃ॥

বেদাদি শাস্ত্র পারদর্শী, কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ, নিখিল-গুণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ উত্তম গুরু। শাস্ত্রসন্ধানে চতুর, কৃষ্ণসেবা তৎপর, শান্ত্যাদি-গুণ সম্পন্ন ব্রাহ্মণ মধ্যম গুরু। বেদাদিশাস্ত্র মান্যকারী, বিষ্ণু-পরায়ণ, মিথ্যা প্রভৃতি দোষ বিরহিত ব্রাহ্মণ কনিষ্ঠ গুরু। এতদ্ব্যতীত আর গুরু নাই, ইহাই পণ্ডিতগণ বিচারপূর্ব্বক স্থির করিয়াছেন। গুরু বিপথগামী হইলে, তদ্দত্ত মন্ত্র নিষ্ফল হইয়া থাকে।

গুরুতোলব্ধমন্ত্রস্তু ভাবয়েদ্‌গুরুমীশ্বরম্।
আচার্য্যং মাং বিজানীয়াদিতি শ্রীকৃষ্ণ-ভাষিতম॥

শ্রীগুরুপ্রসাদাৎ মন্ত্র লাভ করিয়াই, শ্রীগুরুকে ঈশ্বর জ্ঞানে চিন্তা করিবে। শ্রীশ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন যে, আচার্য্য অর্থাৎ মন্ত্র দাতা গুরুকে আমার স্বরূপ বলিয়া জানিবে।

এই স্থলে লজ্জাদির প্রতি ভ্রু-ক্ষেপ না করিয়া, একটীবাল পূর্ব্বপক্ষের মীমাংসায় প্রবর্ত্তিত হইলাম। পণ্ডিতমণ্ডলী আমার বাচলত্ব ক্ষমা করিবেন। যদিচ বাল পূর্ব্বপক্ষটী বুধগণের অগ্রাহ্য; তথাপি সাধারণের জন্য কিছু বলিতে হইল। বাল পূর্ব্বপক্ষ এই,—

"কিবা-ন্যাসী কিবা বিপ্র শূদ্র কেন নয়।
যেইকৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥"

হে পণ্ডিত মহোদয়গণ! ঐ বিশুদ্ধ পয়ারটী বৈষ্ণব-চূড়ামণি নিত্যসিদ্ধভক্ত শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতা-

মৃতে শিক্ষাগুরু প্রকরণে লিখিয়াছেন। দুঃখের বিষয় অধুনাতন কোন কোন ভক্ত-বৈষ্ণবাভিমানী ব্যক্তি লোকের মন্ত্রদাতা গুরু হইবার বাসনায় ঐ পয়ারটীকে দীক্ষাগুরু প্রকরণ মধ্যে আনয়ন পূর্ব্বক মহাপুরুষ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিকে কলঙ্কিত করিতেছেন এবং অল্পজ্ঞ-সরলমতি-বালস্বভাব ব্যক্তি সকলকে ভুলাইবার প্রয়াস পাইতেছেন। এটী তাঁহাদের দোষ নহে। কলির প্রভাব। ঐ পয়ার প্রমাণে যদি দীক্ষাগুরু করা হয়, তাহা হইলে "যেই কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়" এই কথাতে কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা হাড়ি, মুচী, ডোম, কাণ ও বারাঙ্গনা প্রভৃতি কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা হইলে, কেননা দীক্ষাগুরু হইবে? "যেই কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা", এই "ঢালাহুকুম" কি পরিতাপের কথা? এখনত শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদি শাস্ত্র সকল লুপ্ত হয় নাই? এখন লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত জীবিত আছেন? এখনত আচার্য্যবংশ যথেষ্ট আছেন? এখনত ধর্ম্মপ্রাণ বর্ণ-চতুষ্টয়ের লোপ হয় নাই? এখনত সদাচার পরায়ণ শাস্ত্রানুবর্ত্তী বহু মহাত্মা জীবিত আছেন? শ্রীমন্মধ্বমুনির সম্প্রদায়ান্তর্গত শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সম্প্রদায় সহস্র সহস্র মহাত্মা বিরাজমান আছেন? তথাপি যে ঐ পয়ার ধর্ম্মানুষ্ঠানের ভিত্তিস্বরূপে দাঁড়াইবার জন্য অলীক প্রয়াস পাইতেছে, ইহা কালপ্রভাব ব্যতীত কিছুই নহে। শ্রীশ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গদেব প্রচারিত বৈষ্ণব বা ভাগবতধর্ম্ম অবৈদিক নহে। "বেদপ্রণিহিতোধর্ম্মঃ হ্যধর্ম্মস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ" এই ভাগবত্ বাক্যদ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভু সকলকে বলিয়াছেন, বেদ প্রমাণিত ধর্ম্মই ধর্ম্ম, বেদবিবর্জ্জিত ধর্ম্মই অধর্ম্ম বলিয়া জানিতে হইবে। দীক্ষা পদ্ধতি প্রভৃতি বেদ-পুরাণাদি প্রমাণিত-বিহিত পদ্ধতি। উহার ভিত্তি ঐ পয়ার হইতে পারে না। এ কথা বলাই বাহুল্য। এ স্থলে

আমিরা সাধারণের বিদিতার্থ ৺কাশীবাসী-পূর্ব্বস্থলীর সুবিখ্যাত পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীল শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহোদয় যথা সময় ভক্তবর শ্রীযুক্ত তিনকড়ি ত্রিবেদী মহাশয়কে যে পত্র দিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। "শূদ্রের নিকট দীক্ষা গ্রহণ শাস্ত্রীয় নহে। যদি কেহ তাদৃশব্যক্তির নিকট দীক্ষিত হইয়া থাকে, তবে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সদ্গুরুর নিকট বিহিত বিধানে মন্ত্র গ্রহণ করিবেন।" মান্যস্পদ ন্যায়-পঞ্চানন মহাশয়ের পত্রে বিশেষ তীব্র কটাক্ষ আছে। আবশ্যক হইলে পরে প্রকাশ করা যাইবে। "মুচি হয়ে শুচি হয় যদি কৃষ্ণ ভজে" এই পয়ার বলে কৃষ্ণভজনকারী মুচির নিকট দীক্ষা গ্রহণ যদি সিদ্ধ হয়, তবে পূর্ব্বোক্ত পয়ার প্রমাণও সিদ্ধ হউক? কালপ্রভাবে আরও কত পয়ার ধর্ম্মপ্রমাণ স্থলে দণ্ডায়মান হইবে? "দেখ্ পৈতে খা ভাত" তেমনি "দেখ্ তিলক মালা নে মন্ত্র।" আর কথা কি? ঘোর কলি!!!

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দলের মধ্যে শাস্ত্রজ্ঞান বিহীন-বৈষ্ণবাভিমানী শূদ্রাদি কুলোদ্ভব চপল স্বভাব কোন কোন ব্যক্তি এরূপ পূর্ব্বপক্ষ করিতে পারেন, "গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় শূদ্রাদি বংশোদ্ভব-বৈষ্ণবের মধ্যে শ্রীচৈতন্যদেবের অপ্রকটের অব্যবহিত কাল পরেই কেহ কেহ দীক্ষা প্রদান দ্বারা শিষ্য করিয়াছেন।" এই পূর্ব্ব পক্ষের বিশেষ কোন প্রমাণ না থাকিলেও তাঁহাদের পূর্ব্বপক্ষ আপাততঃ সংক্ষেপ বাক্য দ্বারা খণ্ডন করা যাইতেছে। শূদ্রাদি অজ্ঞাতসারে-মুক্ত পুরুষ দৈবাৎ যদি কোনরূপ অবৈধ কার্য্য করেন। তজ্জন্য তাঁহাকে প্রত্যবায় ভাগী হইতে হয় না। মুক্তপুরুষকে বিধি-নিষেধ স্পর্শ করিতে পারে না। আমাদিগের আচার্য্য

শ্রীমদ্রূপগোস্বামি প্রভু শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধু গ্রন্থে অগস্ত্য সংহিতা এবং শ্রীভাগবত বচন দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন।

যথা বিধি নিষেধৌ তু মুক্তং নৈবোপসর্পতঃ।
তথা ন স্পৃশতো রামোপাসকং বিধিপূর্ব্বকম্॥
স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃপরেশঃ।
বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিদ্ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ॥

যেরূপ স্মৃত্যুক্ত বিধি ও নিষেধ মুক্তপুরুষের সমীপে উপস্থিত হইতে পারে না, সেইরূপ যথাবিধি শ্রীরামোপাসককে স্মৃত্যুক্তবিধি-নিষেধ স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। যিনি অন্যদেবে উপাস্য বুদ্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক, সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীহরি-চরণ মূল ভজনা করেন; সেই মহাত্মা হরির একান্ত প্রণয়পাত্র হন। অতএব তাঁহার যদি কখন প্রমাদ বশতঃ কোনরূপ নিষিদ্ধকর্ম্মাচরণ ঘটিয়া উঠে, সেই নিষিদ্ধ কর্ম্মাচরণ জনিত পাপ নিষ্কৃতি নিমিত্ত তাঁহাকে পৃথক প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে না। হৃদয়স্থিত হরি পাপ সমূহ বিনষ্ট করেন। এই শাস্ত্র শিরোমণি বাক্যে জানা যাইতেছে যে, মুক্ত-পুরুষগণ প্রমাদ বশতঃ কোন অবৈধাচরণ করিলেও পাপভাগী হন না। মুক্তপুরুষ ব্যতীত যদি কোন ব্যক্তি অবৈধ কার্য্য করেন, তাহাতে তিনি অবশ্যই পাপ ভাগী হইবেন। এখন সুবিজ্ঞ ব্যক্তি-গণ বুঝিয়া দেখুন, ঐরূপ পূর্ব্বপক্ষকারীদের পূর্ব্বপক্ষ খণ্ডন হইল কিনা? এ স্থলে আর একটী উচ্চনিদর্শন দেখান যাইতেছে, মুক্তপুরুষকে যখন বিধি-নিষেধ স্পর্শ করে না; তখন নিত্যসিদ্ধ, নিত্যমুক্ত-পুরুষের কুটীরাভ্যন্তরেও বিধি-নিষেধ প্রবেশ করিতে

পারিবে না, এ কথা বিজ্ঞমাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে। পূর্ব্ব-পক্ষকারীরা যদি চতুর-বুদ্ধিমান হন, তবে ঐ দুই প্রমাণ বাক্যেই সন্তুষ্ট হউন? এবং ইহাও জানিবেন যে, মুক্তপুরুষের সকল কার্য্যের অনুকরণ অস্মদাদি ক্ষুদ্র জীবের করণীয় নহে; তখন নিত্যসিদ্ধাদির সর্ব্বকার্য্যানুকরণ আমরা কোন বলে করিব? যদি বল, সেই নিত্যসিদ্ধাদির শিষ্যপরম্পরা এখন গুরু কার্য্য করিয়া আসিতেছেন, সত্য? তাহা নিবারণের উপায় কি? একে কলি তাহাতে আবার নিয়মক নাই। এখন ধর্ম্ম বিষয়ে, যাহার যাহা ইচ্ছা সে তাহাই করিবে। আমরা সাধারণের আনন্দ বর্দ্ধনার্থ ৺কাশীধামস্থ সংস্কৃত বিদ্যালয়ের-দর্শনশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায়-পণ্ডিত ৺কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি ভট্টাচার্য্য মহোদয়ের যথাকালের একখানি পত্রের কিয়দংশ লেখা এই খানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। আবশ্যক হইলে সুদীর্ঘ পত্রখানি সম্পূর্ণই প্রকাশ করা যাইবে। মহামাননীয় শিরোমণি মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"শূদ্র হইয়া ব্রাহ্মণকে কিম্বা নিজ অপেক্ষা উচ্চজাতীকে মন্ত্র দিয়া তাহাদের দ্বারা নিজের পাদ-পরিচর্য্যাদি করায়, তাহাদের প্রায়শ্চিত্ত করিলেও পাপের নিষ্কৃতি নাই। এরূপ জাতি প্রশংসা-কারক পাপ সকলের নাম করিয়া কোনস্থানে প্রায়শ্চিত্ত লিখেন নাই, কলির প্রভাব এইরূপ, যাঁহারা মন্ত্র গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগ-কেই ধন্যবাদ করিতে হইবে। এক্ষণে অনেক মহাশয় মন্ত্র গ্রহণ করেন না, যদি করেন তবে যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগী * থাকিয়া এক্ষণে বুজ্‌রুক হইয়াছেন, তাঁহাদের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করিতেছেন; উপস্থিত সময় কেহ,

নিয়ামক নাই। নিজেচ্ছানুসারে সকলেই ব্যবহার করিতেছেন। গোস্বামি প্রভুসন্তানদিগের উচিত তাঁহারা ঐক্য হইয়া, ঐ সকল * * দিগের * করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে হইতে পারে, নচেৎ ঐরূপ দৌরাত্ম্য দিন দিন বৃদ্ধি পাইবে, অধিক আর কি লিখিব। পুঃ—উল্লিখিত মন্ত্র দাতাগণ নিজ পাপ মনেও করেন না। বরং প্রভু-সন্তান গোস্বামিগণ অপেক্ষা আপনাদের উৎকর্ষই মনে করে। যাহারা মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদেরও ঐরূপ অবস্থা।; যদি ক্রমে ২।৪ জন মন্ত্র গৃহীতা ঐ মন্ত্র ত্যাগ করে, তবে কিছু পথ হইতে পারে জানিবেন।” হে সভ্যগণ! সুরকুলপ্রবর দুইজন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতের পত্রমর্ম্মার্থ একটু প্রণিধানপূর্ব্বক বুঝিবেন? অম্বিকা হইতে মাননীয় শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক যে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেও শূদ্রের মন্ত্রদানে অধিকার নাই; এই ব্যবস্থা বিস্তারক্রমে লিখিত হইয়াছে। সেই ব্যবস্থায় শ্রীপাট শান্তিপুর নিবাসী পণ্ডিতপ্রবর ৺মদনগোপাল গোস্বামি প্রভু, শ্রীপাটমাড়োগ্রাম নিবাসী পণ্ডিতাগ্রগণ্য ৺মদনগোপাল গোস্বামি প্রভু, শ্রীধাম বৃন্দাবনবাসী সুরকুলপ্রিয়-পণ্ডিত শ্রীরাধিকানাথ গোস্বামি প্রভু, শ্রীপাট বাঘ্‌না-পাড়া নিবাসী অশেষ শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীবিপিনবিহারি গোস্বামি প্রভু, শ্রীপাট অম্বিকা নিবাসী পণ্ডিত শ্রীআনন্দমোহন গোস্বামি প্রভু, শ্রীপাট মালীপাড়াস্থ পণ্ডিত ৺বিজয়গোপাল বিদ্যারত্ন প্রভৃতি ভক্তিশাস্ত্রাদি পারদর্শীগণের সম্পূর্ণ সম্মতি প্রকাশ আছে। বাহুল্য ভয়ে আপাততঃ সেই ব্যবস্থা উদ্ধৃত করা হইল না। ঐ সকল পণ্ডিত ম্হাহাজিয়া প্রভৃতির নিন্দাবাদও ঐ গ্রন্থের স্থানে২ যথেষ্টই করিয়াছেন। সে যাহাই হউক, বর্ত্তমানকালে গুরু-শিষ্য পদ্ধতিটী

ব্যবসায় মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। গুরুগণ মন্ত্রের দোকান খুলিয়া বসিয়াছেন, শিষ্যগণ কিছু কিছু দিয়া মন্ত্র কিনিতেছেন। ইহা অপেক্ষা পারমার্থিক পথের দুর্দ্দশা কি হইবে। পারমার্থিক পথ কণ্টকে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীশ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রিয়ভক্ত শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর ভজনামৃতে বলিয়াছেন ;—

কৃষ্ণচৈতন্য চন্দ্রেন নিত্যানন্দেন সংবৃতে।
অবতারে কলাবস্মিন্ বৈষ্ণবাঃসর্ব্বএবহি॥
ভবিষ্যন্তি সদোদ্বিগ্নাঃ কালে কালে দিনে দিনে।
প্রায়ঃসন্দিগ্ধহৃদয়া উত্তমেতর মধ্যমাঃ।
পূর্ব্বপক্ষ সহস্রানি করিষ্যন্তি জনে জনে।
তেষাং প্রভোর্ধ্যানবলাৎসিদ্ধান্তানতিনির্ম্মলাম্॥

এই কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যচন্দ্রের ও নিত্যানন্দ চন্দ্রের অবতারাপ্রকট হইলে, বৈষ্ণব সকল নানাপ্রকার লালসায় সর্ব্বদা উদ্বিগ্নমনা হইবেন। উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠব্যক্তিগণ কালে কালে দিনে দিনে সংশয়ান্বিত হইবেন। জন সকল নানাপ্রকার অশাস্ত্রীয় পূর্ব্বপক্ষ করিতে আরম্ভ করিবেন। সেই জন্য আমি শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রভুর ধ্যানবলে অতিশয় নির্ম্মল সিদ্ধান্ত সকল বলিতেছি। বোধহয়, সরকার ঠাকুর দেখিয়াছেন, গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদল মধ্যে উৎপাত স্বরূপ অবৈধকার্য্য-স্ত্র সকল প্রবেশ করিতে লাগিল। কলিপ্রভাবে পরিণামে এই উৎপাত স্বরূপ বিধি-বিগর্হিত কার্য্য সকল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া, নির্ম্মল বৈষ্ণব ধর্ম্মকে কলঙ্কিত ও উৎসন্ন করিয়া তুলিবে। এই দুঃখেই ঠাকুর মহাশয় ভজনামৃতের প্রথমে

ঐ তিনটী শ্লোক লিখিয়াছেন। ত্রিকালজ্ঞ ব্যক্তিসকল ত্রিকাল কার্য্য যাহা বলেন, তাহা মিথ্যা হয় না। সুবিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এখন বুঝিয়া দেখুন, সরকার ঠাকুর যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা কার্য্যে পরিণত হইয়াছে কিনা? আপাততঃ এ বিষয় আর অধিক বলিলাম না। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের কৃপা হইলে পরপর হুঙ্কারে প্রকাশ করিব।

এখন দেখা যাউক, বর্জ্জনীয়গুরু কে? এবং কোন্‌গুরুর নিকট দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করিলে পুনর্ব্বার দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করিতে হইবে? বহু ভোজনকারী, দীর্ঘসূত্রী, বিষয়াদি লোলুপ, হেতুবাদ নিরত (প্রতিকুল তর্ককারী) দুষ্টস্বভাব অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি রিপুপরতন্ত্র, পরপাপ ব্যক্তকারী, পরনিন্দক, লোমবিহীন, বহু লোমান্বিত, নিন্দিতাশ্রমের সেবাকারী অর্থাৎ মায়াবাদী প্রভৃতির সম্প্রদায়ভুক্ত, কৃষ্ণদন্ত, কৃষ্ণবর্ণৌষ্ঠ, দুর্গন্ধি নিশ্বাসবাহী, দুষ্টলক্ষণ বিশিষ্ট (অবৈধকার্য্যাদি রত) স্বয়ং দানাদিতে সমর্থ হইয়াও বহু প্রতিগ্রহাসক্ত, এই প্রকার লক্ষণান্বিত আচার্য্য (মন্ত্রগুরু) শিষ্যের সম্পত্তি ক্ষয় করিয়া থাকেন। এই কথা শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে অগুরুর লক্ষণে বলিয়াছেন।

বহ্বাশী দীর্ঘসূত্রীচ বিষয়াদিষু লোলুপঃ।
হেতুবাদরতো দুষ্টোঽবাগ্বাদী গুণনিন্দকঃ॥
অরোমা বহুরোমাচ নিন্দিতাশ্রম সেবকঃ।
কালদন্তোঽসিতৌষ্ঠশ্চ দুর্গন্ধি শ্বাসবাহকঃ।
দুষ্ট লক্ষণ সম্পন্নো যদ্যপি স্বয়মীশ্বরঃ।
বহুপ্রতিগ্রহাসক্ত আচার্য্যঃ শ্রীক্ষয়াবহঃ॥

এখন শাস্ত্র প্রমাণে জানা যাইতেছে, উক্তরূপ লক্ষণান্বিত গুরুকে পরিত্যাগপূর্ব্বক যথোক্ত লক্ষণান্বিত সদ্গুরু চরণাশ্রয় করতঃ শিষ্য নিজ মনবাসনা পূর্ণ করিবেন। এইজন্য শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ গুরু পরীক্ষা করিয়া মন্ত্র গ্রহণ করিতে আদেশ করিয়াছেন। যে ব্যক্তি না জানিয়া কোন গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া পরে জানিতে পারে যে, আমি যে সময় মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছি, সে সময়ও মদীয় মন্ত্রপ্রদ গুরু উৎপথগামিত্বাদি দোষ পূর্ণ ছিলেন, এখনও সেই সকল দোষেই লিপ্ত আছেন; তখন সেই ব্যক্তি সেই গুরু ও গৃহীত মন্ত্র পরিত্যাগানন্তর যথোক্ত লক্ষণান্বিত-সম্প্রদায়ী সদ্গুরুর সন্নিধানে যথা নিয়মে পুনর্ব্বার দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইবে। এই কথা শাস্ত্র-সদাচার মধ্যে দেখা যায়।

গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথ প্রতিপন্নস্য পরিত্যাগ বিধীয়তে॥
গৃহীতমন্ত্রস্তক্তব্যো গুরুশ্চেদ্দোষ সংযুতঃ।
মহাপাতকযুক্তো বা গুরুশ্চেদ্দেব নিন্দকঃ।
ত্যক্ত্বা পূর্ব্বং প্রযত্নেন পুনর্গ্রাহ্যো যথা বিধি॥

শাস্ত্রোক্ত কার্য্যাকার্য্য জ্ঞান বিহীন, অতিশয় গর্ব্বিত স্বভাব, উৎপথ অর্থাৎ বেদ-স্মৃতি-পুরাণাদি শাস্ত্র, সদ্গন্তব্য পথাতিক্রম পূর্ব্বক অশাস্ত্রীয়াদিপথ প্রতিপন্ন অর্থাৎ যুক্ত্যাদি দ্বারা সমর্থনকারী অর্থাৎ কুপথগামী গুরু নিশ্চয়ই পরিত্যাগার্হ অর্থাৎ ঐরূপ গুরু পরিত্যাগ করাই বিধিবোধিত কার্য্য। দেবনিন্দক, মহাপাতকযুক্ত নানা দোষান্বিত, গুরুর প্রদত্ত মন্ত্র পরিত্যাগান্তর সদ্গুরু সন্নিধানে

অতি যত্নসহকারে পুনর্ব্বার যথাবিধি মন্ত্র গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। "যদি সেই অসৎ গুরুদত্ত মন্ত্র অশুদ্ধ না হইয়া থাকে, তবে সেইমন্ত্র পুনঃ গ্রহণীয়। সৎগুরুর নিকট সেই অর্থাৎ পূর্ব্বমন্ত্রই গ্রহণ করিবে, নতুবা সদ্‌গুরুদেব কৃপা করিয়া যে মন্ত্র দিবেন, তাহাই পরমাদরে স্বীকার করিবে।" ইহা কোন কোন পণ্ডিতের মত। এ স্থলে কোন কোন ধর্ম্মভীরু, শাস্ত্রজ্ঞান বিহীন, সরল মতি ব্যক্তি পূর্ব্বপক্ষ করিয়া থাকেন, কুলক্রমাগত গুরু-গুরুলক্ষণান্বিত না হইলেও তাঁহাকে পরিত্যাগ করা ভাল অর্থাৎ শুভ কার্য্য বলিয়া বিশ্বাসাদি করিতে পারা যায় না। তাঁহাদের এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ নিতান্ত অশাস্ত্রীয় নহে। শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে বলিয়াছেন ;—

উপদেষ্টারমাম্নায়াগতং পরিহরন্তি যে।
তান্ মৃতানপি ক্রব্যাদ্যাঃ কৃতঘ্নান্নোপভুঞ্জতে॥
বোধঃ কলুষিতস্তেন দৌরাত্ম্যং প্রকটীকৃতম্।
গুরুর্যেন পরিত্যক্ত স্তেনত্যক্তঃ পুরা হরিঃ।
প্রতিপদ্য গুরুং যস্তু মোহাদ্বিপ্রতিপদ্যতে।
স কল্পকোটিং নরকে পচ্যতে পুরুষাধমঃ॥

যে সকল মনুষ্য কুলক্রমাগত এবং বেদবিহিত গুরুকে পরিত্যাগ করেন, সেই সকল মনুষ্য কৃতঘ্ন, জীবনান্তে মাংস ভক্ষণকারী শকুন্যাদি পক্ষী সকলও তাঁহাদিগকে ভক্ষণ করে না। যে ব্যক্তি গুরুকে পরিত্যাগ করিল, সেই ব্যক্তি অগ্রে হরিকে ত্যাগ করিয়াছে ; এই কার্য্য দ্বারা তাহার জ্ঞানকে দূষিত এবং দৌরাত্ম্য প্রকাশ করা হইল। যে ব্যক্তি একবার কোন বিপ্রকে

গুরু স্বীকার পূর্ব্বক পুনর্ব্বার সেই বিপ্রগুরুকে বর্জ্জন করে, সে ব্যক্তি নরাধম, সে কোটি কল্পাবধি নরকে পচিয়া থাকে। এই পূর্ব্বপক্ষ খণ্ডনার্থ আমাদিগের আচার্য্য শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামি প্রভু নামীয় শ্রীশ্রীহরিভক্তি-বিলাসে শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামি প্রভু অপবাদ অর্থাৎ বিশেষ বিধিদ্বারা বলিয়াছেন ;—

অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্বৈষ্ণবাদ্গুরোঃ॥

তত্রটীকা। মার্গস্থো বাপ্যমার্গস্থ ইত্যনেন উপদেষ্টারমিত্যাদিনা চ কথঞ্চিদপি গুরুর্ণত্যজ্যঃ ইতি লিখিতং অধুনা তত্র মোহাদবৈষ্ণবো গুরুঃ কৃতশ্চেত্তর্হি স পরিত্যজ্য ইতি প্রসঙ্গাৎ পূর্ব্বত্রাপবাদং লিখতি অবৈষ্ণবেতি গ্রাহয়েদিতি স্বার্থে ইন্ মন্ত্রং গৃহ্ণীয়াদিত্যর্থঃ। যদ্বা সাধুজনস্তাদৃশং জনং কৃপয়া মন্ত্রং গ্রাহয়েদিত্যর্থঃ। বৈষ্ণবাৎ প্রায়ো ব্রাহ্মণাদেবেতি জ্ঞেয়ং পূর্ব্বগুরুলক্ষণে তথা লিখনাৎ।

অবৈষ্ণবের নিকট দীক্ষা-মন্ত্র গ্রহণ করিলে নরকে গমন করিতে হয়। যিনি না জানিয়া-ভ্রমবশতঃ অবৈষ্ণব গুরুর নিকট মন্ত্র লইয়াছেন, তিনি পুনর্ব্বার বিধিমত বৈষ্ণব-গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবেন। ঐ শ্লোকের টীকার তাৎপর্য্যার্থ এই যে, বেদাদি বিহিত ধর্ম্মপথস্থিত বা বেদাদি বহির্ভূত অধর্ম্মপথ স্থিত গুরু পরিত্যাগার্হ নহেন, ইত্যাদি বাক্যে উপদেষ্টা (মন্ত্র গুর্ব্বাদি) কখনই ত্যাগ যোগ্য নহেন, এই কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, অধুনা সেই স্থলে পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে যে, যদি কোন ব্যক্তি মোহ অর্থাৎ অজ্ঞান প্রযুক্ত অবৈষ্ণব-গুরু করিয়া থাকেন, তাহার কি হইবে? এই পূর্ব্বপক্ষ খণ্ডনার্থ

বলিতেছেন। অজ্ঞান বশতঃ অবৈষ্ণব গুরু করিলে, সেই গুরু পরিত্যাগ করিতে হইবে; এ কথা প্রসঙ্গক্রমে পূর্ব্বেও অনেক বলিয়াছি; তথাপি পুনর্ব্বার অপবাদ অর্থাৎ বিশেষ বিধি দ্বারা বলা যাইতেছে যে, সেই অবৈষ্ণব-গুরু বর্জ্জনীয়। বৈষ্ণব গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণই অবশ্য কর্ত্তব্য। মূল শ্লোকে "বিধিলিঙ্" ক্রিয়ার দ্বারা উহাই স্থির নিশ্চয় বুঝিতে হইবে। অবৈষ্ণবের নিকট মন্ত্র গ্রহণকারীকে সাধুজন কৃপা করতঃ শাস্ত্রোক্ত সদ্গুরু সন্নিধানে পুনর্ব্বার মন্ত্র গ্রহণ করাইবেন। অথবা সেই মন্ত্র গ্রহণকারী অবৈষ্ণব গুরু পরিত্যাগ করিয়া, যথোক্তলক্ষণান্বিত-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ-গুরু সন্নিধানে মন্ত্র গ্রহণ করিবেন। পূর্ব্বোক্ত 'উপদেষ্টার হইতে পুরুষাধম' পর্য্যন্ত বচন ত্রয়ের মধ্যে বিধিবাক্য না থাকা প্রযুক্ত অর্থাৎ বিধিলিঙ্ বাক্য ঐ বচনত্রয়ের মধ্যে নাই এই জন্য বিলাসকার প্রভু ঐ বচনত্রয় (সামান্য বিধি-বোধে) খণ্ডন পূর্ব্বক "অবৈষ্ণোপদিষ্টেন" এই পর বচন দ্বারা স্বমত সংস্থাপন করিলেন, অর্থাৎ বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ-গুরুর নিকট পুনর্ব্বার দীক্ষা গ্রহণ কর্ত্তব্য নিশ্চয় করিলেন। এখানে বৈষ্ণব শব্দে ব্রাহ্মণ-গুরুই জানিতে হইবে। বৈষ্ণবই প্রায় ব্রাহ্মণ। এখানে "প্রায়" শব্দ দিবার তাৎপর্য্য এই যে, অন্যবর্ণ বিষ্ণুভক্ত হইলেও তাহার বৈষ্ণবাখ্যা হইয়া থাকে। দীক্ষাদি স্থলে বৈষ্ণব ব্রাহ্মণই গ্রহণীয়। ব্রাহ্মণেতর বর্ণ কদাপি গ্রাহ্য নহে। এই সকল কথা পূর্ব্বে অনেক বলা হইয়াছে। এখন এই প্রস্তাবের আদ্য পূর্ব্ব-পক্ষের খণ্ডন হইল। শাস্ত্র-জ্ঞানাদি বিহীন-ধর্ম্মভীরু ব্যক্তি সকল নির্ভয় চিত্তে সদ্গুরু-চরণাশ্রয় করিবেন। কুল-গুরুর বংশে যদি কেহ শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ বিশিষ্ট গুরু যোগ্য না হন, তবে তাঁহাকে

পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যত্র বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত গুরু-লক্ষণান্বিত-ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব গুরুর নিকট নিঃশঙ্ক চিত্তে দীক্ষা গ্রহণ করিবেন। কোন কোন শাস্ত্রানভিজ্ঞ পরিবার ত্যাগাশঙ্কা করেন, তাহাদের সেই আশঙ্কা সম্পূর্ণই ভুল। বৈষ্ণব শাস্ত্রে পরিবার (এ স্থলে পরিবার শব্দে গুরুপরম্পরা ও গুরুকুল বুঝিতে হইবে) ত্যাগাত্যাগের কোন প্রসঙ্গই বিশেষ দেখা যায় না। সেই জন্য গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সম্প্রদায় মধ্যে পূর্ব্বে কোন কোন মহাত্মার পরিবারান্তর স্বীকার শ্রবণ করা যায়। পরিবার ত্যাগে দোষ থাকিলে তাঁহারা কখনই পরিবারান্তর স্বীকার করিতেন না। এ বিষয় আর বেশী বলিবার প্রয়োজন নাই। ফলকথা, শাস্ত্র বিরুদ্ধ গুরু ত্যাগানন্তর শাস্ত্রোক্ত গুরু গ্রহণে কোন বাধা-দোষ কিছুই নাই। আশ্রমি ব্যক্তি আশ্রমি গুরুই করিবেন। কদাচ ত্যাগী গুরু করিবেন না। ইহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রচুর। নিদর্শন অস্মৎসম্প্রদায় মধ্যেও অনেক দেখা যায়। শ্রীপাদ গদাধর পণ্ডিত প্রভু, শ্রীমৎ কবিকর্ণপুর প্রভৃতির গুরু করণাদির বিষয় বৈষ্ণব মণ্ডলীর অবিদিত নাই। আবশ্যক হইলে পরপর হুঙ্কারে প্রকাশ করিব। যে খানে দেখিবেন বৈষ্ণব গুরু করিবে; সেখানে বুঝিতে হইবে বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ গুরু করিবে। ইহার নিদর্শন আপাততঃ সামান্য ভাবেই দেখাইতেছি। "বৈষ্ণবে কন্যাদানঞ্চ বরং নির্ব্বাণ হেতুনা" অর্থাৎ বৈষ্ণবকে কন্যা সম্প্রদান বরং নির্ব্বাণ মুক্তি লাভের কারণ। এ স্থলে বৈষ্ণব শব্দে সংসার ত্যাগী বৈষ্ণব কি হইতে পারে; কখনই নহে। অতএব এখানে বৈষ্ণব অর্থে শ্রীবিষ্ণুভক্ত সৎপাত্রে বিবাহোক্ত বিধানে কন্যা সম্প্রদান বুঝিতে হইবে। সেইরূপ দীক্ষাদিস্থলে বৈষ্ণবার্থে বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ নিশ্চয় জানিতে হইবে। হে সজ্জন মণ্ডলি! প্রবন্ধ

বাহুল্য হইয়া পড়িতেছে। শ্রীগুরু সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ আপাততঃ এইখানেই শেষ করা গেল। আপনারা সর্ব্বদাই স্মরণ করিবেন, বেদ মানিয়া না চলিলে সমস্তই ভ্রষ্ট হইবে। সাংখ্যদর্শন প্রণেতা মহর্ষি কপিলদেব বলিয়াছেন, বেদ মানিতেই হইবে; নতুবা সমাজ বিশৃঙ্খল, বর্ণাদি বিভাগ প্রভৃতি সমস্তই ছাড়ে-খাড়ে যাইবে। এই নিমিত্ত শ্রীপাদ শ্রীমদ্রূপ গোস্বামি প্রভু শ্রীভক্তি-রসামৃত সিন্ধুতে বলিয়াছেন ;—

শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদি পঞ্চরাত্র বিধিংবিনা।
ঐকান্তিকী হরেভ´ক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পত-ইতি ॥

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-নারদপঞ্চরাত্রি প্রভৃতিতে যেরূপ বিধি লিখিত হইয়াছে, সেই সকল বিধি উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক অর্থাৎ ঐসমস্ত শাস্ত্রের প্রতি অনাদর করণানন্তর ভগবান্ শ্রীহরির পদারবিন্দে ঐকান্তিকী ভক্তি করিলে, সেই ভক্তি দ্বারা কোন প্রকার মঙ্গল লাভ হয় না, বরঞ্চ উৎপাতের কারণ হয়। যেমন চক্ষু মুদ্রিত পূর্ব্বক গমন করিলে পতনাদি অবশ্যম্ভাবী, সেই প্রকার শ্রুত্যাদি শাস্ত্র অনাদর পূর্ব্বক ভজনা করিলে অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী ; অতএব শ্রুত্যাদ্যুক্ত বিধির অনুসরণ করতঃ ভক্তিঅঙ্গ যাজন করিবে। সেই ভক্ত্যঙ্গ যাজনের মূল কারণ দীক্ষা মন্ত্র গ্রহণ। সেই দীক্ষা মন্ত্র যদি শাস্ত্র বিধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক যথেচ্ছা বিধানে শূদ্রাদির নিকট গ্রহণ করা যায় ; তাহাতে শুভফল হওয়া দূরে থাকুক, অশুভ ফলই লাভ হইয়া থাকে। ইতর ভাষায় বলে ;—"গুরু কোর্‌বে জেনে ; জল খাবে ছেনে।" এই বাক্য ইতর ভাষায় বলিলেও অতি সারবান্ বাক্য।

ব্রাহ্মণ-সম্মান।

অধুনাতন কতকগুলি অদূরদর্শী-বৈষ্ণবাভিমানী বৈষ্ণবের মুখে প্রায়ই শুনা যায়, "ব্রাহ্মণ সম্মানের প্রয়োজন কি? ব্রাহ্মণেরা অবৈষ্ণব? যাঁহারা শ্রীবিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত তাঁহারাও স্মার্ত্ত মতাবলম্বী বৈষ্ণব? বিশুদ্ধ বৈষ্ণবতার কোন খোজ খবরই রাখেন না; অতএব শুদ্ধ বৈষ্ণবের ব্রাহ্মণ সম্মানের আবশ্যক করে না বরং সেই সকল ব্রাহ্মণের সঙ্গাদি করিলে শুদ্ধ বৈষ্ণবতার হানি হয়।" হায়! হায়! "কালস্য কুটিলা গতিঃ" ধর্ম্মানুশাসক-আদি বৈষ্ণব ব্রাহ্মণগণের পরিণাম ভাগ্য কি এই দাঁড়াইল? রে কলি! তোমায় শত শত ধন্যবাদ। স্বকার্য্য সিদ্ধির চরম পন্থা বাহির করিয়াছ? কর? কিন্তু শীঘ্র স্ব কার্য্য সিদ্ধ করিতে পারিবে না। ব্রাহ্মণের হৃদয়স্থ ব্রহ্মণ্যদেব ব্রাহ্মণ হৃদয় হইতে একবারে অন্তর্হিত হইবেন না। সেই জন্যই মহর্ষি পরাশর স্ব-সংহিতায় ব্রাহ্মণকেই যুগাবতার বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন;—

"যুগে যুগে চ যে ধর্ম্মাস্তত্র তত্র চ যে দ্বিজাঃ।
তেষাং নিন্দা ন কর্ত্তব্যা যুগ রূপাহি তে দ্বিজাঃ॥"

যুগে যুগে যেরূপ ধর্ম্ম প্রচলিত হয়, সেই সেই কালে ব্রাহ্মণ সকল যেমত আচার-ব্যবহার করেন, তাহাতে তাঁহাদের নিন্দা করা অকর্ত্তব্য, কারণ ব্রাহ্মণগণই যুগাবতার হন। শ্রীভগবান মনু বলিয়াছেন;—

ব্রাহ্মণোজায়মানোঽহি পৃথিব্যামধিজায়তে।
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং ধর্ম্মকোষস্য গুপ্তয়ে॥
প্রণীতশ্চাপ্রণীতশ্চ যথাগ্নির্দৈবতং মহৎ।
এবং বিদ্বানবিদ্বান্ বা ব্রাহ্মণো দৈবতং মহৎ॥
শ্মশানেষ্বপি তেজস্বী পাবকো নৈব দুষ্যতি।
হূয়মানশ্চ যজ্ঞেষু ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥
এবং যদ্যপ্যনিষ্টেষু বর্ত্ততে সর্ব্বকর্ম্মসু।
সর্ব্বথা ব্রাহ্মণঃ পূজ্যো দৈবতং পরমং মহৎ॥
পরামপ্যাপদং প্রাপ্তো ব্রাহ্মণায় প্রকোপয়েৎ।
তেহ্যেবং কুপিতা হন্যুঃ সদ্যঃ সবল বাহনং॥
যৈঃ কৃতঃ সর্ব্বভক্ষ্যোঽগ্নিরপেয়শ্চ মহোদধিঃ।
ক্ষয়ী চাপ্যায়িতশ্চন্দ্রঃ কো ন নশ্যেৎ প্রকোপ্যতান্॥
লোকানন্যান্ সৃজেয়ুর্যে লোকপালাংশ্চ কোপিতাঃ।
দেবান্ কুর্য্যুরদেবাংশ্চ কঃ ক্ষিণ্বংস্তান্ সমৃধ্নুয়াৎ॥
যান্ সমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তি দেবা লোকাশ্চ সর্ব্বদা।
ব্রহ্ম এব ধনং যেষাং কো হিংস্যাত্তান্ জিজীবিষুঃ॥
তপস্তপ্ত্বাসৃজদ্ব্রহ্মা ব্রাহ্মণান্ বেদ গুপ্তয়ে।
তৃপ্ত্যর্থং পিতৃদেবানাং ধর্ম্ম সংরক্ষণায় চ॥ ইতি যাজ্ঞবল্ক্যঃ।
ব্রাহ্মণা দেবতা লোকে ব্রাহ্মণা দিবি দেবতাঃ।
ত্রৈলোক্যে ব্রাহ্মণাঃ শ্রেষ্ঠাঃ ব্রাহ্মণা সর্ব্ব কারণং॥
ব্রাহ্মণাশ্চৈব দেবাশ্চ তেজ একং দ্বিধাকৃতং।
প্রত্যক্ষং ব্রাহ্মণা দেবা পরোক্ষং দিবি দেবতাঃ॥
ব্রাহ্মণা যত্র নাশ্নন্তি তত্র নাশ্নন্তি দেবতাঃ।
ব্রাহ্মণেষু চ তুষ্টেষু সন্তুষ্টাঃ সর্ব্বদেবতাঃ॥

পৈত্রে নিযুক্তাঃ পিতরো ভবন্তি ক্রিয়াসু দৈবীষু ভবন্তি দেবাঃ।
দ্বিজোত্তমা হন্ত নিযুক্ততোয়াস্তেনৈব দেহেন ভবন্তি দেবাঃ॥

ইতি যমসংহিতা।

যদ্‌ব্রাহ্মণাস্তুষ্টতমা বদন্তি তদ্দেবতাঃ কর্ম্মভিরাচরন্তি।
তুষ্টেষু তুষ্টাঃ সততং ভবন্তি প্রত্যক্ষদেবেষু পরোক্ষদেবাঃ॥
যথা রুদ্রা যথাদিত্যা মরুতো বসবোঽশ্বিনৌ।
ব্রহ্মা যমঃ সোম সূর্য্যো তথা লোকে দ্বিজোত্তমাঃ॥
এতে পুরাণদেবা বৈ ধারয়ন্তি প্রজাইমাঃ।
পবিত্রং পরমং লোকে তেষুধর্ম্মঃ প্রতিষ্ঠিতঃ॥
যদ্বৈহবির্হুতং মন্ত্রৈর্ব্রাহ্মণা নৈব ভুঞ্জতে।
ন প্রীণয়ন্তি তদ্দেবান্ অতিদেবাশ্চ ব্রাহ্মণাঃ॥
দেবাধীনাঃ প্রজাঃ সর্ব্বা যজ্ঞাধীনাশ্চ দেবতাঃ।
তে যজ্ঞা ব্রাহ্মণাধীনাস্তস্মাদ্দেবা দ্বিজোত্তমাঃ॥
শক্যং হি কবচং ভেত্তুং নারাচেন শরেণ বা।
অপিবজ্রসহস্রেণ ব্রাহ্মণাশীস্তু দুর্ভিদা॥
আসন্নো হি দহত্যগ্নির্দূরাদ্দহতি ব্রাহ্মণঃ।
প্ররোহত্যগ্নিনা দগ্ধং বিপ্রদগ্ধং ন রোহতি॥
ব্রাহ্মণানাঞ্চ শাপেন সর্ব্বভক্ষ্যো হুতাশনঃ।
সমুদ্রশ্চাপ্যপেয়শ্চ বিকলশ্চ পুরন্দরঃ॥
চন্দ্রমা রাজযক্ষ্মী চ পৃথিব্যামূষরাণি চ।
বনস্পতীনাং নির্যাসো দানবানাং পরাজয়ঃ॥
অনন্তান্যেব তেজাংসি ব্রাহ্মণানাং মহাত্মনাং।
তস্মাদ্বিপ্রেষু নৃপতিঃ প্রণমেন্নিত্যমেব তু॥

ইতি বিষ্ণুসংহিতা।

পূজিতেষু দ্বিজেন্দ্রেষু পূজিতঃ স্যাজ্জনার্দ্দনঃ।
যস্তান্ দ্বিষতি মূঢ়াত্মা স যাতি নরকং ধ্রুবং॥
তানর্চ্চয়েন্নরো ভক্ত্যা ব্রাহ্মণান্ বিষ্ণুতৎপরাঃ।
এবমাহ হরিঃপূর্ব্বং ব্রাহ্মণা মামকী তনুঃ॥
ব্রাহ্মণো নাবমন্তব্যো বুধো বাপ্যবুধোঽপি বা।
সা হি দিব্যা তনুর্ব্বিষ্ণোস্তস্মাত্তানর্চ্চয়েদ্বুধঃ॥

ইতি বামনপুরাণং।

ব্রাহ্মণা হি মহাত্মানঃ শ্রিয়োমূলং ভবস্য চ।
স্যুশ্চৈব সর্ব্বকার্য্যেষু ব্রাহ্মণা ব্রহ্মবাদিনঃ॥
দেবাঃ পুত্র ভবার্থায় প্রজানাং বিবুধোত্তমৈঃ।
প্রোষিতা মানুষং লোকং ভূমিদেবা দ্বিজাতয়ঃ॥
ব্রাহ্মণা দৈবতং ভূমৌ ব্রাহ্মণা দিবি দেবতাঃ।
ব্রাহ্মণেভ্যঃ পরংনাস্তি ভূতং কিঞ্চ জগত্রয়ে॥
অদৈবং দৈবতং কুর্য্যুঃ কুর্য্যুর্দ্দৈবমদৈবতং।
ব্রাহ্মণা হি মহাভাগাঃ পূজ্যন্তে সততং দ্বিজাঃ॥
ব্রাহ্মণেভ্যঃ সমুৎপন্না দেবাঃ পূর্ব্বমিতিশ্রুতিঃ।
ব্রাহ্মণেভ্যো জগৎসর্ব্বং তস্মাৎ পূজ্যতমাঃ সদা॥
যেষামশ্নন্তি বক্ত্রেণ দেবতাঃ পিতরস্তথা।
ঋষয়শ্চ মহাভাগাঃ কিন্তুতমধিকং ততঃ॥
যদেব মনুজো ভক্ত্যা ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রযচ্ছতি।
তদেবাপ্নোতি ধর্ম্মজ্ঞো বহু জন্মনি জন্মনি॥

ইতি রামায়ণং।

অধ্যাপনাৎ যাজনাদ্বা অন্যস্মাদ্বা প্রতিগ্রহাৎ।
দোষো ভবতি বিপ্রাণাং জ্বলিতাগ্নি সমাদ্বিজাঃ॥

দুর্ব্বেদা বা সুবেদা বা প্রাকৃতাঃ সংস্কৃতাস্তথা।
ব্রাহ্মণা নাবমন্তব্যা ভস্মাচ্ছন্না ইবাগ্নয়ঃ॥
যথা শ্মশানে দীপ্তৌজাঃ পাবকো নৈব দুষ্যতি।
এবং বিদ্বানবিদ্বান্ বা ব্রাহ্মণো নৈব দুষ্যতি॥ ইতি বনপর্ব্বং।
দুঃশীলোঽপি দ্বিজঃ পূজ্যো ন শূদ্রো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
কঃ পরিত্যজ্য দুষ্টাং গাং দুহেচ্ছীলবতীং খরীং॥
ইতি পরাশরঃ।

হে সভ্যগণ! ধর্ম্মরক্ষণার্থ সমুৎপন্ন ব্রাহ্মণই সর্ব্বপ্রাণীর একমাত্র প্রভু। অগ্নি মন্ত্র প্রভৃতিতে সংস্কৃত হউক বা না হউক, তথাপি অগ্নি যেমন সকলের পূজ্য, সেই মত ব্রাহ্মণ জ্ঞানীই হউন বা অজ্ঞানীই হউন, সকল বর্ণেরই পূজনীয়। তেজস্বী অগ্নিশ্মশানে থাকিলেও অপবিত্র হয় না, ঐ অগ্নি আহুতি প্রাপ্ত হইলে পুনরায় যেরূপ প্রদীপ্ত হয়, সেইরূপ ব্রাহ্মণ দূষিত কার্য্যে রত হইলেও সর্ব্বপ্রকারে দেবতার ন্যায় পূজনীয়। স্বয়ং অত্যন্ত বিপদাপন্ন হইলেও ব্রাহ্মণের কোপোৎপাদন করিবে না। ব্রাহ্মণ যে ব্যক্তির উপর কোপান্বিত হন, সেই ব্যক্তির সহায়-সম্পত্তি শীঘ্রই বিনাশ হয়। যে ব্রাহ্মণ সকল ক্রোধান্বিত হইয়া অভিশাপ প্রদান দ্বারা অগ্নিকে সর্ব্বভক্ষ্য, বারিধির জল (লবণাক্ত) অপেয়, চন্দ্রকে (ক্ষয়রোগগ্রস্ত করাইয়া) হ্রাস-বৃদ্ধিশীল করিয়াছেন, সেই ব্রাহ্মণকে ক্রোধান্বিত করিলে কোন ব্যক্তি বিনষ্ট না হইবে? যে ব্রাহ্মণগণ প্রকুপিত হইয়া স্বতন্ত্র লোক, স্বতন্ত্র লোকপাল সৃজন করিয়াছেন, যে ব্রাহ্মণ সকল রাগান্বিত হইয়া দেবের দেবত্ব বিনষ্ট করিতে সমর্থ, যাঁহাদিগকে সহায় করিয়া

দেবমণ্ডলী এবং অন্যান্য লোক অবস্থিতি করিতেছে, যে বিপ্র সমূহের পরমারাধ্যধন একমাত্র পরম ব্রহ্মবিষ্ণু, বাঁচিবার বাসনা থাকিলে কোন ব্যক্তিই সেই ব্রাহ্মণের প্রতি বিদ্বেষভাবাদি কদাচ প্রকাশ করিবে না। প্রজাপতি-ব্রহ্মা চিন্তা করিয়াছিলেন যে, বেদ, ধর্ম্ম-রক্ষা, পিতৃলোকের, দেবলোকের তৃপ্তি সাধন কি প্রকারে সম্পন্ন হইতে পারে, এইরূপ বহু চিন্তা পূর্ব্বক ঐ চারিটী কর্ম্ম নিষ্পত্তির নিমিত্ত ব্রাহ্মণবর্ণ সৃষ্টি করেন। ব্রাহ্মণ ভূমির দেবতা, ব্রাহ্মণ স্বর্গলোকেও দেবতা, ব্রাহ্মণ লোকত্রয় মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও ব্রাহ্মণ সকল কার্য্যের কারণ। একমাত্র ব্রহ্মতেজ ব্রাহ্মণ ও দেবতা দুইভাগে বিভক্ত; তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, ধরণীর প্রত্যক্ষদেবতা ব্রাহ্মণ; স্বর্গের দেবতা অপ্রত্যক্ষ। কোন সৎকর্ম্ম অর্থাৎ যজ্ঞ দেবার্চ্চনাদিতে ব্রাহ্মণ ব্যতীত সমস্তই নিষ্ফল হয়; ব্রাহ্মণ প্রসন্ন হইলে সমস্ত দেবতাই প্রসন্ন হন। শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে নিযুক্ত ব্রাহ্মণ পিতৃতুল্য হন। দৈব কার্য্যে নিযুক্ত ব্রাহ্মণ দেবতুল্য হন। সদ্‌ব্রাহ্মণ ভক্তি-শ্রদ্ধাদিগুণে স্ব-শরীরেই দেবত্ব লাভে সমর্থ হন। ব্রাহ্মণগণ পরিতুষ্ট হইয়া যাহা বলেন, দেবগণও কার্য্যে তাহাই করিয়া থাকেন। প্রত্যক্ষদেব ব্রাহ্মণ প্রসন্ন হইলে, পরোক্ষদেব ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাও প্রসন্ন হন। একাদশ রুদ্র, দ্বাদশাদিত্য, ঊনপঞ্চাশৎ বায়ু, অষ্ট বসু, অশ্বিনীকুমার দ্বয়, ব্রহ্ম, যম, চন্দ্র, সূর্য্য যেরূপ স্বর্গলোকে শ্রেষ্ঠ দেবতা, সেইরূপ মর্ত্ত্যলোকে ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ দেবতা। প্রাচীন দেব ব্রাহ্মণই লোকত্রয় সংধারণ করিতেছেন। পবিত্র মধ্যে ব্রাহ্মণ পরম পবিত্র। ব্রাহ্মণ শরীরেই ধর্ম্ম অবস্থিত আছে। যজ্ঞে মন্ত্রপূত হবি (ঘৃত) হুত হয় বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণ ভোজন হয় না; সেই যজ্ঞে হবিভুক্ দেবতা

সকলেরও তৃপ্তি সাধন হয় না। অতএব দেবতাপেক্ষা ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। এই লোকত্রয় দেবাধীন। দেবগণ যজ্ঞাধীন। যজ্ঞ ব্রাহ্মণাধীন; এই জন্য ব্রাহ্মণই প্রকৃত দেবতা হন। লৌহ বিনির্ম্মিত কঠিন বর্ম্ম (জামা) নারাচ কিংবা বাণাঘাতে ভেদ করা যায়। সহস্র বজ্রাঘাতেও ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ বিদীর্ণ করা যায় না। আগুণ নিকটেই দগ্ধ করিতে পারে; কিন্তু বিপ্র-ক্রোধানল অতি দূর হইতেও দগ্ধ করে। অগ্নিদগ্ধ বৃক্ষ পুনরায় অঙ্কুরিত হইবার সম্ভব। বিপ্রক্রোধাগ্নিদগ্ধ মানবের আর পুনর্ব্বার অঙ্কুরিত হইবার আশাই থাকে না। ব্রাহ্মণের অভিশম্পাতেই অগ্নি সর্ব্ব ভক্ষ্য হইয়াছেন। সমুদ্রের জল লবণাক্ত অপেয় হইয়াছে। দেবরাজ ইন্দ্র পুরুষ চিহ্ন বিহীন এবং চন্দ্র যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হইয়াছেন। তরু সকলের নির্য্যাস (আঠা) নির্গম পীড়া সমুৎপন্ন হইয়াছে। দৈত্য সকল যুদ্ধে পরাভূত হইয়াছেন। মহাত্মা-ব্রাহ্মণদিগের অসীম শক্তি, এই জন্য * সকলে ব্রাহ্মণ সন্নিধানে সর্ব্বদা নত ভাবে অবস্থান করিবেন। ব্রাহ্মণের সম্মানই শ্রীনারায়ণের অর্চ্চন মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে। যে মূঢ় মানব ব্রাহ্মণের দ্বেষ করে, তাহার নরকগমন অনিবার্য্য। বিশেষতঃ বিষ্ণুভক্ত-বৈষ্ণব ব্যক্তি সর্ব্বদাই সর্ব্বাবস্থায় ব্রাহ্মণের সম্মান করিবেন। সত্য যুগে ভগবান্ হরি শ্রীমুখে কহিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণই মদীয় শরীর। ব্রাহ্মণ জ্ঞানীই হউন বা জ্ঞান বিহীনই হউন, তাঁহাকে কদাচ অবজ্ঞাদি করিবে না। ব্রাহ্মণই যখন শ্রীহরির দেহ, তখন বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই ব্রাহ্মণের পূজা করিবেন। এই পৃথিবীতে ব্রাহ্মণই বিভব ও শ্রীর মূলীভূত কারণ; যে হেতু ব্রাহ্মণই যজ্ঞাদি সৎকার্য্যে মন্ত্র পাঠের অধিকারী হন। প্রজা সকলের সন্তান-সম্পত্তি বৃদ্ধি করিবার

নিমিত্তই ইন্দ্রাদি দেববৃন্দ কর্ত্তৃক দেবরূপ ব্রাহ্মণ সমূহ পৃথিবীতে প্রেরিত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণ ধরাতলে যেরূপ দেবতার সমান পূজনীয়, সেইরূপ স্বর্গলোকেও মাননীয়। ব্রাহ্মণ হইতে ত্রিজগতে পবিত্র আর কোন বস্তুই নাই এবং হয় নাই। ব্রাহ্মণ সকল মনে করিলে দেবতার দেবত্ব ধ্বংস করিতে পারেন আর দেবত্ব বিহীন প্রাণীকেও দেবত্ব প্রদান করিতে পারেন; সেই নিমিত্ত ব্রাহ্মণ সর্ব্বকালেই সকলের নিকট সম্মান পান। বেদে উক্ত আছে—ব্রাহ্মণ হইতেই সর্ব্ব জগৎ ও ব্রাহ্মণ দ্বারাই দেবতা সকল সৃষ্ট হইয়াছেন, এই হেতু ব্রাহ্মণ সর্ব্ব লোকের অর্চ্চনীয়। বিপ্র মুখেই দেব, পিতৃ এবং মহাভাগ ঋষি সকল ভোজন করেন। অতএব এই জগতে ব্রাহ্মণাপেক্ষা সমধিক পূজনীয়-পবিত্র আর কি হইবে? যে মনুষ্য ভক্তিসহ বিপ্রহস্তে কোন দ্রব্য প্রদান করে, সেই ধার্ম্মিক মনুষ্য প্রতি জন্মেই সেই দ্রব্য উপভোগ করেন। অধ্যাপনা, যাজন বিহীন, প্রতিগ্রহাসক্ত ব্রাহ্মণও দোষ-ভাগী নন, যে হেতু ব্রাহ্মণ সর্ব্বদাই প্রজ্বলিত অগ্নির সমান। দুর্ব্বেদ অর্থাৎ বেদজ্ঞান শূন্য, সুবেদ অর্থাৎ বেদজ্ঞ, পবিত্র বা অপবিত্র হউন, ব্রাহ্মণগণ কিছুতেই অসম্মানের পাত্র নন, তাহাদিগকে ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নিবৎ জানিতে হইবে। যেমন শ্মশানস্থ প্রদীপ্তাদি গুণবিশিষ্টাগ্নি অপবিত্র নন, সেইরূপ বিদ্বান হউন আর অবিদ্বান হউন, ব্রাহ্মণ কোনক্রমেই অপবিত্র নহেন। ব্রাহ্মণ দুঃশীল হইলেও পূজ্য। শূদ্র জিতেন্দ্রিয়াদি গুণবিশিষ্ট হইলেও পূজ্য নহে। ইহ সংসারে দুষ্ট গাভী দোহন পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোন ব্যক্তি সুশীলা গর্দ্দভীকে দোহন করে। যাহারা অজ্ঞ তাহারাই রাসভী দোহন পূর্ব্বক বিফল মনোরথ হয়। এইরূপ বেদাদি সর্ব্বশাস্ত্রে

ব্রাহ্মণের সর্ব্ববিষয়েই উৎকর্ষতা দেখা যায়। ব্রাহ্মণ গায়ত্রী বিরহিত হইলেও জন্ম জনিত সম্মানার্হ হইয়া থাকেন। এ স্থলে আমরা দিগ্‌দর্শন মাত্র করাইলাম। ব্রাহ্মণ যখন যুগাবতার স্বরূপ তখন কলির ব্রাহ্মণও সর্ব্বকাল-সর্ব্বাবস্থায় সকলের পূজনীয়, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

এইখানে ব্রাহ্মণদ্বেষী-বৈষ্ণবাভিমানী বৈষ্ণবদল "পণ্ডিতা ভক্তিবর্জ্জিতাঃ" "বিদ্যার গৌরব নাই গোরাচাঁদের হাটে" ইত্যাদি মহতীস্থায়ানুসারে পূর্ব্বপক্ষ করিতে পারেন যে, পণ্ডিত হইলেই ভক্তি বর্জ্জিত হন। আমাদের গোরচাঁদের হাটে, পাণ্ডিত্যের বা কোন প্রকার বিদ্যার গৌরব নাই; অতএব আমরা শাস্ত্র-ফাস্ত্র কি ঋষি-ফুষি সকলের স্বার্থপর বাক্য মানি না। আমরা দেখিয়াছি—শুনিয়াছি—কত ব্রাহ্মণ শূদ্রাদি কুলোৎপন্ন বৈষ্ণবের চরণাঙ্গুলী চুম্বন করিয়াছে। সেই চুম্বনের শব্দ শুনিয়া কত কর্ম্মী-কতজ্ঞানী, হা-হতোস্মি! হা-দগ্ধোস্মি! হায়! হায়! কি হইল-কি হইল বলিয়া হতভম্ব হইয়াছে। আমাদের হাটের রাজা শ্রীগোরাচাঁদ কি তাঁহার ভক্ত সকল যদি ব্রাহ্মণের সম্মানাদি করিয়া থাকেন, তবে বুঝিয়া-সুজিয়া যাতে ভাল হয়, তাই করিব। হে ভাই হেটো সকল! তোমাদের সাহস ধন্য! তোমাদের পূর্ব্বপক্ষকে ধন্য! তোমাদের জিহ্বা ধন্য! তোমাদের পূর্ব্বপক্ষ বাক্য শ্রবণে অঙ্গ শিহরিয়া উঠে। তোমাদিগকে কোন কথা বলিতে সাহস না হইলেও শাস্ত্রজ্ঞান পরিশূন্য-সরল স্বভাব ভক্তগণের প্রীতি সাধনাদি-নিমিত্ত তোমাদের অলীক-অসৎ পূর্ব্বপক্ষের মীমাংসায় অগ্রসর হইলাম। আমরা শুনি নাই বা দেখি নাই যে, কোন বৈষ্ণব ব্রাহ্মণকে স্ব-চরণ চুম্বন

করাইয়াছেন। চরণ চুম্বনের কথা দূরে থাকুক, বৈষ্ণবেরা অতি হীন ব্যক্তিরও প্রণামাদি গ্রহণ করেন না। তাঁহারাই সর্ব্বদা জগৎকে প্রণামাদি করিতেছেন। যে বৈষ্ণব প্রণামাদি প্রয়াসী সে বৈষ্ণব বৈষ্ণবই নহে। সে ব্যক্তি ধর্ম্মধ্বজীত্যাদি ব্যতীত কিছুই নহে। এ বিষয় আর বেশী আন্দোলন না করিয়া উক্ত পূর্ব্বপক্ষের সিদ্ধান্ত করিতে প্রস্তুত হইলাম।

শ্রীভগবান্ হরি সর্ব্বযুগেই ব্রাহ্মণের সম্মানাদি করিয়া জগৎকে ব্রাহ্মণভক্তি প্রভৃতি শিক্ষা দেন। ইহা সকলেই জানেন। বর্ত্তমান কলিযুগের ৪০০ চারি শত বৎসরের মধ্যে আমাদের শ্রীশচীনন্দন গৌরাঙ্গচাঁদ ব্রাহ্মণের সম্মানাদি অতি চমৎকার ভাবেই সকলকে শিক্ষা দিয়াছেন; এই কথা তদীয় প্রিয়ভক্ত শ্রীকবিকর্ণপুর শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মহাকাব্যে লিখিয়াছেন;—

পথি স চীরনদে প্রভুরাত্মনোৎ প্লবন তর্পণ পূজনমুৎসুকঃ।
অরিতমস্তবপুঃ সমভূত্ততো ন চরিতং চরিতং ভবতি প্রভোঃ॥
পথি শরীরমদস্তেয়মমুস্থতা কথমভূৎ প্রতিকূলকরী মম।
ইতি বিচিন্তয়তা দ্বিজসঞ্চয়ো নিজপদেজগদেককৃপালুনা॥
অথ বিচিন্ত্য ভৃশং মনসাত্মনো জ্বরশমায় মহাপ্রভুরৌষধং।
ক্ষিতিসুরাঙ্ঘ্রিপয়ো হৃদিশংস্বয়ং নহি কৃপাং হি কৃপাম্বুধি রুজ্ঝতি॥
জ্বরশমোথ বভূব মহাপ্রভোঃ সপদি তেন তদীয় পদাম্বুনা।
জগতি তচ্চরিতানি বিদন্তু কে সুনিভৃতা নিভৃতানি জগত্রয়ে॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু পথিমধ্যে চীর নামক নদে পুনঃ পুনঃ স্নান-তর্পণ এবং স্বেষ্টদেবতার অর্চ্চনা করিতেছিলেন, হঠাৎ ভয়ানক

জ্বর তদীয় শরীরাক্রমণ করিল, তথাপি তাঁহার পূজাদি নিয়মের কোনরূপ ব্যাঘাত করিতে সমর্থ হইল না। তখন জগতের একমাত্র কৃপানিধান শ্রীমহাপ্রভু পথে কিরূপে এই দেহ জ্বরাক্রান্ত হইল, এই জ্বর আমার প্রতিকূলকারী মনোমধ্যে এইরূপ নিশ্চয় করণানন্তর সহচর ব্রাহ্মণ সকলকে বলিলেন। তদনন্তর মনে মনে স্থির নিশ্চয় করিলেন যে, ব্রাহ্মণের চরণোদক পান ব্যতীত জ্বরোপশমের মহৌষধ আর নাই। আপনারা চরণোদক প্রদান করুন? তাহাতেই আমার দারুণ জ্বর নিবৃত্তি হইবে। কৃপা-সমুদ্র কখন কৃপা বিহীন হন না। এই কথা কহিয়া শ্রীগৌরহরি ব্রাহ্মণ চরণোদক পান করিলেন, তাহাতেই দারুণ জ্বর তৎক্ষণাৎ শান্তি হইল। অতএব পরম করুণাময় গৌরাঙ্গ প্রভুর আশ্চর্য্য মহিমার বিষয় এ সংসারে কোন ব্যক্তি জানিতে পারে। এই বার্ত্তাটী ভক্তচূড়ামণি ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন দাস প্রভু শ্রীচৈতন্য ভাগবত মধ্যেও প্রকাশ করিয়াছেন ;—

"এই মত কথোপথ আসিতে আসিতে।
আর দিন জ্বর প্রকাশিলেন দেহেতে॥
প্রাকৃত-লোকের প্রায় বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
লোক-শিক্ষা দেখাইতে ধরিলেন জ্বর॥
মধ্যপথে জ্বর প্রকাশিলেন ঈশ্বরে।
শিষ্যগণ হইলেন চিন্তিত অন্তরে॥
পথে রহি করিলেন বহু প্রতিকার।
তথাপি না ছাড়ে জ্বর হেন ইচ্ছা তাঁর॥
তবে প্রভু ব্যবস্থিলা ঔষধ আপনে।

সর্ব্বদুঃখ খণ্ডে বিপ্র-পাদোদক পানে॥
বিপ্র-পাদোদকের মহিমা বুঝাইতে।
পান করিলেন প্রভু আপনে সাক্ষাতে॥
বিপ্র-পাদোদক পান করিয়া ঈশ্বর।
সেই ক্ষণে সুস্থ হৈলা আর নাহি জ্বর॥
ঈশ্বর সে করে বিপ্র-পাদোদক পানে।
এ তান স্বভাব বেদ-পুরাণ-বাখানে॥”

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রিয়পার্শ্বদ শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী “মনঃশিক্ষা” গ্রন্থের প্রথমেই লিখিয়াছেন ;—

গুরৌ গোষ্ঠে গোষ্ঠালয়িষু সুজনে ভূসুরগণে
স্বমন্ত্রে শ্রীনাম্নি ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বশরণে।
সদাদম্ভংহিত্বা কুরু রতিমপূর্ব্বামতিতরা-
ময়ে স্বান্তর্ভ্রাতশ্চটুভিরভিযাচে ধৃতপদঃ॥

এই শ্লোকের টীকায় বঙ্গেশ্বর—ভক্তাগ্রগণ্য শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন ;—

“শ্বপাকমিবনেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবমিত্যাদ্যুপপন্ন হেয়তা বুদ্ধিত্যাগেন। নন্থ শ্বপাকমিবেত্যাদিনা তদ্দর্শনমপি নিষিদ্ধং কুতস্তত্ররতেঃ কর্ত্তব্যতা। উচ্যতে। বিপ্রং কৃতাগসমপি নৈব দ্রুহ্যত মামকাঃ। ঘ্নন্তং বহুশপন্তং বা নমস্কুরুত নিত্যশ, ইতি শ্রীমদ্ভাগবতীয় বচনৈক বাক্যত্বায় শ্বপাকমিত্যনেনাসক্তি পূর্ব্বকং দর্শনং নিষিদ্ধং নতু তত্র হেয়বুদ্ধিঃ কর্ত্তব্য ইতি।

অয়ে ভ্রাতঃ! (বৈষ্ণব!) হে মন! দাম্ভিকতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীগুরুদেব পাদপদ্মে, গোষ্ঠে (বৃন্দাবনে), বৃন্দাবনবাসী জনগণে, সুজনে অর্থাৎ বৈষ্ণব সকলে, ব্রাহ্মণ চরণে, নিজ মন্ত্রে অর্থাৎ দীক্ষিত মন্ত্রে, শ্রীকৃষ্ণের নাম সমূহে ও ব্রজ-নবযুবদ্বন্দ্ব শ্রীমদ্রাধাকৃষ্ণ শরণে সর্ব্বকাল-সর্ব্বাবস্থায় অপূর্ব্বা রতি বিধান কর? আমি তদীয় চরণ ধারণ করতঃ চাটু বচন দ্বারা ইহাই প্রার্থনা করিতেছি। টীকার ভাবার্থ এই যে,—এই লোকে শ্বপাক-চণ্ডাল যেরূপ দৃষ্টি পথের অযোগ্য, সেইরূপ অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণও দর্শনীয় নহে, ইত্যাদি বাক্যানুসারে ব্রাহ্মণের প্রতি অবজ্ঞাদি ভাব প্রকাশ করিবে না। যদি বল অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সমানেত্যাদি শাস্ত্র বাক্যে, তাহার দর্শনও নিষিদ্ধ; অতএব কিরূপে সেই অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ প্রতি ভক্তি করা কর্ত্তব্য হইতে পারে? না, এ কথা বলিও না। শ্রীভাগবতে ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন,—ব্রাহ্মণকে আমার মূর্ত্ত্যন্তর জানিবে, এই হেতু ব্রাহ্মণ কোন পাপাচরণাদি করিলেও তাঁহার দ্রোহাচরণ করিবে না। ব্রাহ্মণ হিংসা করিলেও (আত্ম বঞ্চক হইলেও) এবং বহু শাপ প্রদান করিলেও, ব্রাহ্মণকে সর্ব্বদা নমস্কার করিবে। এই ভাগবত বাক্যও "শ্বপাকমিব" শাস্ত্রবাক্যে সমন্বয়-মীমাংসা দ্বারা ইহাই নিশ্চয় হইল যে, অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণকে আসক্তি (অনুরাগাদির) সহিত দর্শনাদি করিবে না। ব্রাহ্মণকে হেয় জ্ঞান করা বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য নহে। যে হেতু ব্রাহ্মণ হরির তনু, যুগাবতার স্বরূপ; এই সকল পূর্ব্বে পুরাণ প্রভৃতি দ্বারা সপ্রমাণ করা হইয়াছে। এখন সকলে বুঝিয়া দেখুন, বৈষ্ণবের ব্রাহ্মণ সম্মান করা অতীব কর্ত্তব্য কি না?

যে সকল বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ সম্মানাদি না করেন, তাহাদিগকে কোঁন ক্রমেই বৈষ্ণব বলা বিধেয় নহে। বেদাদি শাস্ত্র সকল, শ্রীভগবান গৌরচন্দ্র এবং তাঁহার মুখ্যপার্শ্বদবর্গ যখন ব্রাহ্মণের সম্মান প্রভৃতি করিয়াছেন, তখন যে বৈষ্ণব ব্রাহ্মণাবজ্ঞাদি করে, সে বৈষ্ণব শাস্ত্র ও ভগবদ্রোহী। অতএব তিনি অবৈষ্ণব এবং যথেচ্ছাচারীত্যাদি মধ্যে গণনীয়।

শ্রীশালগ্রাম-শিলার্চ্চন।

হে সজ্জনগণ! আজ কাল স্ত্রী-শূদ্রাদিরমধ্যে শ্রীশালগ্রাম শিলাদি পূজার ও কাষায় বস্ত্র পরিধান এবং কমণ্ডলু ধারণের খুব ধূমধাম ব্যাপার দেখা যাইতেছে, তজ্জন্য কতকগুলি ধর্ম্মভীরু ব্যক্তি প্রশ্ন করিয়াছেন; "স্ত্রীশূদ্রাদি ভগবদ্ভ হইলেও তাহাদের শ্রীনারায়ণশিলাদি পূজায় অধিকার আছে কিনা? যদি তাঁহাদিগের ঐ শিলাদি পূজায় অধিকার শাস্ত্র-সদাচার সিদ্ধ হয়, তবে তাহার শাস্ত্র, যুক্তি প্রভৃতি প্রমাণ সহিত একখানি ব্যবস্থা পত্র প্রদান পূর্ব্বক আমাদিগের সংশয় দূর করিবেন।" এক্ষণে আমরা শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের চরণানুসরণ করিয়া ঐ মঙ্গলময়-সর্ব্বজন হিতকর-পরম পবিত্র প্রশ্নের যথাজ্ঞান উত্তর (ব্যবস্থা) প্রদানে অগ্রসর হইলাম। শ্রীশ্রীহরিভক্তি-বিলাসে আমাদিগের আচার্য্য প্রভুপাদ বলিয়াছেন;—

এবং শ্রীভগবান্ সর্ব্বৈঃ শালগ্রামশিলাত্মকঃ।
দ্বিজৈঃ স্ত্রীভিশ্চশূদ্রৈশ্চ পূজ্যা ভগবতঃপরৈঃ॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়বিশাং সচ্ছূদ্রানামথাপি বা।
শালগ্রামেঽধিকারোঽস্তি ন চান্যেষাং কদাচন॥

শাস্ত্রোক্ত লক্ষণান্বিত সদ্গুরু সন্নিধানে যথাবিধি দীক্ষা গ্রহণানন্তর (যথাবিধি দীক্ষাং গৃহীত্বা ভগবৎ পূজাপরৈঃ সদ্ভিরিত্যর্থঃ) শ্রীভগবানের অর্চ্চনাদি তৎপর হন, তবে কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি স্ত্রী, কি শূদ্র (সৎশূদ্র) সকলেই ভক্তিতৎপর হইয়া, শ্রীশালগ্রামশিলাত্মক ভগবানের পূজা করিতে পারেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, সৎশূদ্র (সচ্ছূদ্র গোপনাপিতৌ, অর্থাৎ হারীত ঋষি সৎগোপ ও নাপিতকে সৎশূদ্র বলিয়াছেন) ও বৈশ্যের অথবা শ্রীভগবদ্ভক্ত শূদ্রমাত্রের শালগ্রামার্চ্চনে অধিকার আছে। (যতঃ শূদ্রেষপি যে বৈষ্ণবাস্তে শূদ্রাদয়ো ন কিলোচ্যন্তে) শূদ্র সকলের মধ্যে যাঁহারা বৈষ্ণব অর্থাৎ বিষ্ণুভক্তি পরায়ণাদি গুণ বিশিষ্ট তাঁহাদিগকে শূদ্র বলা উচিত নহে। তাঁহারা বিষ্ণুভক্তি প্রভাবে স্ব-স্বাপেক্ষা বর্ণ শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত না হইলেও বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণাদি গুণ হেতুত্বে বৈষ্ণব বলিয়া আদরনীয় হইতে পারেন। "ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তেতুভাগবতা নরাঃ" ইত্যাদি পদ্মপুরাণ বাক্যেও ঐ কথাই প্রমাণিত হইয়াছে। তথাপি বিলাসের টীকাকার শ্রীসনাতন গোস্বামী বায়ুপুরাণ প্রমাণে সৎশূদ্রের লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছেন;—"অযাচকঃ প্রদাতাস্যাৎ কৃষিং বৃত্যর্থমাচরেৎ পুরাণং শৃণুয়ান্নিত্যং শালগ্রামঞ্চ পূজয়েদিতি" অর্থাৎ বিনা যাচ্ঞায় প্রচুর (সাধ্যমত) দান করিবে, সংসার যাত্রা নির্ব্বাহার্থে

কৃষিকর্ম্ম করিবে, প্রত্যহ শ্রীভাগবতাদি পুরাণ শ্রবণ করিবে। এইমত শূদ্র শালগ্রামার্চ্চন করিতে পারে। "নিত্যং ভাগবতং শৃণু" ইত্যাদি পুরাণ প্রমাণে ভাগবত পুরাণই নিত্য শ্রবণীয়। যিনি নিত্য ভাগবত শ্রবণ করেন, তিনি শূদ্র হইলেও ভাগবত (বৈষ্ণব) বলিয়া আদরনীয়। এ স্থলে ইহাও বিচার্য্য হইতে পারে, শ্রীবিষ্ণুভক্তি বিহীন, মৎস্য-মসূরাদি ভক্ষণকারী অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণের শ্রীবিষ্ণু স্মরণাদিতে অধিকার নাই, এই কথা স্মার্ত্ত লিখনে দেখা যায়। এরূপ স্থলে যথাবিধি বিষ্ণু মন্ত্রে দীক্ষিত শূদ্রাদি প্রতিলোমজ সকল সংসারাদিতে আসক্ত থাকিলেও শ্রীনারায়ণ পূজা করিতে পারিবে কিনা? এই আশঙ্কা পরিহারার্থ বলিতেছেন,—শাস্ত্রে যে সকল বৈষ্ণব লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, শূদ্রাদি বর্ণ সকল যদি সেই সমস্ত লক্ষণ বিশিষ্ট হন, তবে ব্রাহ্মণ সাদৃশ্যতা লাভ হেতু শ্রীশিলার্চ্চনে অধিকারী হইবেন; তদ্ব্যতীত অধিকারী হইবেন না। শ্রীহরিভক্তিবিলাস টীকা এবং শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু ধৃত শ্রীমদ্ভাগবত বচনে যাহা বুঝা যাইতেছে, তাহা সুধীগণ উপলব্ধি করিবেন;—

যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাদ্যৎ প্রহ্বণাদ্যৎ স্মরণাদপিক্বচিৎ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে কুতপুনস্তে ভগবন্ন দর্শনাৎ॥

দুর্জ্জাতিরেব সবনাযোগ্যত্বে কারণং মতম্।
দুর্জ্জাত্যারম্ভকংপাপং যৎস্যাৎ প্রারব্ধমেবতৎ॥

টীকা। সজনায় যজনায় কল্পতে যোগ্যো ভবতীত্যর্থঃ। ইতি শ্রীসনাতন প্রভুঃ। ততশ্চাস্য ভগবন্নাম শ্রবণাদ্যেকতরাৎ সদ্য এব সবন যোগ্যতায়াঃ প্রতিকূল দুর্জ্জাতিত্ব প্রারম্ভক প্রারব্ধপাপনাশ-

পূর্ব্বক সবন যোগ্য জাতিত্ব জনক পুণ্য লাভঃ প্রতিপদ্যতো ব্রাহ্মণানাং শৌক্রে জন্মনি দুর্জ্জাতিত্বাভাবেঽপি সবনায় স্বজাতিত্ব জনক সাবিত্র্যজন্মাপেক্ষাবৎ। তস্মাদ্ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানামপি সম্ভবাদিতি তু কৈমুত্যার্থমেব প্রোক্তমিত্যায়াতি। তস্মাদ্দুর্জ্জাতিরেবেত্যত্র সবনাযোগ্যত্বে কারণমিতি তদযোগ্যত্বে পাপময়ীত্যর্থঃ। ন তু তদযোগ্যত্বাভাবমাত্রময়ীতি ব্রাহ্মণকুমারাণাং শৌক্রেজন্মনি দুর্জ্জাতিত্বাভাবেঽপি সবনযোগ্যত্বায় পুণ্যবিশেষময় সাবিত্রজন্ম সাপেক্ষত্বাৎ। ততশ্চ সবনযোগ্যত্ব প্রতিকূলদুর্জ্জাত্যারম্ভকং প্রারব্ধমপি গতমেব কিন্তু শিষ্টাচারাভাবাৎ সাবিত্রং জন্ম নাস্তীতি ব্রাহ্মণকুমারাণাং সবনযোগ্যত্বাভাবাবচ্ছেদক পুণ্য বিশেষময় সাবিত্র জন্মাপেক্ষাবদস্য জন্মান্তরাপেক্ষা বর্ত্তত ইতি ভাবঃ। অতঃ প্রমাণ বাক্যেঽপি সবনায় কল্পতে সম্ভাবিতো ভবতি নতু তদেবাধিকারী স্যাদিত্যভিপ্রেতং। ব্যাখ্যাতঞ্চ তৈঃ সদ্যঃ সবনায় সোমযাগায় কল্পতে। অনেন পূজ্যত্বং লক্ষত, ইতি শ্রীজীবপ্রভুঃ।

হে ভগবন্! আপনার নাম শ্রবণ, কীর্ত্তন ও আপনাকে নমস্কার এবং আপনার গুণাদি স্মরণের মধ্যে কোন একটীর যাজন করিলে কুকুর মাংস ভোজনকারী চণ্ডালও যখন শীঘ্রই সোমযাগ করিবার অধিকার লাভ করিয়া থাকে, তখন যে মনুষ্য আপনার দর্শন লাভ করিয়াছে, সেই মানব যে পবিত্র হইবে না, ইহা কোন ক্রমেই সম্ভব হইতে পারে না; সে নিশ্চয়ই পবিত্র (কৃতার্থ) হইবে। উল্লিখিত শ্রীভাগবত বচনে কুকুরমাংস ভোজী চণ্ডাল সদ্যই সোমযাগ করণাধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এই বাক্য দ্বারা ইহাই উপলব্ধি হয় যে, সোমযাগ করণের প্রতিকূল স্বরূপ দুর্জ্জাতিত্ব

প্রারম্ভক প্রারব্ধ (যদ্দ্বারা নীচ জাতিতে জন্মিয়া ক্লেশ পাইতে হয়) পাপ নাশ সম্ভব; কারণ শ্রীভগবন্নিষ্ঠ অর্থাৎ ভগবানের প্রতি একান্ত ভক্তি-জাতি দোষ হইতে চণ্ডালকেও পবিত্র করে। এখানে চণ্ডালস্বরূপ দুর্জ্জাতিত্বই অর্থাৎ নিকৃষ্ট জাতিত্বই সোমযাগে অযোগ্যতার হেতু। উক্ত বচনদ্বয়ের টীকার তাৎপর্য্যার্থ এই যে, শূদ্রাদিকুলোদ্ভব একান্ত ভক্ত-বৈষ্ণবের সোমযাগে (যজ্ঞে) অধিকার হইলেও তিনি ঐ যাগ স্বয়ং করিতে পারিবেন না। শ্রীভগবানে নিষ্ঠাভক্তি হওয়াতে তিনি পবিত্র হইয়াছেন। আর তাঁহার দুর্জ্জাতিতে জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে না। দুর্জ্জাতিতে জন্ম গ্রহণের কারণ প্রারব্ধ পাপ; কিন্তু শ্রীভগবানে নিষ্ঠাভক্তি করাতেই তাঁহার প্রারব্ধ পাপ ধ্বংস হইয়াছে; এ জন্য তিনি সোমযাগাদি কার্য্য কদাচই করিতে পারিবেন না। যদি তাঁহার সোমযাগাদি যজ্ঞ করিবার বাসনা হয়, তবে ব্রাহ্মণ জন্মের অপেক্ষা অবশ্যই করিতে হইবে। শৌক্র, সাবিত্র্য ও দৈক্ষ্য এই জন্মত্রয়াভাবে যজ্ঞ করিতে পারে না। ঐ জন্মত্রয় ব্রাহ্মণ জন্মেই সিদ্ধ হয়। শ্রীসনাতন এবং শ্রীজীব প্রভুর টীকার অভিপ্রায়ে স্পষ্টই জানা গেল যে, শূদ্রাদি কুলোদ্ভব ব্যক্তিও যদি নিরপরাধে শ্রীভগন্নাম স্মরণাদি রূপ ভক্ত্যঙ্গের যাজনা করেন, তদ্দ্বারা তিনি প্রারব্ধ পাপ হইতে মুক্তি লাভ পূর্ব্বক পরম পবিত্র হইবেন।*

---

* ৺কাশীধামবাসী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ের এই মত যে, "শূদ্রজাতি বিষ্ণুপরায়ণ হইলে বৈষ্ণব" বলিয়া অভিহিত হইতে পারেন; কিন্তু আপনা হইতে উৎকৃষ্ট জাতিত্ব প্রাপ্ত হইতে পারেন না। তাঁহাদিগকে দণ্ডীর ন্যায় নারায়ণত্ব প্রাপ্ত বলা যাইতে পারে না।

কোন ক্রমেই ব্রহ্ম কার্য্য করিতে সমর্থ হইবেন না। শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন ;—"চণ্ডালদিগের যদি আমাতে নিষ্ঠাভক্তি হয়, তাহা হইলে সেই ভক্তি তাহাদিগকেও পবিত্র করেন।"

বহু শাস্ত্র পর্য্যালোচনা দ্বারা স্মৃতি কর্ত্তা সকল স্থির নিশ্চয় করিয়াছেন ; শ্রীবিষ্ণুভক্তিপরায়ণ আদিবৈষ্ণব ব্রাহ্মণেরই শ্রীশালগ্রামাদি ভগবন্মূর্ত্তি অর্চ্চনায় মুখ্যাধিকার। গৌণভাবে বিষ্ণু-ভক্ত ক্ষত্রিয়াদির অধিকার দেখা যায়। কিন্তু আমাদের আচার্য্য শ্রীহরিভক্তি বিলাসে ভগবদ্ভক্ত স্ত্রী-শূদ্রেরও শিলার্চ্চনে অধিকার দিয়াছেন। আমরা গৌড়ীয়-মধ্বসম্প্রদায়ী বৈষ্ণব। আমাদের সম্প্রদায়ের প্রধান স্মৃতি শ্রীহভিক্তি-বিলাস। এ জন্য আমরা বিলাস ও তদনুকূল শাস্ত্রাদিকেই আদর এবং স্বীকার করিব ; সে পক্ষে কোন সন্দেহ নাই। বিলাসের টীকায় শ্রীসনাতন গোস্বামি প্রভু সৎশূদ্র শব্দে শ্রীবিষ্ণুভক্তিপরায়ণ শূদ্রকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং বিষ্ণুভক্তি তৎপরা স্ত্রী-জাতিকেও তৎসহিত সাম্যতা স্থির করিয়াছেন। অতএব মূলোক্ত বচনে সৎ শূদ্রের যে লক্ষণ, সেই লক্ষণ বিশিষ্ট সৎশূদ্রের শিলার্চ্চনাধিকার সনাতনের অভিপ্রেত নহে। বৈষ্ণবেরই অধিকার। শিলার্চ্চনাধিকার প্রকরণের টীকার পরিশেষে ঐ প্রভুপাদ শ্রীভাগবত বচন প্রমাণে শিলার্চ্চনাধিকারী ত্যাগী বৈষ্ণব ইহাই চরম সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ;—"যতো বিধিনিষেধা ভগবদ্ভক্তানাং ন ভবতীতি দেবর্ষি ভূতাপ্ত নৃণাং পিতৃণামিত্যাদি বচনৈঃ। তথা কর্ম্ম পরিত্যাগাদিনামপি ন কশ্চিদ্দোষো ঘটত ইতি।" শ্রীভগবদ্ভক্ত সকল বিধি-নিষেধের বাধ্য হন না। শ্রীজীবপ্রভু রসামৃত-সিন্ধুতে "আজ্ঞায়ৈবমিত্যাদি" শ্লোক টীকায় লিখিয়াছেন, "নিত্যনৈমিত্তিক লক্ষণান্ সর্ব্বানেব

বর্ণাশ্রমবিহিতান্ ধর্ম্মান্ তদুপলক্ষণং জ্ঞানমপি মদনন্যভক্তি বিঘাতকতয়া সন্ত্যজ্য মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ। চকারাৎ পূর্ব্বোক্তোঽপি সত্তম ইত্যুত্তরস্য তত্তদ্গুণাভাবেঽপি পূর্ব্ব সাম্যমিতি বোধয়তি।" ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে কহিলেন,—হে সখে! যে ব্যক্তি আমার আদিষ্ট নিজ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম এবং মদীয় অনন্য ভক্তি বিঘাতক জ্ঞান পরিত্যাগানন্তর আমার ভজনা করেন, সেই ব্যক্তিই সাধু মধ্যে উত্তম। যে মানব বর্ণাশ্রম বিহিত ধর্ম্ম সমূহ পরিত্যাগানন্তর, সর্ব্বতোভাবে স্মরনীয় শ্রীমুকুন্দের আশ্রয় গ্রহণ করেন, সেই মানব দেব, ঋষি, পিতৃ, ভূত (প্রাণী) আত্মীয়-কুটুম্ব সকলের কিঙ্কর হন না, অর্থাৎ ঐ পঞ্চঋণ পরিশোধ জন্য তাঁহাকে আর পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হয় না। একান্ত ভক্তি দ্বারাই তাঁহার সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হয়। ঐ সকল শাস্ত্র ও আচার্য্য বাক্যে উপলব্ধি হইতেছে, পঞ্চঋণ মুক্ত, যথাপরাম্পরা সংস্কৃত, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্যাদি দোষ বিরহিত শূদ্র কুলোৎপন্ন সংসার ত্যাগী নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব মহাত্মারাই শিলার্চ্চনে অধিকারী। শ্রীনারায়ণ শিলার প্রতিষ্ঠাভাব হেতু ঐ বৈষ্ণবের শিলার্চ্চন দোষাবহ বলিয়া বোধ হয় না। যাঁহারা পুত্র-দারাদি সহিত সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন, সেইরূপ শূদ্রাদি শ্রীবিষ্ণুপরায়ণ বৈষ্ণব হইলেও তাঁহাদের শিলার্চ্চনাধিকার গ্রহণ দম্ভতা মাত্র এবং অপরাধ সঞ্চয় বলিয়াই পণ্ডিতমণ্ডলী স্থির নিশ্চয় করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমাদিগের পরমারাধ্য ভগবান্ শ্রীশ্রীমচ্চৈতন্যদেব বৈষ্ণব-জগতের মঙ্গল বাসনায় নিত্য-সিদ্ধ পার্ষদ-ভক্তশিরোমণি শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামিকে উপলক্ষ্য পূর্ব্বক বৈষ্ণব-জগতকে শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীরূপ, সনাতন, জীব প্রভৃতি গোস্বামি-পাদদিগকে

শ্রীশ্রীমূর্ত্তি সেবা প্রকাশাজ্ঞা দিয়া ভঙ্গীক্রমে শ্রীরঘুনাথকে শ্রীগোবর্দ্ধন শিলা এবং স্বোরসিস্থিত গুঞ্জামালা পূজনার্থ অনুমতি করিলেন,—

"এইমত তিন বৎসর শিলা-মালা ধরিল।
তুষ্ট হঞা শিলা-মালা রঘুনাথে দিল॥
প্রভু কহে এই শিলা কৃষ্ণের বিগ্রহ।
ইহা সেবা কর তুমি করিয়া আগ্রহ॥
এই শিলার কর তুমি সাত্ত্বিক পূজন।
অচিরাতে পাবে তুমি কৃষ্ণ-প্রেমধন॥"

এই বিষয় শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে বিস্তার বর্ণিত হইয়াছে। পূর্ব্বপক্ষ-নিরসনেও অনেকটা প্রকাশ করা হইয়াছে। অহো! নিরভিমানী-ভক্তচূড়ামণি-বৈষ্ণব প্রবর শ্রীরঘুনাথের কি চমৎকার স্বভাব! শ্রীমহাপ্রভু প্রদত্ত শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ স্বরূপ গোবর্দ্ধন শিলা প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থন্মন্য হইলেন। নেত্র হইতে দরদরিত ভাবে জলধারা পতিত হইতে লাগিল? আনন্দে গাত্র লোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল? মনে মনে করিতে লাগিলেন আমার কি ভাগ্য!!! প্রভু মৎসদৃশ অধমকে এত কৃপা করিলেন? রঘুনাথ আনন্দোচ্ছ্বাসে স্বকৃত স্তবাবলী মধ্যে ঐ বার্ত্তা কি প্রেমে লিখিয়াছেন, তাহা বৈষ্ণবমণ্ডলীর আনন্দ বর্দ্ধনার্থ প্রকাশ করিলাম।

মহা সম্পদ্দারাদপি পতিতমুদ্ধৃত্য কৃপয়া
স্বরূপে যঃ স্বীয়ে কুজনমপি মাং ন্যস্য মুদিতঃ।

উরোগুঞ্জাহারং প্রিয়মপি চ গোবর্দ্ধনশিলাং
দদৌ মে গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥

পতিত ও অত্যন্ত কুৎসিত অর্থাৎ ঘৃণিত ব্যক্তি যে আমি অধুনা আমাকে যিনি কৃপাপূর্ব্বক কালাহিবৎ মহাসম্পৎ এবং কলত্রাদি মহামায়া হইতে সমুদ্ধার করণানন্তর নিজপ্রিয় শ্রীপাদ স্বরূপ গোস্বামি প্রভু সকাশে রাখিয়া দিয়া স্বয়ং আনন্দিত হইয়াছিলেন, অধিকন্তু স্বপ্রিয় স্বরূপে স্বীকার করতঃ অম্মসার তুল্য মদীয় বক্ষঃস্থলে স্ব-প্রিয় গুঞ্জাহার এবং স্ব-বিগ্রহ স্বরূপ শ্রীগোবর্দ্ধন শিলা সম্প্রদান করিয়াছিলেন, সেই পতিতপাবন শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র আমার হৃদয়ে সমুদিত হইয়া, আমাকে সর্ব্বদাই হর্ষান্বিত করিতেছেন।

হে স্বধর্ম্ম-পরায়ণ বিজ্ঞমণ্ডলি! আপনারা সকলেই জানেন যে, শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামি শ্রীভগবদ্ভক্ত-বৈষ্ণবের শীর্ষস্থানীয়। কোন সময় শ্রীমহাপ্রভু শ্রীমুখে স্বয়ং বলিয়াছেন,—"রঘুনাথের বৈরাগ্য জীবে না সম্ভবে।" সেই রঘুনাথকে যখন মহাপ্রভু শ্রীনারায়ণ শিলার্চ্চনের আজ্ঞা দেন নাই, তখন ব্রাহ্মণেতর কুলোদ্ভব আপামর-সাধারণ বৈষ্ণব সকল যে শিলার্চ্চন করিবে, এ কথা কোন বুদ্ধিমান্ মানব স্বীকার করিবে? "বৈষ্ণব হইতে বড় মনে ছিল সাধ। তৃণাদপি শ্লোকেতে পড়ে গেল বাদ॥" এই মূল্যবান বাক্যটী সকলে স্মরণ করুন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে, কিরূপ বৈষ্ণবের শ্রীনারায়ণ পূজায় অধিকার হইতে পারে। বর্ত্তমান যুগ প্রভাবে আজ কাল অনেক বৈষ্ণবাভিমানী স্ত্রী-শূদ্র শ্রীনারায়ণাদির পূজা নির্ভয় চিত্তে করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

ধন্য কলি!! ধন্য তাহাদের সাহস!!! শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামিকে শ্রীগোবর্দ্ধন-শিলার্চ্চনের আজ্ঞা দেওয়াতেই সদ্বৈষ্ণব সকল মহাপ্রভুর অভিপ্রায় বুঝিয়া গোবর্দ্ধন-শিলা পূজাই করিতে লাগিলেন; অদ্যাবধি নিরভিমানী সদ্বৈষ্ণবেরা মহাপ্রভুর অভিপ্রায় মতেই কার্য্য করিতেছেন। প্রবন্ধ বাহুল্য ভয়ে এ বিষয় এই খানেই আপাততঃ শেষ করা হইল। অধুনা যখন স্ত্রী-শূদ্র নিরাতঙ্কে শ্রীবিষ্ণু-শিলাদি পূজা করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন কাষায় বস্ত্র পরিধান, কমণ্ডলু ধারণ করিবে, ইহা বাহুল্য কথা কি? কলিতে যার যা ইচ্ছা সে তাই করিবে। এখন ব্রাহ্মণ সকল লোভাদির বশতাপন্ন হেতু মন্দ-প্রভ হইয়াছেন, তজ্জন্যই ঐ সকল উৎপাৎ দেখা দিয়াছে।

শ্রীভগবৎপ্রসাদ ভক্ষণ।

কোন কোন সদাশয় ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,—শ্রীভগবানের প্রসাদান্ন ভক্ষণে জাতি বিচার করা কর্ত্তব্য কিনা?" তাঁহাদিগের এই সাধু-প্রশ্নের উত্তর (ব্যবস্থা) যথাজ্ঞান দেওয়া যাইতেছে। শ্রীশ্রীহরিভক্তি-বিলাসে বলিয়াছেন;—

ব্রহ্মচারি গৃহস্থৈশ্চ বানপ্রস্থৈশ্চ ভিক্ষুভিঃ।
ভোক্তব্যং বিষ্ণুনৈবেদ্যং নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥

ভুক্ত্বান্যদেবনৈবেদ্যং দ্বিজশ্চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ।
ভুক্ত্বা কেশবনৈবেদ্যং যজ্ঞকোটি ফলং লভেৎ॥
হৃদিরূপং মুখে নাম নৈবেদ্যমুদরে হরেঃ।
পাদোদকঞ্চ নির্ম্মাল্যং মস্তকে যস্য সোঽচ্যুতঃ॥

ব্রহ্মচারি, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুক এই চতুরাশ্রমী ব্যক্তিই শ্রীবিষ্ণুর নৈবেদ্য (প্রসাদ) ভক্ষণ করিবেন। ইহাতে ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচারের কোন প্রয়োজন নাই। ব্রাহ্মণ বিষ্ণু ব্যতিরিক্ত অন্য দেবতার নৈবেদ্য ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করিবেন। বিষ্ণু-প্রসাদ ভক্ষণে কোটি যজ্ঞের ফল লাভ হয়। যাঁহার হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের রূপ, বদনে শ্রীকৃষ্ণের নাম, উদরে শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ, মস্তকে শ্রীকৃষ্ণের চরণোদক ও নির্ম্মাল্য বিরাজমান তিনি শ্রীকৃষ্ণের সারূপ্যাদি লাভাধিকারী এবং তিনি ভক্তিমার্গ হইতে কদাচ চ্যুত হন না। এই বচন স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের স্মৃতিতেও দেখা যায়।

পাবনং বিষ্ণুনৈবেদ্যং সুরসিদ্ধর্ষিভিঃ স্মৃতঞ্চ।
অন্যদেবস্য নৈবেদ্যং ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ॥
নৈবেদ্যং জগদীশস্য অন্নপানাদিকঞ্চ যৎ।
ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচারশ্চ নাস্তি তদ্ভক্ষণে দ্বিজাঃ॥
ব্রহ্মবন্নির্ব্বিকারং হি যথা বিষ্ণুস্তথৈব তৎ।
বিকারং যে প্রকুর্ব্বন্তি ভক্ষণে তদ্দ্বিজাতয়ঃ॥
কুষ্ঠব্যাধি সমাযুক্তাঃ পুত্রদার বিবর্জ্জিতাঃ।
নিরয়ং যান্তি তে বিপ্রা যস্মান্নাবর্ত্ততে পুনঃ॥

দেবগণ, সিদ্ধগণ, ঋষিগণ শ্রীবিষ্ণু-নৈবেদ্যকে (প্রসাদকে) পরম পবিত্র এবং অন্যদেবতার নৈবেদ্য ভক্ষণে চান্দ্রায়ণ করিতে আদেশ করিয়াছেন। হে দ্বিজগণ! শ্রীহরির নৈবেদ্য অন্ন জল প্রভৃতি ভক্ষণে ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার নাই। বিষ্ণু-নৈবেদ্য ব্রহ্মবৎ বিকার বিহীন, যেমন বিষ্ণু, বিষ্ণু-নৈবেদ্যও সেইরূপ। যে সকল দ্বিজাতি ভক্ষণ বিষয়ে বিকার করেন, তাঁহারা কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ও পুত্রদার বিহীন হইয়া নরকে যাইবেন। নরক হইতে তাঁহাদের পুনরাবৃত্তি হয় না। এই সকল প্রমাণ বচনে নিশ্চয় হইল যে, শ্রীহরির প্রসাদ ভক্ষণে জাতি-আশ্রমাদি কোন বিচারই করিবে না। এখন পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে যে, শূদ্রাদি বিনির্ম্মিত অন্নাদি (ভাত প্রভৃতি) বিষ্ণ্বর্পিত হইলে, সেই প্রসাদ অন্নাদি ব্রাহ্মণে ভক্ষণ করিতে পারিবেন কি না? উত্তর, তাহা কখনই পারিবে না। শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র ব্যতীত কুত্রাপি সদাচার দেখা যায় নাই, শূদ্রাদি বিনির্ম্মিত ও প্রদত্ত পক্ব-অন্ন-ব্যঞ্জনাদি মহাপ্রসাদ ব্রাহ্মণে ভোজন করিয়া থাকেন। সদাচার মধ্যে যেমত গৃহীত হয় নাই, সেই মত শাস্ত্রীয় হইলেও সজ্জনগণ গ্রহণ করেন না। আচারই ধর্ম্মের মূল। অতএব সকলকেই সদাচার মানিয়া চলিতে হইবে। এই নিমিত্ত শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে বলিয়াছেন;—

ন কিঞ্চিৎ কস্যচিৎ সিধ্যেৎ সদাচারং বিনা যতঃ।
তস্মাদবশ্যং সর্ব্বত্র সদাচারোহ্যপেক্ষতে॥
যজ্ঞদানতপাংসীহ পুরুষস্য ন ভূতয়ে।
ভবন্তি যঃ সদাচারঃ সমুল্লঙ্ঘ্য প্রবর্ত্ততে॥

টীকা। অন্যঃ সদাচারাদ্বিষ্ণোরারাধনাৎ পরঃ পন্থাঃ, কেবল

যোগাভ্যাসাদিঃ তস্যবিষ্ণোঃ সন্তোষকারকো ন ভবতি অতএবোক্ত-প্রথমস্কন্ধে সবৈ পুংসাং পরোধর্ম্মো যতোভক্তিরধোক্ষজ ইতি ধর্ম্মস্য সদাচার লক্ষণ এব।

সদাচার ব্যতীত কাহার কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না, সেই জন্য সকল কার্য্যে সদাচারের আবশ্যক। যিনি সদাচার লঙ্ঘন পূর্ব্বক কার্য্য করেন, যজ্ঞ, দান, তপস্যা ইহলোকে তাঁহার শুভ সাধন করিতে সমর্থ হন না। সদাচারই হরি আরাধনার পরম পন্থা; কেবল যোগাভ্যাসাদি হরি সন্তোষ কারক হয় না, এই হেতু প্রথমস্কন্ধে বলিয়াছেন;—অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে ভক্তি সেই ভক্তিই পুরুষের পরম ধর্ম্ম। ধর্ম্মই সদাচার লক্ষণ বিশিষ্ট। শ্রীভগবৎ স্মরণাদি ভক্তি জীব মাত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহা দ্বারাই প্রতিপন্ন হইতেছে, সদাচার অবশ্য কর্ত্তব্য। কারণ ভগবৎ স্মরণাদি-ভক্তিই সদাচার। এই জন্য সদাচারের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতেছেন;—

সদাচারবতা পুংসা জিতৌ লোকাবুভাবপি।
সাধবঃ ক্ষীণদোষাস্তু সচ্ছব্দঃ সাধুবাচকঃ।
তেষামাচরণং যত্তু সদাচারঃ স উচ্যতে॥
আচার প্রভবোধর্ম্মঃ সন্তশ্চাচারলক্ষণাঃ।
সাধুনাঞ্চ যথাবৃত্তং স সদাচার ইষ্যতে॥
আচার এব ধর্ম্মস্য মূলং রাজন্ কুলস্য চ।
আচারাদ্বিচ্যুতো জন্তুর্ন কুলীনো ন ধার্ম্মিকঃ॥
গৃহস্থেন সদাকার্য্যমাচার পরিপালনং।
নহ্যাচার বিহীনস্য সুখমত্র পরত্র চ॥

যে ব্যক্তি সদাচার নিরত, সেই ব্যক্তি ইহলোক-পরলোক জয় করিয়াছে। সদাচারের লক্ষণ এই,—যাঁহাদের কোন দোষ নাই, তাঁহারাই সাধু, সৎশব্দ সাধুকে বুঝায়। সাধু সকলের যে আচরণ, তাহাই সদাচার। ধর্ম্ম আচার দ্বারা সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। সাধু সকল আচার পরায়ণ। সাধুগণ যে প্রকার আচার প্রতিপালন করেন, তাহাই সদাচার বলিয়া নির্ণিত হয়। আচারই ধর্ম্মের মূলীভূত কারণ। আচারই বংশ রক্ষাদির মূল। যিনি আচার বিহীন, তাঁহাকে কুলীন এবং ধার্ম্মিকও বলা যাইতে পারে না। অতএব গৃহী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সকলেই সর্ব্বদা আচার প্রতিপালন করিবে। আচার চ্যুত হইলে তাঁহার ইহলোক-পরলোক কোন লোকেই সুখ (মঙ্গল) লাভ হয় না। অতএব সদাচারাগ্রাহ্য শূদ্রাদি বিনির্ম্মিত প্রদত্ত, পৃষ্ট শ্রীভগবৎপ্রসাদান্ন (ভাত প্রভৃতি) মহাপ্রসাদবুদ্ধিতে দ্বিজ সকল কদাচ ভক্ষণ করিবেন না। ভক্ষণ করিলে শাস্ত্র-সদাচার উল্লঙ্ঘন জন্য প্রায়শ্চিত্তার্হ হইবেন।

বৈষ্ণব-শ্রাদ্ধ।

কোন কোন সদাশয় ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,—"গৃহস্থ বৈষ্ণবের পিতৃ-মাতৃ শ্রাদ্ধাদি করায় নামাপরাধ প্রভৃতির আশঙ্কা আছে কিনা? এবং পিতৃ-মাতৃ শ্রাদ্ধ দিনে শ্রাদ্ধ বর্জ্জন পূর্ব্বক মালসাভোগ দিয়া বৈষ্ণব ভোজন করাইলে তদ্দ্বারা শ্রাদ্ধকার্য্য করা হয় কি না?"

হে সজ্জনগণ! ঐ জিজ্ঞাসা পত্র পাইয়া আমরা বিস্ময়ান্বিত হইয়াছি। যাহা শাস্ত্র-সদাচারাদি মধ্যে দেখা যায় না, সে সকল বাক্য কি প্রকারে জিজ্ঞাসিত হইতে পারে? যাহাই হউক, জিজ্ঞাস্য বিষয়ের উত্তর (ব্যবস্থা) দেওয়া কর্ত্তব্য বিধায় উত্তর দানে বাধ্য হইলাম। পিতৃ শ্রাদ্ধাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল মালসাভোগ দিবে এবং তদ্দ্বারাই শ্রাদ্ধ কার্য্য সমাধা হইবে, ইহা ঋষি সকল স্বপ্নেও জানিতে পারেন নাই। লোক কল্যাণেচ্ছু ঋষিদিগের বাক্যানুসারে বৈষ্ণব-স্মৃতি শ্রীহরিভক্তি বিলাসে বলিয়াছেন,—

প্রাপ্তে শ্রাদ্ধদিনেঽপি চ প্রাগন্নং ভগবতেঽর্পয়েৎ।
তচ্ছেষেণৈব কুর্ব্বীত শ্রাদ্ধং ভাগবতো নরঃ॥
বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যং দেবতান্তরং।
পিতৃভ্যশ্চাপি তদ্দেয়ং তদানন্ত্যায় কল্পতে॥
সাত্বতং বিধিমাস্থায় প্রাক্ সূর্য্যমুখ নিস্থতং।
পূজয়ামাসদেবেশং তচ্ছেষেণ পিতামহান্॥

যঃ শ্রাদ্ধকালে হরিভুক্তশেষং
দদাতি ভক্ত্যা পিতৃদেবতানাং।
তেনৈব পিণ্ডাং স্তুলসী বিমিশ্রা
না কল্পকোটিং পিতরঃ সুতৃপ্তাঃ॥

দেবান্ পিতৄন্ সমুদ্দিশ্য যদ্বিষ্ণোর্ব্বিনিবেদিতং।
তামুদ্দিশ্য ততঃ কুর্য্যাৎ প্রদানং তস্য চৈব হি॥
প্রযান্তি তৃপ্তিমতুলাং সোদকেনতু তেন বৈ।
মুকুন্দগাত্রলগ্নেন ব্রাহ্মণানাং বিলেপনং॥
চন্দনেন তু পিণ্ডানাং কর্ত্তব্যং পিতৃতৃপ্তয়ে।
দেবানাঞ্চ পিতৃণাঞ্চ জায়তে তৃপ্তিরক্ষয়া।
এবং কৃতে মহীপাল মা ভবেৎ সংশয়ঃ কচিৎ॥
অন্নাদ্যং শ্রাদ্ধকালেতু পতিতাদ্যৈর্নিরীক্ষিতং।
তুলসী-দল মিশ্রেণ সলিলেনাভিষিঞ্চয়েৎ॥
তদন্নং শুদ্ধতামেতি বিষ্ণোর্নৈবেদ্য মিশ্রিতং।
বিষ্ণোর্নৈবেদ্যশেষন্তু তস্মাদ্দেয়ং দ্বিজন্মনা।
পিণ্ডেচৈব বিশেষণ পিতৃণাং তৃপ্তিমিচ্ছতা॥ ইত্যাদি।

শ্রীবিষ্ণুপরায়ণ-বৈষ্ণব পিতৃ-মাতৃ শ্রাদ্ধ দিন উপস্থিত হইলে, সর্ব্বাগ্রে শ্রীভগবান-বিষ্ণুকে অন্ন নিবেদন পূর্ব্বক, সেই প্রসাদান্ন দ্বারাই শ্রাদ্ধ বিধি অনুসারে শ্রাদ্ধকার্য্য সমাধা করিবেন। বিষ্ণুর নিবেদিত প্রসাদান্ন দ্বারা অন্যান্য দেবতা সকলের অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য এবং পিতৃলোক সকলকেও সেই বিষ্ণ্বর্পিত অন্ন দ্বারা পিণ্ড প্রদান করিবে, তাহা হইলে তাহা অনন্ত ফল লাভের কারণ হয়। বৈষ্ণব বিধি সমাশ্রয় পূর্ব্বক সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে

শ্রীভগবান্ হরির অর্চ্চনা করণানন্তর তন্নিবেদিত অন্ন দ্বারা পিতামহ সকলকে অর্চ্চনা করিবে। যে মানব শ্রাদ্ধবাসরে ভক্তিপূর্ব্বক পিতৃ ও দেবগণকে শ্রীকৃষ্ণোচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদান্ন তুলসী বিমিশ্রিত পিণ্ড সকল অর্পণ করেন, তাঁহার পিতৃগণ কোটি কল্পাবধি সুতৃপ্ত হন। দেবগণ ও পিতৃ-পিতামহাদি-গণকে উদ্দেশ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে যাহা নিবেদন করা হয়, সেই নিবেদিত অন্ন প্রভৃতি সেই দেব ও পিতৃ-পিতামহ প্রভৃতিকে উদ্দেশ করতঃ সমর্পণ করিবে। শ্রীবিষ্ণু নিবেদিত জল সহিত পিতৃ-পিণ্ড সমর্পণে পিতৃলোকের অতুল তৃপ্তি লাভ হইয়া থাকে। মুকুন্দ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গ সংলগ্ন চন্দন দ্বারা ব্রাহ্মণ সকলের বিলেপন কর্ত্তব্য এবং পিতৃলোকের তৃপ্তি সাধন জন্য ঐ চন্দন দ্বারা পিণ্ডের বিলেপন বিধেয়। এইরূপ করিলে দেবগণ আর পিতৃগণের অক্ষয় তৃপ্তি হইয়া থাকে; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। শ্রাদ্ধ সময়ে অন্ন প্রভৃতি যদি চণ্ডালাদি পতিত লোক কর্ত্তৃক নিরীক্ষিত হয়, তাহা হইলে সেই অন্নাদি শুদ্ধির জন্য তুলসী সংলগ্ন জল দ্বারা অভিষেচন করিবে। এবং সেই সেই অন্নাদি বিষ্ণুনৈবেদ্যের (প্রসাদের) সহিত মিশ্রিত হইলে শুদ্ধ হয়। অতএব দ্বিজাতি সকলকে শ্রীহরির নৈবেদ্য শেষ সমর্পণ করিবে। পিতৃলোকের বিশেষ তৃপ্তি বাসনা করিলে পিণ্ডে বিষ্ণুর নৈবেদ্য শেষ প্রদান করিবে। ইত্যাদি প্রমাণ বাক্য আমাদিগের আচার্য্য শ্রীহরি-ভক্তি-বিলাসে প্রচুর উদ্ধৃত করিয়াছেন। "এখন দেখা যাই-তেছে যে, গৃহস্থ বৈষ্ণবের বিষ্ণু-প্রসাদান্নাদি দ্বারা পিতৃ-পিতা-মহাদির যথা" বিধানানুসারে শ্রাদ্ধ করা উচিত। যাঁহারা

বলেন, পিতৃদেবার্চ্চনাদি করিলে নামাপরাধ প্রভৃতি হয়, তাঁহাদিগের সেইমত মনোরম বলিয়া বোধ হয় না। শ্রীবিষ্ণু প্রসাদ বর্জ্জন পূর্ব্বক কর্ম্ম-কাণ্ডীয় স্মৃত্যনুসারে স্বাধীন ভাবে পিতৃ-শ্রাদ্ধাদি দ্বারা নামাপরাধাদির সম্ভাবনা আছে। এ জন্য গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ সতর্ক ভাবে শ্রীকৃষ্ণ-প্রসাদ দ্বারা পিত্রাদির শ্রাদ্ধ যত্ন পূর্ব্বক করিবেন। শ্রাদ্ধ কার্য্য পরিত্যাগানন্তর কেবল মাত্র মালসাভোগে শ্রাদ্ধ করা হয়, ইহা পণ্ডিত মণ্ডলীর জ্ঞানাতীত। আমাদিগের আচার্য্যগণও জানিতে পারেন নাই ও পারিবেন না। মালসাভোগ দিলেই শ্রাদ্ধ কার্য্য সমাধা হয়, ইহা শাস্ত্রজ্ঞানাদি বিহীন বৈষ্ণবেরাই বলেন। কোন রসিক ব্যক্তি বলিয়াছেন ;—

"উঠ্‌ল মাল্‌সা ভোগের ঢেউ।
শ্রাদ্ধ-তরে ভেবোনা কেউ॥
বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী এসে।
মাল্‌সা খাবে হেসে হেসে॥
পিতৃলোকে পুড়্‌বে ডঙ্কা।
শ্রাদ্ধ তরে নাইকো শঙ্কা॥
শোন্‌রে শোন্‌রে ওরে বঙ্গা।
কাজ কি শ্রাদ্ধ গয়া গঙ্গা॥"

এই রসিক কবির বাক্যানুসারে শ্রাদ্ধের পরিবর্ত্তে কেবল মালসাভোগ দ্বারা দেব-পিতৃলোক পরিতৃপ্ত হনত হউন? শ্রীলোচনানন্দ ঠাকুর মহাশয়ের মালসা ভোগাদি

সম্বন্ধে অনেকগুলি পরিহাস সূচক ধামালী আছে। যদি কাহার জানিবার বাসনা হয়, তিনি উদ্ধবপুর নিবাসী-নিরীহ ভক্ত শ্রীযুক্ত মধুসূদন পণ্ডা ঠাকুরের নিকট জানিবেন। এ সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত বলা হইল।

বর্ত্তমান কলিযুগ প্রভাবে পরম পবিত্র-সর্ব্বোচ্চ-সনাতন বৈষ্ণব-ধর্ম্ম নানাপ্রকার কুৎসিত অথচ জটিল দল্-দামে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীশ্রীমচ্চৈতন্যদেব যে ভাবে ধর্ম্মটী প্রচার করিয়াছেন, এখন সেই ভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব হইয়াছে। এইরূপ হইবার প্রধান কারণ এই যে, বহু নীচ ব্যক্তি নানা প্রকার দুষ্টাভিসন্ধিতে এই পবিত্র ধর্ম্ম সম্প্রদায় মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। এত নীচ ব্যক্তির প্রবেশ শাক্তাদি সম্প্রদায় মধ্যে দেখা যায় না। সেই জন্য গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সম্প্রদায়াপেক্ষা শাক্তাদি সম্প্রদায় মধ্যে তাঁহাদিগের সাধনোপযোগী শাস্ত্র-আচারাদির আদর-প্রমাণ লক্ষিত হয়। অধিকন্তু শাক্তাদি সম্প্রদায় মধ্যে স্বকপোল কল্পিত বাঙ্গলা পয়ারাদি গ্রন্থের বিশেষ প্রচলন হয় নাই। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সম্প্রদায় মধ্যে স্বকপোল কল্পিত শাস্ত্র-যুক্তি বিরুদ্ধ বাঙ্গালা পয়ার গ্রন্থ এত প্রচলন হইয়াছে যে, ব্রহ্মাও তাহার সংখ্যা স্থির করিতে অসমর্থ। সেই সকল পয়ার গ্রন্থ অধিকাংশ গুলিই গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সর্ব্বনাশ করিতেছে। এ কথা আর কত বলিব। পরিতাপের বিষয় এই যে, শ্রীগৌরাঙ্গের প্রচারিত শ্রুত্যাদি শাস্ত্রের চরম ফল স্বরূপ সনাতন বৈষ্ণব-ধর্ম্ম মালসা-ভোগ-দধিকাদার মধ্যে পড়িল? আচার্য্য বংশীয়গণ! আপনারা আর ঘুমাইবেন না? আমরা পটহ (ঢকা) বাদ্য-

কারীকে সঙ্গে লইয়া আপনাদের দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে লাগিলাম !!

সমাধি-সমাজ।

কতকগুলি গৃহস্থ সদ্বৈষ্ণব প্রশ্ন পত্র প্রেরণ করিয়াছেন যে, "গৃহস্থ বৈষ্ণবের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে, সেই মৃত-দেহ সমাধি বা সমাজ দেওয়া যায় কিনা? আমাদিগের এই প্রশ্নের সদুত্তর প্রদানে কৃপা করিবেন।"

হে সভ্যগণ! ঐ প্রশ্নটীর সপ্রমাণ উত্তর (ব্যবস্থা) প্রদান করা কঠিন, কেননা ঐ প্রশ্নের মূল কারণ এ কাল পর্য্যন্ত শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় নাই; তবে কি প্রকারে উত্তর দেওয়া যাইবে? কিন্তু কোন প্রকার উত্তর (ব্যবস্থা) প্রদান না করাও ভাল বোধ হয় না; সেই জন্য পরম্পরা প্রচলিত প্রথানুসারে উত্তর প্রদান করা যাইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তিপরায়ণ গৃহীবৈষ্ণবের মৃত্যু হইলে, মৃতদেহ যথা-বিধি অগ্নিতে দগ্ধ (ভস্মীভূত) করিবে। সেই শবদেহ খনন, (ভূগর্ভে পুতিয়া রাখা) প্লাবন (নদ্যাদির জলে ভাসাইয়া দেওয়া) নিক্ষেপ (শ্মশানাদিতে ফেলিয়া দেওয়া) করিবে না। মৃতব্যক্তির পুত্রাদিরা সেই শব-শরীর যথাশাস্ত্র অগ্নিদাহন করিবে। পিণ্ডাধিকারীগণ যদি সেই শবদেহ অগ্নি দাহন না করে, তাহা হইলে মৃতের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া লোপ হইবে

অর্থাৎ শ্রাদ্ধাদি কার্য্য হইবে না। এই হেতু গৃহী-বৈষ্ণব সকলকে পিত্রাদির মৃতদেহ অবশ্যই অগ্নিদাহন করিতে হইবে। যে সকল গৃহী বৈষ্ণব অজ্ঞব্যক্তিদের উপদেশে পিত্রাদির শব-শরীর ভূগর্ভে পুঁতিয়া ফেলে অর্থাৎ সমাধি বা সমাজ দেয়, তাহারা পিতৃদ্রোহীত্যাদি পাপে পাপী হইয়া থাকে। এই কথা স্মৃতি-শাস্ত্রে ভূয়োভূয় বলিয়াছেন। অতএব হে গৃহী বৈষ্ণবগণ! তোমরা অজ্ঞ লোকের উপদেশে ঐরূপ পাপ-ভাগী হইও না। যদি পিত্রাদির সমাধি বা সমাজ করিতে বাসনা হয়, তাহা হইলে পিত্রাদির মৃতদেহ দগ্ধ কালিন কিঞ্চিৎ অস্থি সঞ্চয় করিয়া রাখিবে। স্ব স্ব জাত্যুক্ত অশৌচান্ত ক্রিয়ার পর, কোন দিন সেই অস্থির সমাধি (ফুল সমাজ) করিবে। ঐ ফুল সমাজ বৃন্দাবনাদিতীর্থে, তুলসীক্ষেত্র সন্নিধানে অথবা গঙ্গাদিতীরে করিতে পার? যদিও শাস্ত্রে ঐ সমাজ করিবার কোন ব্যবস্থাদি দেখা যায় না। কিন্তু বহুদিন হইতে গৃহী বৈষ্ণব মধ্যে কোন কোন স্থলে ঐরূপ সমাজের নিয়ম দেখা যায়। গৌড়ীয়-গোস্বামি, মহান্ত সন্তান প্রভৃতির মধ্যে কোথাও কোথাও ঐ প্রকার ফুল সমাজ প্রচলন আছে। আমাদের দেশে বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ বাহাদুরের বংশেও ঐ ফুল সমাজ প্রথা অদ্যাবধি চলিয়া আসিতেছে। পরন্তু স্মৃতি-শাস্ত্রেও উক্ত হইয়াছে যে, গঙ্গাতীর্থ দূর হইলে পিত্রাদির দাহন সময়ে অস্থি সঞ্চয় পূর্ব্বক অশৌচান্ত ক্রিয়াবসানে সেই অস্থি গঙ্গায় নিক্ষেপ অর্থাৎ গঙ্গাগর্ভে যথাশাস্ত্র পুতিয়া, স্নানান্তে সূর্য্য দর্শন পূর্ব্বক আগমন করিবে। অতএব অস্থি সঞ্চয়ে কোন দোষ নাই। শাস্ত্র সম্মত দোষাবহ কি পাপোৎপাদক

হইতে পারে না। কোন কোন তার্কিক ব্যক্তি এই স্থলে তর্কোদ্ভাবন করেন যে, "কিঞ্চিৎ অস্থি যখন সমাজ দেওয়ার প্রথা আছে। তখন শরীরের সমস্ত অস্থিগুলিই অর্থাৎ সম্পূর্ণ দেহটাই কেন সমাজ দেওয়া যাইবে না।" তাঁহাদের এইরূপ ভ্রমপূর্ণ তর্কের ভিত্তি কিছুমাত্র নাই। যখন শব-শরীর অগ্নি-দাহন ব্যতীত মৃতের ঔর্দ্ধদেহিক (শ্রাদ্ধাদি) কার্য্য লোপ হয়, তখন সম্পূর্ণ শব-দেহটা কেমন করিয়া ভূগর্ভে পোতা যাইতে পারে। সেই তার্কিকেরা কি কারণে ঐরূপ ভ্রমপূর্ণ তর্কোদ্ভাবন করেন, তাহা তাঁহারাই জানেন।

কোন কোন অজ্ঞ গৃহী বৈষ্ণব শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমসাময়িক বৈষ্ণব-চূড়ামণি শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাধির (সমাজের) দৃষ্টান্তে মৃতপিত্রাদির দেহ সমাজ দিয়া থাকেন। তজ্জন্য তাঁহাদিগকে বিশেষ পাপগ্রস্ত হইতে হইবে। তাঁহাদের দৃষ্টান্তের স্থল শ্রীহরিদাস ঠাকুর সংসারত্যাগী বৈষ্ণব ছিলেন। সেই জন্য তাঁহার পবিত্র দেহ সমুদ্রতীরে সমাজ দেওয়া হইয়াছিল। তন্মধ্যে আরও গূঢ় কারণ আছে, তাহা বিজ্ঞমণ্ডলী বুঝিয়া দেখিবেন। যাঁহারা শাস্ত্রানুসারে ভিক্ষুকাশ্রমাদি গ্রহণ পূর্ব্বক শ্রীহরিকে আত্ম সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহাদেরই মরণান্তে দাহাদি কার্য্য নাই। এই সম্বন্ধে শ্রীবৃন্দাবনধামস্থ-পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীগোপীলাল গোস্বামি প্রভু লিখিয়াছেন,—

"জীবদ্দশায়াং কস্যাপি ত্বং নাসীঃ সূতকাদিভাক্।
মৃতে ত্বয়ি ন কশ্চিৎস্যাৎ পুত্রাদিঃ সূতকাদিভাক্॥

মৃতদেহস্য দাহং বা খননং প্লাবনং তু বা।
করোতু কশ্চিৎ পুত্রাদির্মা করোতু ন তে ক্ষতিঃ॥
শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনং বিপ্র বৈষ্ণবানাং চ ভোজনং।
বেষাশ্রিতস্যভক্তস্য হ্যেবং স্যাদৌর্দ্ধদেহিকং॥
কৌপীন ধৃতিমাত্রেন বিনা স্বাত্মার্পণং জনঃ।
জাত্যশৌচাদি নির্ম্মুক্তঃ কথং সর্ব্বাধিকারবান্॥

যে ব্যক্তি বেসাশ্রয় (বিষ্ণু-সন্ন্যাস) গ্রহণ করিলেন, (বিষ্ণু-সন্ন্যাস বলিয়া একটা পৃথক সন্ন্যাস না থাকিলেও বেষাশ্রয়কেই কোন কোন বৈষ্ণব বিষ্ণু-সন্ন্যাস বলেন; ফলিতার্থ তাহা সন্ন্যাসই বুঝিতে হইবে।) সেই সময় গুরুদেব তাঁহাকে এই কথাগুলি শুনাইবেন,—"বৎস! অদ্য হইতে তুমি জীবদ্দশাতে পুত্রাদির সূতক প্রভৃতি অশৌচ ভাগী নহ এবং তোমার দেহান্তে তোমার পুত্র প্রভৃতি-জ্ঞাতীবর্গ তোমার সূতকাদি অশৌচ গ্রহণে দায়ী নহে। তোমার মৃত শরীর দাহন, খনন, (ভূগর্ভে পোতা) প্লাবন, (অর্থাৎ নদ্যাদি জলে ভাসান) পুত্র প্রভৃতিরা করুক বা না করুক, তাহাতে তোমার কোনরূপ ক্ষতি নাই অর্থাৎ স্বাভিলষিত লোক লাভে কোন বাধা নাই। শ্রীশ্রীভগবান্ কৃষ্ণের নাম সঙ্কীর্ত্তন, ব্রাহ্মণ ভোজন, বৈষ্ণব সেবন করানই মৃত ব্যক্তির ঔর্দ্ধদেহিক অর্থাৎ জীবনান্তে শ্রাদ্ধ প্রভৃতির তুল্য বলিয়া জানিতে হইবে। অতএব তোমার মরণান্তে কর্ম্ম-কাণ্ডীয় স্মৃতি মতে শ্রাদ্ধাদি হইবে না। ফল কথা, শ্রীহরিকে আত্মসমর্পণ ব্যতীত কেবল মাত্র কৌপীনাদি ধারণ করিলে, মনুষ্য কিরূপে জাতি এবং অশৌচ

প্রভৃতি হইতে পরিমুক্ত হইয়া, বৈষ্ণব সদাচারোচিত কার্য্য সকলে অধিকার লাভ করিতে পারে। ইত্যাদি সম্মতানুসারে দেখা যাইতেছে যে, যথান্যায় সংসার ত্যাগী ব্যক্তিরই যথাশাস্ত্র দাহ কার্য্যাদি নাই। তদ্ব্যতীত সংসারী বৈষ্ণব মাত্রেরই দাহ প্রভৃতি কার্য্য পুত্রাদির অবশ্য করনীয়। সমাজ-মহোৎসব (মালসাভোগ) অধিকন্তু। এই বিষয় "শিক্ষামালা" গ্রন্থে বিস্তার বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীভগবান্ কৃষ্ণের কৃপা হইলে অল্পকাল মধ্যেই "শিক্ষামালা" সভ্যবৃন্দের নয়নগোচর হইবে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সম্প্রদায়-বহির্ভূত সম্প্রদায়।

হে সভ্যগণ! বর্ত্তমান সময়ে দক্ষিণ, পূর্ব্ববঙ্গ প্রভৃতি দেশ সকলে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব মতের বহির্ভূত সাহজিয়া, কিশোরীয়া, রূপকবিরাজী, কর্ত্তাভজা, দুলালচাঁদী, চরণপালী, বাউল, কালাচাঁদী, সাঁই-দরবেশ প্রভৃতি অনেকগুলি উপধর্ম্ম সম্প্রদায় উদ্ভব হইয়াছে। ঐ সকল ধর্ম্মাবলম্বীগণ সর্ব্বত্রই বলিয়া বেড়ায় যে, "আমরা শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের মতাবলম্বী বৈষ্ণব। চৈতন্য প্রভুর অন্তরঙ্গ ভজন প্রণালী, আমরাই তাঁহার কৃপায় প্রাপ্ত হইয়াছি। চৈতন্যচাঁদ বহির্ম্মুখ অর্থাৎ বাহ্য ভক্তগণকে বৈধাঙ্গ ভজন শিক্ষা এবং আমাদের আচার্য্য সকলকে রাগানুগাঙ্গ প্রীতি ভজন উপদেশ দিয়াছেন।" ঐ সকল সম্প্রদায়ের

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক গ্রন্থ আছে। সেই সকল গ্রন্থ তাহারা অতি যত্ন-গোপনে রাখিয়া থাকে। তাহাদের মতাবলম্বী (সেবক) না হইলে, তাহারা সেই সকল গ্রন্থ অপর কাহাকেও দেখিতে দেয় না। আমরা কৌশলক্রমে অনেকগুলি গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছি এবং কিছু কিছু পড়িয়াওছি। সেই সকল গ্রন্থ মধ্যে অমৃতকেলী-রসাবলী প্রভৃতি গ্রন্থগুলিই চরম গ্রন্থ। সেই সকল গ্রন্থের গূঢ় অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণ গোপনে গোপনে যে সকল ক্রীড়া করিয়াছেন, সেই ক্রীড়া সাধনের সমস্ত পদ্ধতিগুলি আমরা সভ্যবৃন্দকে উপহার দিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলাম; কিন্তু অনেকগুলি সুবিজ্ঞ-প্রাচীন-খ্যাতনামা পণ্ডিত মহোদয়ের নিবারণে সেই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলাম না। তাঁহারা সকলেই একবাক্যে বলিলেন যে, ঐ সকল কুৎসিৎ গ্রন্থ পোড়াইয়া ফেলুন। ঐ গ্রন্থ গৃহে থাকিলেও গৃহ অপবিত্রাবস্থায় থাকে। এমন কি সেই সকল পণ্ডিত মণ্ডলী মধ্যে অনেক মহাত্মাই ঘৃণা করিয়া সাহজিয়াদির পাঁতিতে স্বাক্ষর পর্য্যন্তও করিলেন না। তাঁহারা হাস্য পূর্ব্বক বলিলেন শাস্ত্র বিরুদ্ধ ঐ সকল ঘৃণিত কথা ভদ্র লোকের শ্রবণ যোগ্য নহে। অতএব ঐ মতের পাঁতিতে কি করিয়া নাম স্বাক্ষর করা যাইতে পারে? আর এ সকল বাক্যের আন্দোলনে প্রয়োজন নাই। মূল বিষয়ের কিঞ্চিদনুসরণ করা যাউক?

সাহজিয়া প্রভৃতিরা গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় ভুক্ত বলিয়া, আপনাদিগের যে পরিচয় দিয়া থাকে, তাহা সম্পূর্ণ অলীক। তাহারা ঐরূপ মিথ্যা পরিচয় দিয়া এবং প্রকৃত্যাদি কুহক

দেখাইয়া অনেক সরল মতি ব্যক্তিকে স্ব-স্ব দলভুক্ত করে। ভবিষ্যতে (পরে) শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রেমানন্দ লাভ হইবে, এই প্রকার প্রলোভন বাক্য সকল দ্বারা ধর্ম্মপ্রাণা রমণী বৃন্দকে আপনাপন দলভুক্ত করিয়া, তাঁহাদিগের পাতিব্রত্য ধর্ম্ম নাশ করিয়া থাকে। এবং নির্ভয়চিত্তে সেই রমণী সকলকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণের কুঞ্জ-বিহারাদি মাধুর্য্যময়ী লীলায় অনুকরণ করিয়া থাকে। এই প্রকারে তাহারা বহু নিষ্কলঙ্ক সংসারকে কলঙ্কিত ও বর্ণসঙ্করত্বাদি দোষে দূষিত করিতেছে। তাহাদের সাধন-পদ্ধতি যেরূপ, তাহা পৈশাচিক ব্যাপার ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাহাদের বাহিরের আচার বৈষ্ণবাচারের ন্যায়। পরমার্থাচার এত জঘন্য ও ঘৃণিত যে, তাহা লেখনী দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। তাহারা নানা প্রকার ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার, নানা প্রকার মুদ্রা (বুজ্‌রকী) দ্বারা অজ্ঞ ব্যক্তি সকলের ঝটিতি মন আকর্ষণ করিতে সমর্থ। শিষ্যের চক্ষু-দ্বয় স্ব-করে আচ্ছাদন করিয়া শিষ্যকে রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি মূর্ত্তি দর্শন করায়। করে করে ঘর্ষণ পূর্ব্বক শিষ্যকে সুপক্ব আম্রাদির ঘ্রাণ লওয়ায়। এইমত বুজ্‌রকী প্রকাশে তাহারা বিশেষ পটু। এই সকল কারণেই অজ্ঞ ব্যক্তি সকল তাহাদিগকে মহাসিদ্ধপুরুষ জ্ঞানে তাহাদের সেবকত্ব স্বীকার করিয়া, আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রজা সমূহের বর্ণসঙ্করত্বাদি দোষ ঘটনাশঙ্কায় স্বয়ং কর্ম্মাদি আচরণ পূর্ব্বক লোক সকলকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন; শ্রীভগবদ্-গীতায় দেখা যাইতেছে,—

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্মচেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ॥

হে অর্জ্জুন! আমার করণীয় কর্ম্ম কিছুই নাই, তথাপি আমি কর্ম্মাচরণ কি জন্য করি, তাহা শ্রবণ কর? আমার কর্ম্মত্যাগ সন্দর্শনে লোকেরা কর্ম্মত্যাগী হইলে, ইহ সংসারে যাগ-যজ্ঞ প্রভৃতি ধর্ম্ম-কর্ম্ম সমূহ নষ্ট হইবে। যজ্ঞাদি কর্ম্ম লোপাপত্তিতেই লোক সকল যথেচ্ছাচারী-ভ্রষ্ট হইতে থাকিবে ও ক্রমশভাবে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইবে। অতএব আমি জগৎ রক্ষাকারী হইয়া, কি প্রকারে লোক সমূহের হানি (অনিষ্ট) কারক হইব? হে সখে! তুমি যদি লোক সংগ্রহ জন্য কর্ম্মানুষ্ঠান না কর, তথাপি মহত্তম সকলের অনুষ্ঠিত কর্ম্মের অনুসরণ করিবে? দেখ, আমি স্বয়ং পরমেশ্বর হইয়াও যখন কর্ম্মে লিপ্ত আছি, তখন কর্ম্মাচরণ করা তোমার নিতান্ত কর্ত্তব্য?

অধুনা কাল প্রভাবে শ্রীভগবানের শিক্ষাও বিফল হইয়া পড়িল। উপধর্ম্মযাজী সাহজিয়া প্রভৃতিরা সংসারকে বর্ণসঙ্করত্বাদি দোষে দুষিত করিতে আরম্ভ করিল। হা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ! আপনার শিক্ষাও বিফল হইতে লাগিল? হে প্রভো! আপনার বাক্যত মিথ্যা হইবার নয়? তবে কেন এরূপ হইতে লাগিল? কলির প্রবল ধর্ম্মে কি এরূপ হইতেছে? আমরাত কিছুই বুঝিতে পারি না। যাহাই হউক এরূপ পরিতাপের আর প্রয়োজন নাই। প্রস্তাবিত বিষয় বলা যাউক।

সাহজিয়া প্রভৃতিরা প্রকৃতি লইয়া যেরূপ সাধন করিয়া থাকে, সেই সাধন পৈশাচিক সাধন মধ্যে গণনীয়। তাহারা আপনাপন সাধন প্রণালীকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদিষ্ট বৈষ্ণব সাধন পদ্ধতি বলিয়া, যাহা প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। তাহারা আপনাদের সাধন পদ্ধতির আচার্য্য (গুরু) শ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গদেবের পার্শ্বদ প্রবর-প্রেমধর্ম্মাচার্য্য শ্রীযুক্ত রামানন্দ রায়কে স্থির করিয়াছে। (শ্রীচণ্ডীদাস, শ্রীবিদ্যাপতিরও কিছু কিছু পরিচয় দেয়) শ্রীযুক্ত রামানন্দ রায় স্ব-সিদ্ধ স্বরূপে অবস্থিতি পূর্ব্বক ভগ্নীভাবে দুইটী দেব-দাসী লইয়া স্বরচিত "জগন্নাথ বল্লভ" নাটকের অভিনয় রসাস্বাদন করিতেন। কখন তিনি দেব-দাসী দুইটীকে স্মরপীড়িত নয়নে দেখেন নাই। সেই জন্যই চৈতন্যদেব রামানন্দ রায়ের প্রশংসা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, দারুময়ী যোষা সন্দর্শনে আমারও হৃদ্বিকার হয়; কিন্তু রামানন্দ রায়ের নির্ম্মল হৃদয় দেব-দাসী সেবনেও বিকারান্বিত হয় না। অতএব রায়ের নির্ম্মল সর্ব্বোচ্চ ভজনের অধিকারী দ্বিতীয় ব্যক্তি দেখিতে পাই না। গোপীভাবে গোপী-অনুগত হইয়া, শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ভজনের অধিকারী একমাত্র রামানন্দ। গোপীভাবে গোপী-অনুগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের অনুশীলন (সেবন) করাই সর্ব্বোত্তম-সর্ব্বসার-সুদুর্লভ। ঐ অনুশীলনকেই আনুকূল্যানুশীলন কহে। উহাই উত্তমাভক্তি অর্থাৎ প্রেমভক্তি। ঐ ভক্তিতে কামাদির কিঞ্চিন্মাত্রও সম্বন্ধ নাই। এই সকল কথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে প্রকাশ আছে। প্রস্তাব বিস্তারাশঙ্কায় বেশী বলিলাম না। বৈষ্ণব-চূড়ামণি শ্রীচণ্ডীদাস ঠাকুর মহাশয়

প্রথমাবস্থায় শক্তি উপাসক শাক্ত ছিলেন। সেই সময় তিনি তন্ত্রানুসারে "নায়িকা সাধন" কার্য্য তন্ত্রমতে করিয়াছিলেন, ইহা তৎকৃত ষট্‌চক্র ভেদাদি পদ পাঠেই জানা যায়। শ্রীবিশালক্ষ্মী প্রসাদে তিনি প্রেমিক বৈষ্ণব হন। বৈষ্ণব হইয়াই তিনি নায়িকা সাধনাদি কার্য্য পরিত্যাগ করেন; ইত্যাদি বিবরণ তৎকৃত পদ পাঠেই সুন্দর রূপে জানা যায়। শ্রীমদ্বিদ্যাপতি ঠাকুর শিবসিংহ রাজ পত্নীকে অতি সংগোপনে শ্রীকৃষ্ণের রসময়ী লীলা সকল শ্রবণ করাইতেন। রাজা অনভিমত প্রকাশ করিবেন, ইহাই অনুভব পূর্ব্বক রাজ্ঞী বিদ্যাপতিকে গোপনে আসিবার উপদেশ দেন। ফল কথা কবিবর বিদ্যাপতি ঠাকুর রাজ্ঞীকে ভগ্নী ভাবেই দেখিতেন। নিত্য সিদ্ধ, সাধনসিদ্ধ ভক্ত সকল স্ব-স্বরূপেই সর্ব্বদা অবস্থিতি করেন, সেই কারণ তাঁহাদের সর্ব্বত্রই ভগ্নী ভাব স্ফূর্ত্তি হয়। এই সকল কথা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বলিতে হইলে, একখানি সুবৃহৎ পুস্তক লিখিতে হয়, সেই জন্য এইখানেই ক্ষান্ত হইলাম। এখন দেখা যাউক, সাহজিয়া প্রভৃতিরা শ্রীরামানন্দ প্রভৃতিকে আপনাদিগের সাধনাচার্য্য পদে রাখিতে পারে কিনা? কখনই পারে না!!! তাঁহাদের ঐ ঘোষণা করা সম্পূর্ণ মিথ্যা। পাপ কার্য্য। ভক্তি শাস্ত্রাদি ভূয়োভূয় বলিয়াছেন, যাহারা প্রভুর সমাচরণে সমর্থ, তাহারা প্রভুই জানিতে হইবে। প্রভুর ভজনা করিলেই ভক্তাখ্যা হইয়া থাকে। সাহজিয়া প্রভৃতিরা যদি কৃষ্ণবৎ কার্য্য করিলেন, তবেত তাহারাই কৃষ্ণই হইল? কি করিয়া আর তাহাদিগকে ভক্ত শ্রেণীর মধ্যে গণনা করা যায়। কৃষ্ণ শ্রেণীর

মধ্যেই গণনা করা যাউক? এই নিমিত্ত আমাদের ত্রিকালজ্ঞ আচার্য্য শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু শ্রীউজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে বলিয়াছেন ;—

বর্ত্তিতব্যং শমিচ্ছদ্ভির্ভক্তবৎ ন তু কৃষ্ণ বদিতি।
নৈতৎসমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশত্যাচরন্ মৌঢ্যাযথাহরুদ্রোহব্ধিজং বিষম্॥

যাহারা আপনাপন মঙ্গলেচ্ছু তাহারা ভক্তের ন্যায় আচরণ করিবে, কৃষ্ণের ন্যায় আচরণ অর্থাৎ বস্ত্রাপহরণ, রাস-লীলাদির অনুকরণ কদাচই করিবে না। এই জন্য শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ের শেষ ভাগে বলিয়াছেন,—যাহারা অনীশ্বর অর্থাৎ দেহাদি পরতন্ত্র-নিকৃষ্ট জীব, সেই ব্যক্তির মনোদ্বারাও ঐ রাস-লীলার আচরণ করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। যেমন রুদ্র বিনা অন্য ব্যক্তি কালকূট (বিষ) ভক্ষণ করিলে তৎক্ষণাৎ যম-ভবনে গমন করে, তদ্রূপ মূঢ়তা প্রযুক্ত দেহাদি-পরতন্ত্র নিকৃষ্ট জীব (মানব) যদি ঐ মত শ্রীকৃষ্ণের রাসাদি লীলানুকরণ করে, তাহা হইলে অবশ্যই বিনষ্ট হইবে। "যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠ" এই ন্যায়ানুসারে ঐ লীলানুকরণ অন্যেও করিতে পারে, এই আশঙ্কা পরিহারার্থ শ্রীশুকদেব "নৈতৎসমাচরেৎ" ইত্যাদি শ্লোকটী সদৃষ্টান্ত সহিত পরীক্ষিতকে বলিলেন। ঈশ্বরগণের সমস্ত কার্য্য মানবের করণীয় নহে, এ স্থলে তাহার দৃষ্টান্ত এই যে, সমুদ্রোদ্ভব বিষ পানে রুদ্রের মৃত্যু দূরে থাকুক, বরং নীলকণ্ঠ রূপে তাঁহার একটী

শোভা বর্দ্ধিত হইল। অতএব ঈশ্বর সকলের অবৈধাচরণও গুণ কারণ হইয়া থাকে। এবং মানবের অবৈধাচরণ মৃত্যুর হেতুভূত হয়। হে সাহজিয়া প্রভৃতি উপ সম্প্রদায় ব্যক্তিগণ! ক্ষান্ত হও? অবৈধ পৈশাচিক সাধন করিয়া বিনষ্ট হইও না। তোমাদের ঐ সাধন যদি বেদাদি শাস্ত্র সম্মত হইত, তাহা হইলে, সকল মনুষ্যই ঐ সাধনে প্রবৃত্ত হইত? তোমরা বলিয়া থাক "বহু ভাগ্য হৈলে মিলে প্রকৃতি সাধন।" আমরা বলিয়া থাকি "অনেক দুর্ভাগ্য যার সেই মূঢ় জন। পরের রমণী লঞা করয়ে সাধন॥" আমরা এ কথা রচনা পূর্ব্বক বলিলাম না। আমাদের সম্প্রদায় গুরু-শ্রীশ্রীভগবান্ গৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন, যাহারা অবৈধ ভাবে স্ত্রী সঙ্গ করে, তাহাদের সঙ্গাদি করা দূরে থাকুক, তাহাদের মুখাবলোকনও করিবে না। এই জন্য তাঁহার চরণানুচর শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিয়াছেন, "প্রকৃতি হইয়া করে প্রকৃতি সম্ভাষণ। প্রভু কন তার মুখ না হেরি কখন।" এই শিক্ষাটী সাধক-সিদ্ধাবস্থার শিক্ষা হইলেও জীবের সর্ব্বাবস্থাতেই গ্রহণীয় হইতে পারে। এই সকল কথা আপাততঃ এই পর্য্যন্তই বলা হইল। এখন সকলের গোচরার্থ শাস্ত্র, মহাজন বাক্য অনুসারে বলিতেছি যে, সাহজিয়া, কিশোরীয়া, রূপ-কবিরাজী, কর্ত্তাভজা, দুলালচাঁদী, চরণপাদী, বাউল, ক্ষ্যাপাচাঁদী, সাঁই-দরবেশ প্রভৃতি সম্প্রদায়গণ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সম্প্রদায়ান্তর্গত কি কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ান্তর্গত নহে! নহে! নহে! এই ত্রিসত্য পূর্ব্বক বলিলাম। উহারা কলি সম্প্রদায় ব্যতীত কোন সম্প্রাদায়ী নহে! নহে! নহে! অতএব সজ্জন সকল!

আপনারা কদাচই ঐ অসৎ সম্প্রদায়ী সকলের সঙ্গাদি ভ্রমেও করিবেন না। অসৎ সঙ্গাদি সর্ব্ব প্রকার অনর্থের মূল। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকপিলদেব দেবহূতিকে বলিয়াছেন,—

সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধির্হ্রীঃ শ্রীর্যশঃ ক্ষমা।
শমো দমো ভগশ্চেতি যৎ সঙ্গাদ্‌যাতি সংক্ষয়ং॥
তেষ্বশান্তেষু মূঢ়েষু যোষিৎ ক্রীড়ামৃগেষু চ।
সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু॥
ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎ সঙ্গাদ্‌যথা পুংসো তথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ॥ ইতি॥
সঙ্গং ন কুর্য্যাদসতাং শিশ্নোদরতৃপাং ক্বচিৎ।
তস্যানুগস্তমস্যন্ধে পতত্যন্ধানুগোঽন্ধবৎ॥ ইতি॥

অসৎসঙ্গ বড়ই অনিষ্টকর! সত্য, শৌচ, দয়া, মৌন, বুদ্ধি, লজ্জা, সম্পত্তি, যশঃ, ক্ষমা, শম, দম, শ্রী (শোভা) প্রভৃতি অসাধু সঙ্গ দ্বারাই ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত ঐ সকল মূঢ়-অশান্ত অর্থাৎ দেহাত্মবুদ্ধিকারী ক্রীড়া-মৃগের তুল্য রমণীগণের বশতাপন্ন হয়; অতএব ঐ সকল নিন্দনীয়-অস্থিরচিত্ত অসৎ সকলের সঙ্গ করা কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে। অসৎ লোকের সঙ্গাপেক্ষা স্ত্রী-সঙ্গ ও স্ত্রীসঙ্গির সঙ্গ অতিশয় অনিষ্টকর। এই দুই জনের সঙ্গক্রমে যেরূপ মোহ এবং বন্ধন হয়, অপর কাহারও সঙ্গে সেরূপ হয় না। ইন্দ্রিয় তর্পণপরায়ণ অসৎ সকলের সহিত সংসর্গ করিলে, অন্ধের (দুই চক্ষু-দৃষ্টিহীন) অনুগামী অন্ধের ন্যায় অন্ধতম কূপে

নিপতিত হইতে হয়। অন্ধ স্থায়ে ইহার সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে। এই স্থলে স্ত্রী-সঙ্গ নিষেধের কথা যাহা বলা হইল, তাহা অবৈধ স্ত্রী বলিয়া বুঝিতে হইবে। হে সভ্যগণ! এখন আপনারা বুঝিয়া দেখুন, সাহজিয়া প্রভৃতি অসম্প্রদায়ী, উদ্ধর্ম্মযাজী, অবৈধ স্ত্রী-সঙ্গকারিদের সঙ্গাদি দ্বারা সর্ব্বনাশ হয় কিনা? উহাদের সঙ্গাদি প্রভাবে সমস্তই উৎসন্ন যায়। ইহ কালে-পরকালে দুঃখ ভোগের পরিসীমা থাকে না। অধিক আর কি বলিব। ঐ সকল পৈশাচিক সম্প্রদায়িরাই সংসারের সর্ব্বনাশ করিতেছে। অল্প দিন গত হইল মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত দক্ষিণখণ্ড নিবাসী বিজ্ঞবর-ভক্তচূড়ামণি শ্রীযুক্ত ব্রজলাল বন্দ্যোপাধ্যায় গোস্বামি মহোদয় আক্ষেপ পূর্ব্বক আমাদিগের নিকট বলিয়াছেন যে, "শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে ভগদ্ভক্ত স্ত্রী-শূদ্রাদির শ্রীশালগ্রাম-শিলার্চ্চন এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীরামানন্দ রায়ের সাধনের বিষয় উল্লেখ থাকাতেই গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সম্প্রদায় মধ্যে বড়ই অনর্থ ঘটিতেছে।" বিজ্ঞবর বন্দ্যোপাধ্যায় গোস্বামির সার-গর্ভ বাক্যটী আমরা মস্তকে ধারণ করিলাম। সভ্যগণ! সাহজিয়া প্রভৃতির গুণ বর্ণনা করা আমাদের ন্যায় অল্পজ্ঞ ব্যক্তির সাধ্য নয়। অতএব এই স্থলেই নিবৃত্ত হইলাম।

গোস্বামী।

কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,—"গোস্বামী কি সকলেই হইতে পারেন?" তাঁহাদিগের জিজ্ঞাসার উত্তর সংক্ষেপেই দেওয়া যাইতেছে। বিদ্যাদি সর্ব্বগুণ বিশিষ্ট মহাত্মারাই গোস্বামী উপাধিতে বিভূষিত হইয়াছিলেন। নিত্যমুক্ত, মুক্ত, সিদ্ধ, নিত্য সিদ্ধ বাক্‌পতি পুরুষ সকলই ঐ উপাধি লাভের পাত্র। সিদ্ধ পুরুষ বংশপরম্পরা ক্রমেও ঐ উপাধি প্রাপ্ত হইতে পারেন। অধুনাতন গোস্বামী উপাধির মা বাপ নাই। যাঁহার ইচ্ছা হইতেছে, তিনিই গোস্বামী উপাধি ধারণ করিতেছেন। সাহজিয়া হইতে আরম্ভ করিয়া সাঁই-দরবেশ পর্য্যন্ত অনেক দিন হইতেই গোস্বামী উপাধি দখল করিয়া বসিয়াছে। কতকগুলি নিত্যসিদ্ধ পুরুষ গোস্বামী পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের বংশপরাম্পরাক্রমে সেই উপাধি চলিয়া আসিতেছে। সাহজিয়া প্রভৃতিরাই গোস্বামী উপাধিকে কলঙ্কিত করিয়া ফেলিয়াছে। এ বিষয় অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। প্রয়োজনীয় বিষয় হইলেই বিস্তার বলা কর্ত্তব্য।

আবেদন।

নস্করপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত লোকনাথ পণ্ডা, ছোটনলগেড়্যা নিবাসী শ্রীযুক্ত কৃত্তিবাস মাইতী, শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মাইতী, শ্রীযুক্ত কুঙর ঘড়াই, শ্রীযুক্ত ভগবান ওঝা, শ্রীযুক্ত লালমোহন মাইতী ও শ্রীযুক্ত কুঙরনারায়ণ প্রধান যে আবেদন করিয়াছেন, সেই আবেদনের সপ্রমাণ উত্তর (ব্যবস্থা) পৃথক দিবার আবশ্যক নাই। "পূর্ব্বপক্ষ-নিরসন" পাঠ করিলেই, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, তাঁহাদের পঞ্চম সংখ্যা প্রশ্নের সম্পূর্ণ উত্তর দেওয়া হইয়াছে? পৃথক উত্তর প্রদান না করা জন্য দুঃখীত হইবেন না। আমরা প্রশ্নোত্তর প্রদানে কাতর নহি।

শাস্ত্র-সম্পাদক,
শ্রীগৌরগোবিন্দ গোস্বামী বিদ্যাভূষণ।

সংগ্রহ ব্যবস্থা।

১। মহীশূর 'বেদগৃহম্' হইতে নিখিল 'শ্রী' সম্প্রদায় তত্ত্ববিৎ নানাবিধ দার্শনিক নিবন্ধ রচয়িতা শ্রীসম্প্রদায়াচার্য্যগণের জীবনী লেখক মহাপণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোবিন্দাচার্য্য মহাশয় পূজ্যপাদ-পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রভু ভাগবত কুমার গোস্বামী শাস্ত্রী এম্, এ মহাশয়কে এতৎ সম্বন্ধে ইংরাজীতে যে পত্র দিয়াছেন,

সংক্ষেপে তাহার্ সারাংশ বঙ্গভাষায় এ স্থলে উদ্ধৃত হইল,—

"পঞ্চ সংস্কার (১) ব্যতীত অন্য কোনও বিষয়ে ব্রাহ্মণেতর বর্ণ নিজ বর্ণের মধ্যে অথবা হীনতর বর্ণের মধ্যে উপদেশ দিতে পারেন। নিম্নবর্ণস্থ ব্যক্তি কিন্তু কোনক্রমেই উচ্চতর বর্ণস্থ ব্যক্তিকে এতাদৃশ উপদেশ দিতে পারেন না। কোনও রূপ সংস্কার দান কার্য্যেই একমাত্র ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবেরই অধিকার।"

২। কুম্ভঘোণস্থ শ্রীমন্মধ্ববিলাস পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ অসংখ্য বৈষ্ণব গ্রন্থ প্রকাশক মহাপণ্ডিত শ্রীযুক্ত ব্যাসাচার্য্য মহাশয় মদীয় অগ্রজ পূজ্যবর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রভু ভাগবত্ত কুমার গোস্বামী শাস্ত্রী এম্, এ মহোদয়কে এতৎ সম্বন্ধে যে উত্তর দিয়াছেন, তাহার সার মর্ম্ম এই,—

---

(১) পঞ্চসংস্কার—"তাপঃ পুণ্ড্রস্তথা নাম মন্ত্রো যাগস্তু পঞ্চম ইতি।" অস্যার্থঃ।—নাম শ্রীকৃষ্ণ দাসেত্যাদি। মন্ত্রঃ শ্রীগুরোঃ সকাশাৎ মন্ত্র গ্রহণং। যাগঃ হোম পূর্ব্বকং যথা বিধি দীক্ষা গ্রহণমিত্যর্থঃ। তাপশব্দে তপ্তমুদ্রা ধারণ, পুণ্ড্র শব্দে উর্দ্ধপুণ্ড্র (তিলক), নাম শব্দে শ্রীকৃষ্ণদাস, প্রভৃতি নাম ধারণ, মন্ত্রার্থে শ্রীগুরুদেবের সকাশে মন্ত্র গ্রহণ ও যাগার্থে হোম পূর্ব্বক যথা বিধি দীক্ষা গ্রহণ। "যাগযোগৌ মহাত্মনঃ" পাদ্মোক্ত এই যাগ, শব্দে নিত্য হোম, টীকাকার লিখিয়াছেন। প্রমেয় রত্নাবলীকার যাগ শব্দের অর্থ এইরূপ করিয়াছেন,—"শালগ্রামাদি পূজাতু যাগ শব্দেন কথ্যতে।" অর্থাৎ যাগ শব্দে শ্রীশালগ্রামাদি ভগবন্মূর্ত্তির পূজা।

"এ কথা অকুণ্ঠিত ভাবে বলা যাইতে পারে যে, ব্রাহ্মণ বর্ণ ব্যতীত অন্য কোনও বর্ণেরই গুরু হইবার অধিকার নাই।"

৩। শ্রীনবদ্বীপাধিপতি মহারাজের সভাপণ্ডিত-সুর-কুল-ভূষণ-পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অজিত নাথ ন্যায়রত্ন মহাশয় শ্রীধামবৃন্দাবনবাসী অশেষ শাস্ত্রাধ্যাপক-পরমহংস পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত রাধিকানাথ গোস্বামী প্রভুর শিষ্য ভক্ত-প্রবর শ্রীযুক্ত তিনকড়ি ত্রিবেদী মহাশয়কে যথা সময়ে যে পত্র ও ব্যবস্থা পাঠাইয়াছেন; তন্মধ্যে পত্রখানি তীব্র ভাব সমন্বিত বিধায় আপাততঃ প্রকাশ না করিয়া, কেবল মাত্র ব্যবস্থা খানিই প্রকাশ করা যাইতেছে,—

পতিত পাষণ্ড মূঢ়াধম বর্ণসকাশাৎ গৃহীত মন্ত্রেণ ব্রাহ্মণেন যথা বিধি চান্দ্রায়ণং গঙ্গাস্নানঞ্চ কৃত্বা গৃহস্থ ব্রাহ্মণ গৃহীত মন্ত্রো জপ্যো ন তু পূর্ব্বোক্তাসংস্কৃতমন্ত্র ইতি বিদুষাম্পরামর্শঃ।

শ্রীঅজিতনাথ ন্যায়রত্ন শর্ম্মণাং শ্রীশিবনাথ বাচস্পতি শর্ম্মণাঞ্চ।

"পতিত-পাষণ্ড-মূঢ়াধম বর্ণ সকাশে গৃহীত মন্ত্র ব্রাহ্মণ যথাবিধি চান্দ্রায়ণ, গঙ্গাস্নান করিয়া গৃহস্থ ব্রাহ্মণ সন্নিধানে পুনর্ব্বার মন্ত্র গ্রহণানন্তর সেই মন্ত্রই জপ করিবেন, পূর্ব্বোক্ত অধম বর্ণ প্রদত্ত অসংস্কৃত মন্ত্র কদাচ জপ করিবেন না, ইহাই পণ্ডিতগণের পরামর্শ।" এ স্থলে অসংস্কৃত মন্ত্র বলাতেই বুঝা যাইতেছে যে, অধমবর্ণোচ্চারিত মন্ত্র অশুদ্ধ ইত্যাদি দোষান্বিত অতএব সেই মন্ত্র জপাদিতে কোন মঙ্গল লাভ হয় না বরং অবৈধ ভাবে গ্রহণ করা প্রযুক্ত অমঙ্গলই হইয়া থাকে। এ কথা গুরুপাদাশ্রয়ে বিস্তারক্রমে বলা হইয়াছে।

৪। উপরোক্ত পরমহংস পরিব্রাজক মহোদয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত।

ইদানীন্তন * বৈষ্ণবনামধারী শ্রুতিস্মৃত্যাদ্যনপেক্ষ যথেচ্ছ ব্যবহারিণাং পতিতত্বাৎ পতিতানাঞ্চ বৈধকর্ম্মানধিকারাৎ সুতরাং তেভ্যোদীক্ষা গ্রহণমসিদ্ধমেবেতি ভ্রান্ত্যা তেভ্যো গৃহীত দীক্ষেণ গঙ্গাস্নানরূপং প্রায়শ্চিত্তং কৃত্বা শাস্ত্রোক্ত গুরোঃ সকাশাৎ যথাবিধি দীক্ষা গ্রহণং কর্ত্তব্য * * * মিতি বিদুষাম্পরামর্শঃ।

মহামহোপধ্যায় শ্রীশ্রীরাম শর্ম্মণাং শিরোমণ্যুপাধিকাণাম্.
বিদ্যাবাগীশোপাধিক শ্রীশশিভূষণ শর্ম্মণাম্।
স্মৃতিকণ্ঠোপাধিক শ্রীগয়ারাম শর্ম্মণাম্।
তর্কালঙ্কারোপাধিক শ্রীরজনীকান্ত শর্ম্মণাম্।

ইদানীন্তন বৈষ্ণব নামধারী শ্রুতি-স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র বহির্ভূত কার্য্যকারী অর্থাৎ যথেচ্ছা ব্যবহার কারী যে সকল বৈষ্ণব, তাহারা পতিত। পতিত ব্যক্তি সকলের বৈধ অর্থাৎ বিধি প্রতিপাদ্য কর্ম্মে অধিকার নাই, সুতরাং তাহাদিগের নিকট দীক্ষা গ্রহণ অসিদ্ধ। ভ্রম বশতঃ যে ব্যক্তি তাহাদিগের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে, সে ব্যক্তি গঙ্গাস্নান রূপ প্রায়শ্চিত্ত করণানন্তর পুনর্ব্বার শাস্ত্রোক্ত লক্ষণান্বিত গুরু সন্নিধানে যথা বিধি দীক্ষা গ্রহণ করিবে, ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য বুঝিতে হইবে। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত গণের ইহাই পরামর্শ। এই ব্যবস্থানুসারে জানা যাইতেছে যে, অবিধি পূর্ব্বক দীক্ষা গ্রহণ করিলে, দীক্ষা প্রদাতা সহিত দীক্ষামন্ত্র পরিত্যাগানন্তর পুনরায় যথা শাস্ত্র দীক্ষা গ্রহণে কোন দোষ অর্থাৎ অমঙ্গলের

সম্ভাবনা নাই। বরং মঙ্গল লাভই হইবে। এই কথা গুরুপাদাশ্রয় প্রকরণে সপ্রমাণ যথেষ্টই লেখা হইয়াছে। এ স্থলে কৈমুতিক ন্যায় স্মর্ত্তব্য।

৫। জেলা-ময়মনসিংহের অন্তর্গত শেরপুরের সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী-ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত বাবু রাধাবল্লভ রায় চৌধুরী রায়বাহাদুর মহোদয় ১৩০৭ সাল ১৭ই আষাঢ় তদ্দেশস্থ সুবিখ্যাত পণ্ডিত-মণ্ডলী সন্নিধানে গুরু-পাদাশ্রয় (দীক্ষা) সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রশ্নানুসারে পণ্ডিত-মণ্ডলী যে সকল উত্তর (ব্যবস্থা) দিয়াছেন, এ স্থলে তাহাই প্রকাশ করা যাইতেছে।

১। "শূদ্রের সন্ন্যাসাশ্রম স্মৃতি-শাস্ত্র বিরুদ্ধ। ব্রাহ্মণ শূদ্রের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে পারেন, ইহা অভিনব কথা। "সর্ব্বশাস্ত্রার্থ বেত্তা চ গৃহস্থো গুরুরুচ্যতে।" "গৃহস্থানাং গুরুর্গৃহী।" তন্ত্রসারধৃত এই সকল বচনে গৃহস্থ গুরুর নিকট হইতেই গৃহস্থের দীক্ষা গ্রহণ কর্ত্তব্য।" ব্রাহ্মণ শূদ্রের শিষ্য বা শূদ্র ব্রাহ্মণের গুরু হইতে পারে না। ঐরূপ হইলে উভয়েই পাপী। স্মৃতি-শাস্ত্রে ইহার কোন বিশেষ প্রায়শ্চিত্তের উল্লেখ পাই নাই। অনুক্তস্থলে চান্দ্রায়ণ করা। শূদ্রোচ্ছিষ্ট ভক্ষণকারী ব্রাহ্মণের প্রায়শ্চিত্ত প্রাজাপত্য দ্বয়। ইহা একবার ভোজনের প্রায়শ্চিত্ত। যতবার ভোজন হয় ঐ প্রায়শ্চিত্ত ততগুণ হইবে। ব্রাহ্মণ শূদ্রকে প্রণাম করিলে ত্রিরাত্র উপবাস। অধম জাতি উত্তম জাতি বলিয়া পরিচয় দিলে সে পাপী হয়। অধম জাতির নিকট হইতে ভ্রমে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকিলে প্রায়শ্চিত্ত করা সঙ্গত হইয়াছে। শ্রীচন্দ্রকান্ত

শর্ম্মা। * (ক) কলিকাতা, ১৯শে আষাঢ়, ১৩০৭ সাল।"

২। [illegible] অথবা অন্য ব্রাহ্মণ হইতে যে, দীক্ষা গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা শাস্ত্র সম্মত হইয়াছে। * বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ ভিন্ন যে কোন জাতি হউক না কেন, তাহার দীক্ষা প্রদানে অধিকার নাই। যে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ ভিন্ন বৈষ্ণব হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছে, তাহার দীক্ষা শাস্ত্রানুসারে সিদ্ধ হয় নাই। দীক্ষাদাতা ও গ্রহীতা উভয়েই পাপী হইয়াছে। উভয়েরই প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু * যে বৈষ্ণব হিন্দুধর্ম্মাচারত্যাগী, তাহার হরিনাম স্মরণ—কীর্ত্তন—তীর্থ যাত্রাই প্রায়শ্চিত্ত। মন্ত্র গৃহীতার যে প্রায়শ্চিত্ত তাহা পরে লিখিতেছি। দীক্ষা প্রদানে ব্রাহ্মণ ভিন্ন কোন জাতির অধিকার নাই; ইহার প্রমাণ তন্ত্রসারধৃত নারদীয় কল্প বচন; যথা—"পঞ্চরাত্রার্থ তত্ত্বজ্ঞো বিপ্রোদর্পণ সূচক" ইতি "বিপ্রোমন্ত্রদায়ী নান্যঃ" ইতি অনুসার-ধৃত ব্যাখ্যা। প্রাণতোষণীধৃত বিশ্বসার তন্ত্রে তৃতীয় পটলে; যথা—সর্ব্বশাস্ত্রপরোদক্ষঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থবিৎ সদা। সুবচাঃ সুন্দরঃ স্বাঙ্গঃ কুলীনঃ শুভদর্শনঃ। জিতেন্দ্রিয়ঃ সত্যবাদী ব্রাহ্মণঃ শান্ত মানসঃ। পিতৃ-মাতৃ হিতেযুক্তঃ সর্ব্বকর্ম্মপরায়ণঃ। আশ্রমী

(ক) * অত্র সহর সেরপুর নিবাসী দেশ বিশ্রুত সর্ব্বশাস্ত্র বেত্তা মহাপণ্ডিত। বিশেষ পরিচয় অনাবশ্যক। পূর্ব্বে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের প্রফেসর ছিলেন; এক্ষণে পেন্সন লইয়া তথাতেই গবর্ণমেণ্টের নিয়োগমত বেদান্ত শাস্ত্রের ব্যাখা ও বক্তৃতা করিতেছেন। (গবর্ণমেণ্ট হইতে মহামহোপধ্যায় উপাধি প্রাপ্ত হন। চতুষ্পাঠীর উপাধি তর্কালঙ্কার।

দেশস্থায়ী চ গুরুরেবং বিধীয়তে। আশ্রমী গৃহস্থঃ। মৎস্যসূক্তে মহাতন্ত্রে ত্রয়োদশ পটলে,—মধ্যদেশ সমুদ্ভূতঃ শান্তঃ সর্ব্বগুণৈ-র্যুতঃ। পুত্রদারৈশ্চ সম্পন্নো গুরুরাগম সম্মতঃ। মধ্যদেশ সমুদ্ভূত ইতি শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনার্থং। পূর্ব্বলিখিত তন্ত্রসার-ধৃত বচনে বিপ্র শব্দ নির্দ্দেশ থাকায় প্রাণতোষণীধৃত বিশ্বসার তন্ত্র বচনে ব্রাহ্মণ শব্দ উল্লেখ থাকায় কেবল ব্রাহ্মণ জাতিরই গুরু-কার্য্যে অধিকার শাস্ত্রানুমোদিত। অন্য জাতির নহে।"

৩। "গৃহস্থ ভিন্ন অন্য আশ্রমীর দীক্ষা প্রদানে অধিকার নাই। * যে বৈষ্ণব আশ্রম ভ্রষ্ট, তাহার কোন বৈধকার্য্যেই অধিকার নাই। বিশেষতঃ দীক্ষা কার্য্যে অন্যাশ্রমীর স্পষ্টরূপে নিষেধ আছে। পূর্ব্বলিখিত মৎস্যসূক্ত বচনে পুত্রদার সম্পন্ন এই বিশেষণ থাকায় কেবল গৃহস্থেরই গুরু-কার্য্যে অধিকার প্রমাণিত হইয়াছে। বিশ্বসারতন্ত্রের বচনে আশ্রমী শব্দের গৃহা-শ্রমী অর্থ প্রাণতোষণীকার করিয়াছে।" গৃহস্থ ভিন্ন যে কোন আশ্রমী ও আশ্রম ভ্রষ্ট হইতে দীক্ষা গ্রহণের নিষেধ, যথা তন্ত্রসারধৃত গণেশ বিমর্ষিণী তন্ত্রের বচন। "যতের্দীক্ষা পিতূর্দীক্ষা দীক্ষা চ বনবাসিনঃ। বিবিক্তাশ্রমিনোদীক্ষা ন সা কল্যাণ দায়িকা। এই বচনে যতি শব্দের অর্থ ভিক্ষুকাশ্রমী, বনবাসী এই শব্দের অর্থ বাণপ্রস্থাশ্রমী, বিবিক্তাশ্রমী শব্দের অর্থ ত্যক্তাশ্রমী। এক্ষণে আশ্রম চ্যুত * বৈষ্ণব সজ্জাতীয় হইলেও তাহার দীক্ষা অবৈধ। হীন জাতীয় বৈষ্ণবের ত কথাই নাই। ইহা পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিবেন।" "মন্ত্র গ্রহণকারী ব্রাহ্মণ অযুত সংখ্যক গায়ত্রী জপরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবে, ঐ মন্ত্র ত্যাগ করিয়া শাস্ত্রোক্ত গুরু হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিবে।

ইহার প্রমাণ, যথা তন্ত্রসারে "প্রমাদাচ্চ তথাজ্ঞানাৎ পিতুর্দীক্ষাং সমাচরন্। প্রায়শ্চিত্তং ততঃ কৃত্বা পুনর্দীক্ষাং সমাচরেৎ। পিতুরিত্যুপলক্ষণং মাতা মহাদীনামপি, প্রায়শ্চিত্তস্তয়ুত সাবিত্রী জপঃ সর্ব্বত্র দর্শনাৎ। অন্যজাতি চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করিবে।"

৪। "হীনজাতি * বৈষ্ণব হইতে মন্ত্র গ্রহণকারী অথচ মস্তক দ্বারা ঐ বৈষ্ণবের পাদস্পর্শকারী ও তাহার উচ্ছিষ্ট ভোজী ব্রাহ্মণ পাপী হইয়াছে। উচ্ছিষ্ট ভোজনের বার সংখ্যানুসারে প্রত্যেক বারে চান্দ্রায়ণ দ্বয় রূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবে, মন্ত্রত্যাগ করিয়া অযুত সংখ্যক গায়ত্রী জপ করিয়া শাস্ত্রোক্ত গুরু হইতে পুনর্ব্বার দীক্ষা গ্রহণ করিবে। ঐ * বৈষ্ণবের হরিনাম ও তীর্থ যাত্রা প্রায়শ্চিত্ত।"

৫। "ব্রাহ্মণীগামী হীন জাতি * বৈষ্ণব যে ব্রাহ্মণ ও সৎশূদ্রকে দীক্ষা দিয়াছে, তাহা সিদ্ধ হয় নাই, অথচ দীক্ষা দাতা ও গৃহীতা উভয়েই পাপী হইয়াছে। বৈষ্ণবের প্রায়শ্চিত্ত হরিনাম ও তীর্থযাত্রা, দীক্ষা গৃহীতা চান্দ্রায়ণ করিবে।"

৬। "যে ব্রাহ্মণ ৩ দফার লিখিত কার্য্য পাপ জনক বিবেচনা করিয়া পণ্ডিত নিকট হইতে ব্যবস্থা লইয়া যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে, সে ভালই করিয়াছে।"

(খ) শ্রীশিবচন্দ্র ন্যায়ভূষণসামতমেতদিতি।

(খ) স্মৃতি এবং তন্ত্রশাস্ত্রে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। সাং কাটিহালি, জিঃ ময়মনসিংহ।

(গ) শ্রীহরসুন্দর তর্করত্নস্য।

(ঘ) শ্রীদুর্গাসুন্দর শর্ম্ম কৃতিরত্নস্যমতমেতৎ।

(ঙ) শ্রীআনন্দ সুন্দর শর্ম্ম স্মৃতিতীর্থস্যমতমেতৎ।

(চ) শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র শর্ম্ম স্মৃতিতীর্থস্যমতমেতৎ।

(ছ) শ্রীগঙ্গাধর শর্ম্মণো মতমেতৎ।

(জ) শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ন্যায়ভূষণস্য মতমেতৎ।

(ঝ) শ্রীনৃত্যগোপাল বিদ্যারত্নস্যমতমেতৎ।

(ঞ) শ্রীকরুণাকান্ত কাব্যতীর্থস্য সম্মতিরেষা ব্যবস্থা।

এই ব্যবস্থাগুলি উল্লিখিত রায়বাহাদুরের কর্ণধারগুরু শ্রীবৃন্দাবনবাসী অশেষ শাস্ত্রাধ্যাপক পরমহংস পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত রাধিকানাথ গোস্বামী প্রভুপাদের নিকট হইতে সংগ্রহ করণানন্তর তদীয় শিষ্য প্রবর-প্রকৃত বৈষ্ণব-ভক্তচূড়ামণি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপদ দাস বাবাজী মহোদয় প্রেরণ করিয়াছেন। তজ্জন্য বাবাজী মহাশয়কে আমরা যথেষ্ট প্রশংসা করিলাম। এবং জানিতে পারা গেল ঐ বাবাজী মহাত্মা শাস্ত্রানুবর্ত্তী ভাবে ভজন করিতেছেন।

(গ) স্মৃতি, তন্ত্র ও ন্যায়শাস্ত্রবেত্তা। সাং সেরপুর। (ঘ) ঐ। (ঙ) স্মৃতিশাস্ত্রে দক্ষপণ্ডিত। সাং সেরপুর। (চাছ) সাং সেরপুর। (জ) স্মৃতি, তন্ত্র, কাব্যশাস্ত্রবেত্তা, রায়বাহাদুরের পুরোহিত এবং সভাপণ্ডিত। সাং সেরপুর। (ঝ) স্মৃতি ও কাব্যশাস্ত্রে পণ্ডিত। সাং পাঁচথোবী, জিঃ মুর্শিদাবাদ। বর্ত্তমানে সেরপুর শ্রীযুক্ত রায়বাহাদুরের এজমালি দেবত্র এষ্টেটের ম্যানেজার। (ঞ) কাব্য ও স্মৃতিশাস্ত্রের পণ্ডিত।

৬। শ্রীশ্রীবৃন্দাবনধামবাসী শ্রীপাট শান্তিপুরোদ্ভব শ্রীমদ-দ্বৈত বংশাবতংস-নিখিল ভক্তিশাস্ত্রাধ্যাপক মান্যাস্পদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধিকানাথ গোস্বামী প্রভু আমার পিতৃদেব প্রভুকে যে পত্র লিখিয়াছেন, সেই পত্রের কিয়দংশ প্রকাশ করা যাইতেছে;—"সম্প্রতি অতি ভীষণ কাল আসিয়াছে, ইহার প্রভাবে শাস্ত্র-সদাচার প্রায় লুপ্ত হইয়া আসিল, প্রতিকার করিবার সমর্থ যাঁহাদের পূর্ব্বে ছিল, তাঁহাদের সেই সমর্থ কালে গ্রাস করিতেছে; তাঁহাদের শাস্ত্র-সদাচার সঙ্গত কোন কথা নিরপেক্ষভাবে বলিলে যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় এবং লাঞ্ছিত হইতে হয়, ইহাও কালের প্রভাব। তাহা হইলেও আপনাদের সদৃশ প্রাচীন-শাস্ত্রজ্ঞ আচার্য্যগণ শাস্ত্র-সদাচার রক্ষার্থ দণ্ডায়মান না হইলে, শাস্ত্র-সদাচার অশরণ। বর্ত্তমান সময়ে শ্রীশ্রী৺মহাপ্রভুর গুণে মুগ্ধ দেশে দেশে নবীন ভক্ত প্রাদুর্ভূত হইতেছেন, ইহা আপনাদের বড়ই আনন্দের বিষয়; কিন্তু ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি শাস্ত্র বাক্যে-সাধু বাক্যে ও গুরু বাক্যে একবারে শ্রদ্ধা না করিয়া নিজ মনোনুরূপ চলিয়া থাকেন এবং যিনি কিছু প্রতিপত্তিশালী, তিনি নিজ মত ইতস্তত প্রচার করিয়া থাকেন। তন্নিমিত্ত লাভ-পূজা ও প্রতিষ্ঠার অধীন হওয়ায় শাস্ত্র, গুরু, বৈষ্ণব অতিক্রমের শঙ্কা ইহাঁদের সুদূরে চলিয়া গিয়াছে। এতাদৃশ ব্যক্তির নিকট শাস্ত্র-সদাচার সম্বন্ধীয় কোন কথা বলিলে, ইহারা তাহা মানিবে না; অধিকন্তু শাস্ত্র-সদাচারের নিন্দা করিয়া গালি বর্ষণ করিবেন। আমার বিবেচনায় আপনার সদৃশ শাস্ত্রজ্ঞ-মহাত্মা-মাননীয় আচার্য্যের ইহাঁদিগকে কিছু না

বলিয়া নিরবে থাকাই ভাল, তবে ইহাঁদের মধ্যে যিনি আশ্রিত হইবেন, তাহাঁকে যথাশাস্ত্র উপদেশ দিয়া রক্ষা করিতে হইবে এবং কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে যথা শাস্ত্র বলিতে হইবে। যাহা হউক এখন আপনি শাস্ত্রজ্ঞ আচার্য্যগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রকারে প্রবীন, আপনি যাহা ভাল বুঝিবেন, তাহা নিশ্চয় ভাল। আমাদিগকে যাহা করিতে অনুমতি করিবেন, আমরা তাহা সাধ্যানুসারে করিব। যাহা লিখিতে অনুমতি করিয়াছেন, তাহা লিখিতেছি,—”

যথাযোগ্য অর্থাৎ যথোক্ত লক্ষণ ব্রাহ্মণ গুরু থাকিতে ব্রাহ্মণেতর গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করা শাস্ত্র বিরুদ্ধ। শ্রীহরিভক্তি বিলাসের এই বচনে—“বিপ্র ক্ষত্রিয় বৈশ্যাশ্চ গুরবঃ শূদ্র জন্মনাং। শূদ্রাশ্চ গুরবস্তেষাং ত্রয়াণাং ভগবৎ পরাঃ।” শূদ্রেরও যে গুরু যোগ্যতা উল্লিখিত হইয়াছে, এ বিষয় কাহার মতে শ্রবণ গুরু বিষয়ক। আর কাহার মতে উত্তম বর্ণ গুরুর অত্যন্তাভাবে হীন বর্ণ গুরু ঐকান্তিক বিষ্ণু-ভক্তিপর ও যথোক্ত লক্ষণ হইলে উত্তম বর্ণ শিষ্যকে বিষ্ণু-মন্ত্র দিতে পারেন। পরন্তু উক্ত উত্তম বর্ণ শিষ্য আসন্ন মৃত্যু হইয়া যদি ব্রাহ্মণ গুরুর অপেক্ষা করিবার সময় না থাকে, তখন ভিন্ন অন্য সময় হীন বর্ণ গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে পারে না। যেহেতু “অদীক্ষিতস্তু মরণে রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।” উক্ত শূদ্রাদির মধ্যে যে কেহ যাহাকে তাহাকে শিষ্য করিতে পারেন না। আমাদের সম্প্রদায়ের আচার্য্যদিগের মত ব্রাহ্মণই সর্ব্ববর্ণের গুরু? তাহাঁদেরই মন্ত্র দানে অধিকার। যথা শ্রীহরিভক্তি বিলাসে “মহাভাগবত

শ্রেষ্ঠো ব্রাহ্মণো বৈ গুরুর্নৃণাং।” ক্রমদীপিকায়াঞ্চ—

বিপ্রং বিধ্বস্ত কাম প্রভৃতি রিপুঘট নির্ম্মলাঙ্গং গরিষ্ঠাং
ভক্তিং কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি পঙ্কেরুহযুগলরজোরাগিণীমুদ্বহন্তং।
বেত্তারং বেদশাস্ত্রাগম বিমল পথাং সম্মতং সৎসু দান্তং
বিদ্যাং যো সংবিবিৎসুঃ প্রবণ তনুমনা দেশিকং সংশ্রয়েত॥
ইত্যাদি॥

(এবং প্রবণ তনু মনস্কাদি শ্রুত্যুক্ত সমিৎপাণিত্বাদি চ গুরূপসত্তেরাদ্য প্রকারোজ্ঞেয়ঃ)

যাহারা উত্তম বর্ণ গুরু অবজ্ঞা দ্বারা উপেক্ষা করিয়া হীনবর্ণ গুরুর নিকট উত্তম বর্ণ হইয়া দীক্ষা গ্রহণ করেন, তাঁহাদের পুনর্ব্বার যথোক্ত লক্ষণ ব্রাহ্মণ গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করা বিধি। এবং সম্প্রদায় বহিস্কৃত সাহজিয়া, বাউল প্রভৃতির নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলে, পুনর্ব্বার যথোক্ত লক্ষণ গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করা শাস্ত্র বিহিত ও সম্প্রদায়ের আচার।”

“সদাচার সম্পন্ন ভগবদ্ভক্ত শূদ্রের শ্রীশালগ্রামার্চ্চনে অধিকার আছে কিন্তু তাঁহাদিগের নিবেদিত পক্কান্ন ভোজন করিলে ব্রাহ্মণাদির প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, অভ্যাসে পাতিত্য হইবে। সদ্ব্রাহ্মণ পক্ক এবং যথাবিধি ব্রাহ্মণ দ্বারা নিবেদিতান্ন যদি শূদ্রাদিতে স্পর্শ করে, তবে তাহা ত্যাগ করিতে নাই, ইহা শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে ব্যবস্থাপিত আছে কিন্তু আমাদের দেশে কুত্রাপি প্রাচীন আচার নাই, ইতি।”

কলিপাবনাবতার শ্রীঅদ্বৈত বংশ্য পরমহংস-
[illegible] শ্রীরাধিকা নাথ গোস্বামী।

এই [illegible]দির মধ্যস্থিত শ্লোকার্থ সকল শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ে
[illegible] লিখিত হইয়াছে।

[illegible] জেলা মুর্শিদাবাদান্তর্গত, দক্ষিণখণ্ড নিবাসী পণ্ডিত
[illegible] [illegible]জীবন কাব্যতীর্থ মহোদয় কর্ত্তৃক প্রাপ্ত

বর্ণোত্তমেঽথচগুরৌ সতি বা বিশ্রুতেঽপি চ।
স্বদেশতোঽথবান্যত্র নেদং কার্য্যং শুভার্থিনা।
বিদ্যমানেতু যঃ কুর্য্যাৎ যত্র তত্র বিপর্য্যয়ম্‌।
তস্যেহামুত্র নাশঃ স্যাৎ তস্মাচ্ছাস্ত্রোক্তমাচরেৎ॥

অত্র বিট্ শূদ্র জাতীয়ঃ প্রাতিলোম্যং ন দীক্ষয়েদিতি
শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে শ্রীভগবন্নারদ সংবাদীয় বচনাৎ। পদ্মপুরাণে—
মহাভাগবত শ্রেষ্ঠো ব্রাহ্মণোবৈগুরুর্নৃণাম্‌। সর্ব্বেষামেব লোকানা
মসৌ পূজ্যো যথা হরিরিতি বচনাচ্চ সতি ব্রাহ্মণ গুরৌ তদিত
রেষাং দীক্ষাদাতৃত্বং শাস্ত্র বিরুদ্ধং প্রতিভাতি। ২ পাদ্মে—

এবং শ্রীভগবান্‌ সর্ব্বৈঃ শালগ্রাম শিলাত্মকঃ।
দ্বিজৈঃ স্ত্রীভিশ্চ শূদ্রৈশ্চ পূজ্যো ভগবতঃ পরৈঃ॥

স্কান্দে চ শ্রীব্রহ্মনারদ সম্বাদে চাতুর্ম্মাস্য ব্রতে শালগ্রাম-শিলার্চ্চা
প্রসঙ্গে,—

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বিশাং সচ্ছূদ্রাণামথাঽপি বা।
শালগ্রামেঽধিকারোঽস্তি ন চান্যেষাং কদাচন॥ তত্রৈবান্যত্র।

স্ত্রিয়ো বা যদি বা শূদ্রা ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াদয়ঃ।
পূজয়িত্বা শিলাচক্রং লভন্তে শাশ্বতং পদমিতি

বচনাৎ ভগবদ্ভক্তানাং স্ত্রী শূদ্রাদীনাং শালগ্রামশিলার্চ্চনেঽধিকারোঽস্তি, যত্তু—

ব্রাহ্মণৈশ্চৈব পূজ্যোঽহংশুচেরপ্যশুচেরপি।
স্ত্রী শূদ্র কর সংস্পর্শো বজ্রাদপি সুদুঃসহ ইতি নিষেধকং বচনং
তদবৈষ্ণব পরং জ্ঞেয় মিতি।

৩। নৈবেদ্যং জগদীশস্যান্নপানাদিকঞ্চ যৎ।
ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচারশ্চ নাস্তি তদ্ভক্ষণে দ্বিজাঃ।
ব্রহ্মবন্নির্ব্বিকারং হি যথা বিষ্ণু স্তথৈব তৎ।
বিকারং যে প্রকুর্ব্বন্তি ভক্ষণে তদ্দ্বিজাতয়ঃ।
কুষ্ঠব্যাধি সমাযুক্তাঃ পুত্রদার বিবর্জ্জিতাঃ।
নিরয়ং যান্তি তে বিপ্রা যস্মান্নাবর্ত্ততে পুনরিতি শ্রীহরি-

ভক্তি বিলাসধৃত বারাহ বচনাৎ ভগবদ্ভক্ত স্ত্রী শূদ্রাদ্যর্পিত পক্কৌদনাদি ভগবৎ প্রসাদ ভোজনে সত্যপি দোষাভাবে সদাচারাভাবাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বিড়্ভির্ন ভোক্তব্যমিতি।

৪। তেষ্বশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু।
সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিৎ ক্রীড়ামৃগেষু চ।
ন তথাস্যভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্য প্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎ সঙ্গাদ্‌যথা পুংসো যথাতৎ সঙ্গি সঙ্গত ইতি

শ্রীভাগবত তৃতীয় স্কন্ধ বচনাৎ তথা শ্রীহরিভক্তি বিলাসধৃত বিষ্ণুপুরাণে বৈষ্ণবাচার কথন প্রসঙ্গে 'দুষ্ট স্ত্রী

সন্নিকর্ষঞ্চ বর্জ্জয়েন্নিশি সর্ব্বদা, তথা স্কান্ধে বৈষ্ণব লক্ষণ প্রসঙ্গে,—পরমাপদমাপন্নো হর্ষে বা সমুপস্থিতে। নৈকাদশীং ত্যজেদ্‌যস্তু যস্য দীক্ষাস্তি বৈষ্ণবী। সমাত্মা সর্ব্ব জীবেষু নিজাচারাদবিপ্লুতঃ। বিষ্ণ্বর্পিতাখিলাচারঃ সহি বৈষ্ণব উচ্যতে। ইত্যাদি বচন সমূহেন সামান্যতো বৈষ্ণব লক্ষণস্য নির্ণীতত্বাৎ সাহজিয়া, বাউল, কর্ত্তাভজা প্রভৃতিষু একাদশ্যাদি বৈষ্ণবব্রত-ত্যাগ পরদারাদিরত তয়া বৈষ্ণবাচার বিরোধিত্বেন বৈষ্ণব লক্ষণস্যাব্যাপ্তের্বৈষ্ণব সম্প্রদায় বহিভূতাস্তে ইতি। রূপ কবিরাজ সম্প্রদায়ানুসারিণামপ্যেকাদশ্যাদি পূর্ব্বোক্ত বৈষ্ণবাচারাকরণেনা-বৈষ্ণবত্বাৎ। অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ। পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্‌ গ্রাহয়েদ্‌বৈষ্ণবাদ্‌গুরো, রিতি পঞ্চরাত্র বচনাৎ স্বাচার্য্যমতং ত্যক্ত্বা গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য সকাশাৎ পুনর্দীক্ষা গ্রহণমেব সমীচীনমিতি, দত্তমন্ত্রস্য গুরোরুৎপথগামিত্ব যথেচ্ছা-চারিত্বাদিকং কেনাপি প্রকারেণ তিরোভাবয়িতুমশক্তঃ শিষ্যঃ পুনর্বৈষ্ণবাদ্‌গুরোর্দীক্ষাং গৃহ্নীয়াৎ। উৎপথগামিত্ব যথেচ্ছাচারি-ত্বাদিনা গুরোরবৈষ্ণবত্বাৎ অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ। পুনশ্চ বিধিনাসম্যগ্‌ গ্রাহয়েদ্‌বৈষ্ণবাদ্‌গুরোরিতি পঞ্চ-রাত্র বচনাদিতি।

শ্রীশ্রীরাধারমণায় নমঃ ৺শশিভূষণো জয়তি। কলিযুগ-পাবনাবতার শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য ঠকুরস্য বংশোদ্ভবস্য কাব্যতীর্থ, কাব্যরত্ন, বেদরত্ন, উপনিষদাচার্য্য ইত্যুপনাম্নঃ শ্রীনৃসিংহনাথ দেবশর্ম্মণঃ মতমেতৎ।

শ্রীনয়নানন্দ চট্টরাজস্য। শ্রীব্রজলাল শর্ম্মণস্য। কাব্য-তীর্থোপাধিক শ্রীবনয়ারিজীবন দেবশর্ম্মণোমতমিদম্। বনবিষ্ণু-

পুর নিবাসিনঃ শ্রীরামকুমার চূড়ামণের্মতমিদম্। পানাকর নিবাসিনঃ শ্রীপুরুষোত্তম গোস্বামিনঃ শ্রীরসরাজ গোস্বামিনঃ। শ্রীবিপিন বিহারী গোস্বামিনঃ শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্র গোস্বামিনশ্চ। কাঁটাবনীনিবাসিনঃ শ্রীগোপাল চন্দ্র গোস্বামিনঃ। শুল্‌পানগর নিবাসিনঃ শ্রীরামেশ্বর গোস্বামিনঃ।

এই ব্যবস্থার মর্ম্মার্থ এই,—ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর বর্ণ দীক্ষা-গুরু হইতে পারিবেন না। ভগবদ্ভক্ত সচ্ছূদ্রের শ্রীশাল-গ্রাম শিলার্চ্চনে অধিকার দেখা যায়। ভগবদ্ভক্ত শূদ্র নির্ম্মিত ও নিবেদিত পক্কান্ন প্রসাদ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ভক্ষণ করিতে পারেন না। প্রসাদে ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার নাই বটে কিন্তু সদাচারাভাব প্রযুক্ত ঐ তিন বর্ণের ভক্ষণ নিষেধ। সাহজিয়া, বাউল প্রভৃতি গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সম্প্রদায় বহির্ভূত। ঐ বহির্ভূত সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিগণ ইচ্ছা করিলে, পুনর্ব্বার যথোক্ত লক্ষণান্বিত সদ্‌গুরু সন্নিধানে দীক্ষা গ্রহণাদি পূর্ব্বক গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভুক্ত হইতে পারেন।

৮। ৺কাশীধামস্থ শ্রীভারত-ধর্ম্ম মহামণ্ডলের এই পত্র।—

১। "ব্রাহ্মণেতর জাতি কখনও ব্রাহ্মণকে দীক্ষা দিতে পারে না এবং ব্রাহ্মণ গুরু বিদ্যমানে অনিবার্য্য বিশেষ কোন কারণ না থাকিলে নিজের বর্ণ বা অন্য কোন ছোট বর্ণকেও দীক্ষা দিতে পারে না।"

২। "গুরু-মন্ত্র ত্যাগ করা অমঙ্গলের কারণ। দীক্ষার পূর্ব্বেই গুরু নির্ব্বাচন সম্বন্ধে বিচার ও বিবেচনাদি করা উচিত। তবে বিশেষ প্রমাণ দ্বারা ধর্ম্ম হানির সম্ভাবনা

থাকিলে, পুনরায় দীক্ষা সংস্কার গ্রহণ করা যায়।"

সাহজিয়া, বাউল, কর্ত্তাভজা প্রভৃতি ধর্ম্ম সম্বন্ধে উত্তর এই,—

৩। "উহা পশু-ধর্ম্ম, মনুষ্য-ধর্ম্ম এইরূপ কখনও হইতে পারে না। এরূপ লোককে অনতি বিলম্বে সমাজচ্যুত করা উচিত। (কৃষ্ণ-লীলার অনুকরণ করিতে গিয়া বস্ত্র হরণ করিতে পারে কিন্তু গোবর্দ্ধন ধারণ না করার কারণ কি?) ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কার্য্য চির কালই ধর্ম্ম বিরুদ্ধ থাকিবে। অবৈদিক ক্রিয়া-কলাপ ও পশ্বাচার আর্য্যদিগের অনুশীলনীয় হইতে পারে না। ঐরূপ আচারে সাধনকারীদিগকে সৎসম্প্রদায় কখনই গ্রহণ করিবেন না।"

৪। ভক্তি-পক্ষে প্রসাদের কথা অন্যরূপ, কিন্তু আচার পক্ষে দেখিতে হইলে এ সম্বন্ধে বর্ণাশ্রমানুমোদিত সদাচারই পালন করিতে হইবে।

শ্রীগিরিশ চন্দ্র শর্ম্মা। সহকারী অধ্যক্ষ।

৫। জেলা বর্দ্ধমানান্তর্গত মাড়গ্রাম নিবাসী অশেষ শাস্ত্রাধ্যাপক পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত প্রভু শ্রীগোপাল গোস্বামি মহোদয় এই ব্যবস্থা লিখিয়াছেন,—

বৈষ্ণব সম্প্রদায় সম্বন্ধে * পাঁচটী প্রশ্ন লিখিয়াছেন, ইহাদের যথার্থ সিদ্ধান্ত লেখন বিষয়ে—

মুনয়ো বিভিন্নাঃ শ্রুতয়ো বিভিন্নাঃ নাসৌমুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং। ধর্ম্মস্যতত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ। ইত্যাদি শাস্ত্র বাক্যানুসারে পূজ্যপাদ-বৈষ্ণব সম্প্রদায়াচার্য্য-বৈষ্ণব স্মৃতি-

কর্ত্তা শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু পাদের মত আমাদের সর্ব্বতো-ভাবে সমাশ্রয়ণীয়, যে হেতু বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মহাজন, এ হেতু যে সকল শাস্ত্র বাক্য তাঁহার মতের অনুকূল তাহাই আমাদের প্রমাণ স্বরূপে গ্রাহ্য, আর যে সকল শাস্ত্র বাক্য তাঁহার মতের প্রতিকূল, তাহা অপ্রমাণ স্বরূপে আমাদের অগ্রাহ্য, এ হেতু আমরা শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু কৃত লেখন সমাশ্রয় করতঃ উত্তর লেখনে প্রবৃত্ত হইলাম। তত্র প্রথম প্রশ্নস্যোত্তরং যথা।—স্বদেশে কি বিদেশে গুরূপযুক্ত ব্রাহ্মণ বিদ্যমানে গুরূপযুক্ত ব্রাহ্মণেতর কোনও জাতি কোনও জাতিকে বৈষ্ণব মন্ত্রের দীক্ষা দিতে পারেন না, উক্ত বিষয় শ্রীহরিভক্তি-বিলাসের লেখন (সমাশ্রয় করতঃ) দেদীপ্যমান থাকায় অন্য প্রমাণ বাক্য সাপেক্ষ করে না, এ হেতু বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভুক্ত সর্ব্বজনের শ্রীহরিভক্তি বিলাসীয় গৌরব নামক প্রথম বিলাসের গুরু নির্ণয় প্রকরণটী আদ্যোপান্ত প্রণিধান পূর্ব্বক অনুশীলন করা কর্ত্তব্য; অতএব আমরা উক্ত প্রকরণ প্রমাণটীর সমালোচনা করিতেছি, যথা উক্ত প্রকরণে-উপক্রমে লিখিয়াছেন যে, তত্র গুরূপসত্তি কারণং। কৃপয়া কৃষ্ণ দেবস্য তদ্ভক্তজন সঙ্গতঃ। ভক্তের্মাহাত্ম্যমাকর্ণ্যতামিচ্ছন্ সদ্‌গুরুং ভজেৎ। ইতি অস্যটীকা যথা সন্তং লেখ্যলক্ষণৈরুত্তমং গুরং আশ্রয়েৎ। এই বচনেই উত্তম গুরু শব্দেই তাঁহার মতে ব্রাহ্মণ গুরুই অভিমত, ইহা তাহার পরবাক্যে এবং তদুদ্ধৃত 'মহাভাগবত শ্রেষ্ঠো ব্রাহ্মণো বৈ গুরুর্নৃণাং। সর্ব্বেষামেব লোকানামসৌ পূজ্যো যথা হরিঃ। এই পাদ্ম বচনেই স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইবেক এবং ব্রাহ্মণ জাত মাত্রেই সর্ব্ববর্ণের গুরু, ইহা

শ্রীমদ্ভাগবতীয় অষ্টমাধ্যায়েও নির্ণীত আছে। যথা,—"ত্বং হি ব্রহ্মবিদাং শ্রেষ্ঠঃ সংস্কারান্ কর্ত্তুমর্হসি। বালয়োরনয়োর্নৃণাং জন্মনা ব্রাহ্মণো গুরুঃ।" ইতি এবং হি যতো ব্রহ্মবিদাং শ্রেষ্ঠো মহাভাগবতত্বাৎ জন্মনা জাত্যা কিং পুন জ্ঞানাদিনা, ইতি তোষিণী লেখন দ্বারাও নির্ণীত হইয়াছে, ইহাও অনুসন্ধেয়। গ্রন্থকার পূর্ব্ব বাক্য দ্বারা গুরূপসত্তি কারণ নির্ণয় করিয়া কীদৃশলক্ষণাক্রান্ত গুরুর শরণাপন্ন হওয়া কর্ত্তব্য, ইহা গৌণভাবে নির্দ্দেশ করিয়া গুরূপসত্তি নির্ণয় করিতেছেন। অথ শ্রীগুরূপসত্তিঃ শ্রীএকাদশে প্রবুদ্ধযোগেশ্বরোক্তৌ। "তস্মাৎ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয়ঃ উত্তমং। শাব্দে পরেচ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপসমাশ্রয়ং। ক্রমদীপিকায়াঞ্চ।—"বিপ্রং প্রধ্বস্ত কাম প্রভৃতি রিপুঘটং নির্ম্মলাঙ্গং গরিষ্ঠাং, ভক্তিং কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি পঙ্কেরুহ যুগলরজো রাগিণী-মুদ্বহন্তং। বেত্তারং বেদশাস্ত্রাগম বিমলপথাং সম্মতং সৎসুদান্তং বিদ্যাং যঃ সংবিবিৎসুঃ প্রবণতনুমনা দেশিকং সংশ্রয়েত।" শ্রুতাবপি,—তদ্বিজ্ঞানার্থং সদ্‌গুরুমেবাভিগচ্ছেৎসমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং, আচার্য্যবান্ পুরুষোবেদ! শ্রোত্রিয় শব্দস্যার্থ,—জন্মনা ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ঃ সংস্কারেণ দ্বিজোচ্যতে। বিদ্যয়া যাতি বিপ্রত্বং ত্রিভিঃ শ্রোত্রিয় লক্ষণং। ইতি। তাহার পর মুখ্য-ভাবে গুরুলক্ষণ নির্দ্দেশ করিতেছেন। অথ বিশেষতঃ শ্রীগুরো-র্লক্ষণানি, মন্ত্রমুক্তাবল্যাং,—"অবদাতান্বয়ঃ শুদ্ধঃ স্বোচিতাচার তৎপরঃ। আশ্রমি ক্রোধ রহিতো বেদবিৎ সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ, ইত্যাদি। অগস্ত্য সংহিতায়াঞ্চ,—"দেবতোপাসকঃ শান্তো বিষয়েষপি নিস্পৃহঃ। অধ্যাত্মবিৎ ব্রহ্মবাদী বেদশাস্ত্রার্থ কোবিদঃ। উদ্ধর্ত্তুং চৈব সংহর্ত্তুং সমর্থো ব্রাহ্মণোত্তম; ইত্যাদি।" বিষ্ণু-

স্মৃতৌ,—"পরিচর্য্যা যশোলাভঃ লিপ্সুঃ শিষ্যাদ্ গুরুর্ণহি। কৃপাসিন্ধুঃ সুসংপূর্ণঃ সর্ব্বসত্বোপকারকঃ। নিস্পৃহঃ সর্ব্বতঃ সিদ্ধঃ সর্ব্ববিদ্যা বিশারদঃ। সর্ব্বসংশয় সংছেত্তানলসো গুরুরুদাহৃতঃ।" এই সকল শাস্ত্র বাক্য মধ্যে শ্রীএকাদশবাক্যে 'শাব্দে ব্রহ্মণি নিষ্ণাতং' এই বাক্য। ক্রমদীপিকা বাক্যে 'বিপ্রং' এই পদ। শ্রুতিবাক্যে 'শ্রোত্রিয়ং' এই পদ। মন্ত্রমুক্তাবলীতে 'বেদবিৎ' এই পদ। অগস্ত্য সংহিতাবাক্যে 'ব্রহ্মবাদী বেদশাস্ত্রার্থ কোবিদঃ' এই পদ দ্বয় এবং বিষ্ণু স্মৃতিতে 'সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ' এই পদ সকল প্রয়োগ থাকায়, ঐ সকল বচন দ্বারা শূদ্র জাতি যে গুরু মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না, ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তবে কোন কোন বচনে কেবল ব্রাহ্মণ জাতি বোধব বিপ্রাদি শব্দের প্রয়োগ না থাকায় ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য জাতি যে গুরু মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন, তাহা উত্তম গুরু মধ্যে পরিগণিত নহে, ইহা 'এবং বিপ্র এব গুরুঃস্যাদিত্যায়াতং তদভাবে কিং কার্য্যং' ঐ টীকাতে এই আভাস দিয়া শ্রীনারদ পঞ্চরাত্র বাক্য দ্বারা নির্ণয় করিতেছেন। শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে ভগবন্নারদ সংবাদে "ব্রাহ্মণঃ সর্ব্বকালজ্ঞঃ কুর্য্যাৎ সর্ব্বেষ্বনুগ্রহং। তদভাবাদ্দ্বিজ শ্রেষ্ঠঃ শান্তাত্মা ভগবন্ময়ঃ। ভাবিতাত্মা চ সর্ব্বজ্ঞঃ শাস্ত্রজ্ঞঃ সৎক্রিয়া পরঃ। সিদ্ধিত্রয় সমাযুক্তঃ আচার্য্যত্বেহভিষেচিতঃ। ক্ষত্রবিট্ শূদ্রজাতীনাং ক্ষত্রিয়োহনুগ্রহক্ষমঃ। ক্ষত্রিয়স্যাপি চ গুরোরভাবাদীদৃশো যদি। বৈশ্যস্যাত্তেন কার্য্যশ্চ দ্বয়ে নিত্যমনুগ্রহঃ। সজাতীয়েন শুদ্ধেন তাদৃশেন মহামতে। অনুগ্রহাভিষেকৌ চ কার্য্যৌ শূদ্রস্য সর্ব্বদা।" পঞ্চরাত্রের এই বাক্য দ্বারা যদিচ ব্রাহ্মণেতর তিন বর্ণ গৌণ

গুরু মধ্যে পরিগণিত হইলেন, তথাপি মুখ্য গুরু ব্রাহ্মণ বিদ্যমানে গৌণ গুরু ক্ষত্রিয়াদি কোন প্রকারে দীক্ষাদি প্রদান করিবেন না। ইহা তত্রৈবাপবাদমাহ, এই টীকাতে আভাস দিয়া নিষেধ করিতেছেন। যথা।—"বর্ণোত্তমেঽথ চ গুরৌ সতি বা বিশ্রুতেঽপি চ। স্বদেশতোঽথবান্যত্র নেদং কার্য্যং শুভার্থিনা। বিদ্যমানে তু যঃ কুর্য্যাৎ যত্র তত্র বিপর্য্যয়ং। তস্যেহামুত্রনাশঃ সাত্তস্মাচ্ছাস্ত্রোক্তমাচরেৎ। ক্ষত্রবিট্ শূদ্রজাতীয়ঃ প্রাতিলোম্যং ন দীক্ষয়েৎ। ইতি গ্রন্থকৃৎ এই বাক্য সমূহকে দৃঢ়ীকরণাভি-প্রায়ে পুনর্ব্বার পাদ্মবচনোত্তলন করিয়া, ব্রাহ্মণজাতি যে উত্তম গুরু ইহা নিশ্চয় করিয়া উপসংহার করিতেছেন। যথা।—"মহাভাগবত শ্রেষ্ঠো ব্রাহ্মণো বৈ গুরুর্নৃণাং। সর্ব্বেষামেব লোকানামসৌ পূজ্যো যথা হরিঃ।" ইতি এই প্রকরণ দ্বারা আমাদের আচার্য্য গ্রন্থকার ইহা নিশ্চয় করিলেন যে, ভগ-বন্মায়াবদ্ধ-সাংসারিক ত্রিবিধ তাপতাপিত অসংখ্যাসংখ্য জীব বৃন্দ মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের কৃপা নিবন্ধন ভগবদ্ভক্ত সঙ্গলাভে তাঁহা-দের মুখে ভক্তির মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া, যে জীব সাংসারিক ত্রিবিধতাপ ধ্বংস পূর্ব্বক আত্যন্তিক ক্ষেম প্রদায়িনী অর্থাৎ সচ্চিদানন্দময় মূর্ত্তি সনাতন ভগবানের শ্রীচরণ সেবা প্রদায়িনী ভক্তি প্রাপ্ত্যভিলাষী হইবেন, তিনি অগ্রে সর্ব্ববর্ণের গুরূত্তম বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ গুরুর স্বদেশে বা বিদেশে অন্বেষণ করিয়া, যে কোন প্রকারে তাদৃশ গুরুর সন্দর্শন লাভ করিয়া, তাঁহার নিকট বৈষ্ণব মন্ত্র দীক্ষা গ্রহণ করিবেন। স্বদেশে বা বিদেশে ব্রাহ্মণ গুরু বিদ্যমানে অপর বর্ণের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবেন না। যদি ইহার অতিক্রম করেন, তবে ইহলোক পরলোক

ভোগ বর্জ্জিত হইয়া অন্তে নরকগামী হইবেন। অতএব তন্মতানুগামী আমরা এই সিদ্ধান্ত লিখিতেছি যে, কোন প্রকারে গুরূপযুক্ত ব্রাহ্মণ বিদ্যমানে সর্ব্ব জনেরই অন্য জাতির নিকট দীক্ষা গ্রহণ সর্ব্বতোভাবে অবিধেয়।

২। দ্বিতীয় প্রশ্নস্যোত্তরং যথা,—অজ্ঞান নিবন্ধন উৎপথ-গামী-যথেচ্ছাচারী গুরু হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিলে, সেই মন্ত্র ত্যাগ করিয়া অপর গুরূপযুক্ত বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ হইতে সেই মন্ত্রই পুনর্ব্বার গ্রহণ করা কর্ত্তব্য; যে হেতু উৎপথগামী-যথেচ্ছাচারী জনকে শাস্ত্রে গুরু মধ্যে পরিগণিত করেন নাই। তথাহি হরিভক্তি-বিলাসধৃত পদ্মপুরাণ বচনং যথা,—"মহাকুল প্রসূতোহপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ। সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরু-স্যাদবৈষ্ণবঃ।" অতএব নারদ পঞ্চরাত্রে ও পদ্মপুরাণে তাদৃশ গুরুকে পরিত্যাগ করিয়া, অপর বৈষ্ণবের (ব্রাহ্মণের) নিকট অর্থাৎ যথোপযুক্ত গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণের বিধান করিয়াছেন। তথাহি হরিভক্তি-বিলাস টীকাধৃত নারদ পঞ্চরাত্র বচনং। 'অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ। পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্বৈষ্ণবাদ্গুরোঃ।" তত্রৈব দশমাধ্যায়ে "গুরোর-প্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ। উৎপথ প্রতিপন্নস্য পরি ত্যাগো বিধীয়তে।" পদ্মপুরাণ বচনং যথা নবতিতমাধ্যায়ে,—"অবৈষ্ণবোপদিষ্টঞ্চ পূর্ব্ব মন্ত্র বরদ্বয়ং। পুনশ্চ বিধিনা সম্যক্ বৈষ্ণবাদ্গ্রাহয়েন্মনুং।" আর অবৈষ্ণবের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলে, বৈফল্যতা নিবন্ধন যে নরকগামী হইতে হয় তাহা দূরে থাক? বৈষ্ণবগণের মধ্যে সম্প্রদায় সিদ্ধ বৈষ্ণব হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিলে মন্ত্র ফলদ হয়েন অন্যথা বিফল হয়; তত্র

প্রমাণং যথা পদ্মপুরাণে,—"সম্প্রদায় বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলামতাঃ। অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বার সম্প্রদায়িনঃ। শ্রীব্রহ্ম রুদ্র সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতি পাবনা, ইতি অতএব গৌতমীয়ে,—পিতৃ-মাতৃ বিশুদ্ধা যে শুদ্ধাচারা জিতেন্দ্রিয়াঃ। সম্প্রদায়েনোপদিষ্টাঃ সিদ্ধিস্তেষাং ভবেদ্ধ্রুবমিতি। শ্রীশ্রীধরস্বামিও বলিয়াছেন,—সম্প্রদায়ানুরোধেন পৌর্ব্বাপর্য্যানুসারতঃ। শ্রীভাগবতভাবার্থ দীপিকেয়ং বিতন্যত ইতি। ইত্যাদি বহুতর শাস্ত্র বাক্য হেতু উৎপথগামী বা সম্প্রদায় বিহীন বৈষ্ণব জনের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলে, সেই গুরু ত্যাগ করিয়া, গুরুরূপযুক্ত বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের নিকট মন্ত্র গ্রহণ সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

৩। তৃতীয় প্রশ্নস্যোত্তরং যথা,—বৈষ্ণব শূদ্র পক্কান্ন শ্রীনারায়ণে সমর্পিত হইলে, ঐ মহাপ্রসাদ ব্রাহ্মণ জাতি গ্রহণ করিলে, শাস্ত্র-বাক্যানুসারে তাহাতে কোন দোষ বিবেচনা হয় না; কিন্তু তদ্বিষয়ে সদাচার দেখিতে পাই না, এই মাত্র।

৪। চতুর্থ প্রশ্নস্যোত্তরং যথা,—সাহজিয়া প্রভৃতি পাপ সম্প্রদায় সকল গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের অবশ্যত্যাজ্য, এ বিষয় প্রমাণ সাপেক্ষ করে না, যে হেতু যে স্থানে উৎপথগামী গুরুই ত্যাজ্য হইলেন, সে স্থানে ঐ সকল পাপ সম্প্রদায় যে ত্যাজ্য হইবে, তাহাতে সংশয় কি? আর উহারা অসৎ পদ বাচ্য। অসৎ সঙ্গ ত্যাগ সর্ব্বশাস্ত্রে বিহিত ও অসৎ সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে শাস্ত্র নিষিদ্ধ এবং তাহাতে নানাবিধ দোষ বলিয়াছেন, তথাপি সাধারণের বিশ্বাস জন্য একটি প্রমাণ লিখিতেছি যথা,—হরিভক্তি-বিলাসীয় ১১ শ বিলাসে—"যথেষ্ট ভোজকাং শ্চৈব তথাদেব প্রাপ্তমুখান্। বর্ণাশ্রম ক্রিয়াতী-

তান্ দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ। ইতি।

৫। পঞ্চম প্রশ্নস্যোত্তরং যথা,—রূপ কবিরাজী প্রভৃতি (ক) বহিষ্কৃত সম্প্রদায়গণ যদি স্ব-স্ব আচার্য্যের মত পরিত্যাগ করিয়া যদি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের শরণাগত হয়, তাহা হইলে, তাহাদিগের প্রতি কৃপা করা কর্ত্তব্য; যে হেতু শরণাপন্নকে অভয়দান সর্ব্বশাস্ত্রে বিহিত আছে এবং শরণাপন্নের উপেক্ষা-তেও দোষ বলিয়াছেন; এ হেতু তাহাদিগকে পুনঃ সংস্কার করিয়া মন্ত্র দিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত করিতে পারা যায়, অলমতি বিস্তেরেণ। সংপ্রতি সংক্ষেপে ব্যবস্থা লিখিলাম। যদি ইহার কেহ প্রতিবাদ লেখে তবে সংবাদ দিবেন, ইতি।

শ্রীরাধামাধব দেবো জয়তি। মাড়গ্রাম নিবাসিনাং শ্রীশ্রীগোপাল শর্ম্ম গোস্বামিনাং। শ্রীসুধাকৃষ্ণ গোস্বামিনাং। শ্রীজানকীবল্লভ গোস্বামিনাং। শ্রীসুরেন্দ্রমোহন শর্ম্ম গোস্বামিনাং। শ্রীরাখালকৃষ্ণ চূড়ামণেঃ। মুর্শিদাবাদান্তর্গত মাড়গ্রাম নিবাসী শ্রীমৎসনাতন গোস্বামী প্রভু-শাখা শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন গোস্বামী কাব্যরত্ন-ভাগবতাচার্য্য। (কান্দীস্থ বড়রাণী মহোদয়ার শ্রীভাগ-বত পাঠক।)

এই সভার অভিভাবক মদীয়াগ্রজ পূজ্যপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রভু ভাগবত কুমার গোস্বামী শাস্ত্রী এম্, এ মহোদয় কর্ত্তৃক লিখিত ব্যবস্থা এই,—

(ক) প্রভৃতি অর্থে সাহজিয়া, বাউল, সাঁই-দরবেশ, কর্ত্তাভজা, কিশোরিয়া, কালাচাঁদী, দুলালচাঁদী, চরণপালী প্রভৃতিকে বুঝিতে হইবে।

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে শূদ্রের দীক্ষাদানে অধিকার আছে এ কথা ভিত্তিহীন। আর বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বী শূদ্র বর্ণাশ্রমাচার উল্লঙ্ঘন করিতে পারেন এরূপ উক্তিও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ও বৈষ্ণব শাস্ত্রের সম্পূর্ণ অনভিমত। এতদ্বিষয়ে সংক্ষেপে সম্প্রদায়াচার্য্যগণের ও সাম্প্রদায়িক নিবন্ধকারগণের অভিপ্রায় নিম্নে সন্নিবেশিত হইল।

শ্রীবেঙ্কটাদ্রি শ্রীমদনন্ত পুরুষাচার্য্য সিংহাসনাসীন শ্রীশ্রীরঙ্গাচার্য্য স্বামি সমুদ্দীপিত সন্মার্গদীপগ্রন্থে গুরু নির্ব্বাচন সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থা আছে,—

অথ কথম্ভূতোঽধিকারী কস্যাং দীক্ষায়াং গুরুঃ কর্ত্তব্য ইতি চেদিদমত্র প্রতিপদ্যামহে পরীক্ষ্যলোকান্ কর্ম্ম-চিতান্ ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎ পাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্ম নিষ্ঠম্। তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্ প্রশান্ত চিত্তায় সমান্বিতায় "যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্ম বিদ্যায়" ইতি মুণ্ডকোপনিষদি প্রথম মুণ্ডক দ্বিতীয় খণ্ড, গতয়া শ্রুত্যা পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ সম্পন্ন এব বিপ্রো ব্রহ্মনিষ্ঠত্ব বিশেষিতো মোক্ষ ধর্ম্ম সম্বন্ধি পরবিদ্যাকরণ ভগবন্মন্ত্র দীক্ষায় গুরুঃ কর্ত্তব্য ইত্যবগম্যতে। তদিদমুচ্যতে ভরদ্বাজ সংহি-তায়াং ন্যাসোপদেশে প্রথমাধ্যায়েঽপি—"প্রপিৎসুর্ম্মন্ত্র নিরতং প্রাজ্ঞং হিত পরং শুচিং। প্রশান্তং নিয়তং বৃত্তৌ ভজেদ্দ্বিজ-বরং গুরুং। সত্ত্বপুরুষ বিজ্ঞেয়ে সন্ততৈকান্ত নির্ম্মলে। কুলে জাতো গুণৈর্যুক্তো বিপ্র শ্রেষ্ঠ তমো গুরুঃ" ইতি।—

উদ্ধৃত নিবন্ধ হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে, ব্রাহ্মণ

ব্যতীত আচার্য্য পদবী লাভে আর কেহ অধিকারী হইতে পারেন না। শূদ্রাদির অপরকে হিতাহিত বুঝাইবার অবশ্য অধিকার আছে—কিন্তু দীক্ষা-দাতৃগুরুপদবী পাইবার অধিকার কখনই শাস্ত্র সিদ্ধ নহে।

অতএব ভরদ্বাজ সংহিতা ন্যাশোপদেশে প্রথমাধ্যায়ে মোক্ষধর্ম্মাচার্য্য প্রকরণে "স্ত্রিয়ঃ শূদ্রাদয়শ্চাপি বোধয়েয়ুর্হিতাহিতম্। যথার্হং মাননীয়াশ্চ নার্হন্ত্যাচার্য্যতাং ক্বচিৎ" ইতি যথা কথঞ্চিদ্ধিতোপদেশ কর্ত্তৃতাং তত্তদ্ধর্ম্মজ্ঞানাং সর্ব্বেষামেবাভ্যনুজ্ঞায় মন্ত্র দীক্ষা প্রদাতৃত্ব লক্ষণমাচার্য্যক মৈব নিরুদ্ধম্।

কেবল মাত্র ভগবন্মন্ত্র গ্রহণ জন্য সংস্কার বলে শূদ্র কখনও বেদোক্ত বা বেদমূলক বর্ণাশ্রমাচার উল্লঙ্ঘন করিতে পারে না, গ্রন্থকারের ইহাও সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত।—

নচৈবং শূদ্র বর্ণজানামপি ভগবন্মন্ত্র গ্রহণ জন্য সংস্কার বিশেষস্য ব্রাহ্মণত্ব রূপস্য সত্বাদ্বেদোক্ত সর্ব্বকর্ম্মাধিকারিতা প্রসঙ্গো দুর্ব্বার ইতিবাচ্যং সুকৃত বিশেষ সাধ্য জাতি শব্দাভিলপনীয় সংস্কার বিশেষস্যৈব মন্ত্র বিশেষ গ্রহণ জন্য সংস্কার বিশেষ সংস্কৃতস্য বৈদিক কর্ম্মাধিকার প্রযোজক তায়াঃ শাস্ত্র সিদ্ধত্বেনাতি প্রসঙ্গানবকাশাৎ। তাদৃশ জাতিরূপ সংস্কার বিশেষশ্চ তদ্ধেতু সুকৃত বিশেষানামত্যুৎ কটত্বেহধিকারি বিশেষে ক্বচিৎ কদাচিৎ অস্মিন্নেব জন্মনি সিদ্ধতি আত্যুৎকটৈঃ পাপ পুণ্যৈরিহৈব ফলমশ্নুতে ইতি শাস্ত্রাদ্বিশ্বামিত্রাদিষু তথা

দর্শনাচ্চ অমুৎকটত্বে ত্বন্য জন্মনি সম্প্রতীতি ন কচিৎ কাচিদনুপ পত্তিঃ।

এ স্থলে এটুকও বলিয়া রাখা ভাল যে বিশ্বামিত্রের তপঃ-ফল সত্য সত্যই অত্যুৎকৃষ্ট ছিল; তাই তাঁহার ব্রাহ্মণ্য লাভ হইয়াছিল। ঈদৃশ দৃষ্টান্ত অবশ্য সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত। ঈদৃশ দৃষ্টান্তে সামান্য ভাবে যাহাব তাহার অধিকার ব্যবস্থিত হয় না।

শ্রীরামানুজ মত সিদ্ধান্ত-সারে আচার্য্য করণ সম্বন্ধে এইরূপ সিদ্ধান্ত উপনিবদ্ধ আছে,—

তত্ত্বজ্ঞানান্মোক্ষ ইতি হি তত্ত্ববিদঃ—তত্ত্ব জ্ঞানঞ্চ সদাচার্য্য সমাশ্রয়ণ দ্বারেনৈব হি প্রাপ্যতে তদ্দর্শনং সদাচার্য্য মূলমিতি শ্রুতেঃ [অদ্বয় তারকোপ ০] সদাচার্য্য লক্ষণঞ্চ—"শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্ম নিষ্ঠম্" [মুণ্ড ০—১—২—১২] আচার্য্যো বেদ সম্পন্নো বিষ্ণু ভক্ত বিমৎসরঃ। যোগজ্ঞঃ যোগ নিষ্ঠশ্চ সদা যোগাত্মক শুচিঃ। গুরুভক্তি সমাযুক্তঃ পুরুষজ্ঞো বিশেষতঃ। এবং লক্ষণ সম্পন্নো গুরুরিত্যভিধীয়তে॥ গু শব্দ স্ত্বন্ধকারঃ স্যাৎ রু শব্দ স্তন্নিরোধকঃ। অন্ধকার নিরোধিত্বাদ্‌গুরুরিত্যভিধীয়তে। [অদ্বয় তারকোপ নি ০—] আচার্য্যো বেদসম্পন্নো বিষ্ণুভক্তো বিমৎসরঃ।—মন্ত্রজ্ঞো মন্ত্রভক্তশ্চ সদা মন্ত্রাশ্রয়ঃ শুচিঃ॥ সৎসম্প্রদায় সংযুক্তো ব্রহ্মবিদ্যা বিশারদঃ।—অনন্য সাধনশ্চৈব তথানন্য প্রযো জকঃ॥ ব্রহ্মণোবীতরাগশ্চ ক্রোধ লোভ বিবর্জ্জিতঃ সদ্বৃত্তোপাসিতা চৈব মুমুক্ষুঃ পরমার্থবিৎ॥ এবমাদি গুণো-

পেত আচার্য্যঃ স উদাহৃতঃ। [পাদ্মোত্তরে ০ ২২৩] ইত্যাদিকং।

উক্ত লক্ষণোপেতস্যাচার্য্যস্য চরণ-সমাশ্রিতস্যৈব ভগবত্তত্ত্ব জ্ঞান লভ্যতে। তথোক্তম্ "আচার্য্যবান পুরুষো বেদ" (ছাং—৬—১৪ —২) আচার্য্যাদ্ধৈব বিদ্যা বিদিতা সাধিষ্ঠং প্রাপৎ—(ছাং—৪—৯ —৩)— — — — দেশিকস্তমেব কথয়ন্তি — — — — তস্মাৎ সদগুরু কটাক্ষ লেশ বিশেষেণ-সর্ব্বসিদ্ধয়ঃ সিদ্ধন্তি — — যথা জাত্যন্ধস্য স্বরূপ জ্ঞানং ন বিদ্যতে, তথা গুরূপদেশেন বিনা কল্প কোটি শতৈরপি তত্ত্বজ্ঞানং ন জায়তে— — — — (মহানারায়ণী ০—৫—অঃ) ইত্যাদি।

শিষ্টগণাগ্রগণ্য ভগবান্ শ্রীরামানুজাচার্য্য যে সম্প্রদায়ের নেতা, সেই শ্রী শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ঐরূপ সিদ্ধান্ত। এক্ষণে শ্রীমদ্বল্লভাচার্য্য সম্প্রদায়ানুমত সিদ্ধান্তও বিবৃত হইতেছে—কাম্য বনস্থ জগদ্গুরু গোস্বামি শ্রীমদ্গোবিন্দাচার্য্যা-ত্মজ শ্রী ৬ দেবকী নন্দনাচার্য্যের অনুজ্ঞাক্রমে বিকানীর নিবাসী ভট্টাচার্য্য শ্রীগঙ্গাধরাত্মজ শ্রীকহৈয়া লাল শাস্ত্রি কর্ত্তৃক প্রণীত শ্রীমদ্বল্লভা-চার্য্য সম্প্রদায়ি সিদ্ধান্তাষ্টকে গুরুকরণ সম্বন্ধে এইরূপ অনু-শাসন দেখিতে পাওয়া যায়—"শ্রীকৃষ্ণাত্মাগ্রজো ভাগবত হৃদয় বিভাবনার্হো গুরুঃস্যাৎ" শ্রীকৃষ্ণে ভগবতি বিষ্ণৌ আত্মা মনো যস্য স শ্রীকৃষ্ণাত্মা। তথা অগ্রজঃ অগ্র জন্মা ব্রাহ্মণঃ— — গুরুঃ কর্ত্তব্য। তথা শাণ্ডিল্যে দ্বিতীয়াংশারম্ভে—বেদ-বেদান্ত বিদ্বিপ্রশ্চাচার নিরতঃ সুহৃৎ। অনন্য ভক্ত্যা সংসিদ্ধঃ কুলীনো বৈষ্ণবোগুরুঃ। বৈষ্ণবী দীক্ষা প্রাপ্ত হইলেও ব্রাহ্মণেতর বর্ণের বর্ণাশ্রমাচার অতিক্রম যে অমর্ষণীয় তাহাও এই নিবন্ধে সম্যক্ প্রতিপাদিত হইয়াছে—

শাণ্ডিল্যে শিষ্য লক্ষণমপ্যুক্তম্—"ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ স্ত্রিয়ঃ শূদ্রা স্তথান্ত্যজাঃ। অধিকারানুরূপেণ ভজন্তঃ শ্রেয় আপ্নুয়ুঃ ॥ — — — — অথ সামান্যতো বৈষ্ণবানামাচার মাহ—আচারো ভক্তি শাস্ত্রীয় ইতি। ভক্তিশাস্ত্রং ভাগবত শাস্ত্রং শাণ্ডিল্যাদিচ তদীয়ং তত্তৎ সম্বন্ধি অর্থাৎ তত্র বৈষ্ণবানাং কর্ত্তব্যত্বেনোক্তেঃ তথা তদনুগঃ তদবিরুদ্ধঃ স্ব-স্ব বর্ণাশ্র-মাদ্যঃ।— — — তত্র শ্রীভাগবতে "য আশু হৃদয় গ্রন্থিং নির্জ্জিহীর্ষুঃ পরাত্মনঃ। বিধিনোপ চরেদ্দেবং তন্ত্রোক্তেন চ কেশবং। তথা; তস্মাদগুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমং। শাব্দে পরেচ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপসমাশ্রয়ং ॥ তস্মাদ্ভাগবতান্ ধর্ম্মান্। শিক্ষেদগুর্ব্বাত্মদৈবতঃ। অমায়য়ানুবৃত্যা যৈস্তষ্যেদাত্মাত্মদো হরিঃ" ইতি। বিষ্ণুপুরাণে বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্। বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যত্ত তোষ কারণম্। শাণ্ডিল্যেচ—বেদ বেদান্ত সচ্ছাস্ত্রে বিজ্ঞায় ভগবদগতিং। স্থিত্বা নিজাশ্রমাচারে সাত্বিকে কর্ম্মণি স্থিতঃ" ইতি। আচার্য্য চরণা অপি "স্বধর্ম্মমনুতিষ্ঠেদ্বৈ ভার দ্বৈগুণ্য মন্যথা" ইতি।

এইবার সংক্ষেপে ভগবন্নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের মত উদ্ধৃত করিব।

শ্রীভগবন্নিম্বাদিত্যাচার্য্য মতানুবর্ত্তি কাশ্মীর কেশব ভট্টানু যায়ি সঙ্কর্ষণ শারণ বিরচিত শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্ম-সুরদ্রুমমঞ্জরী০ গ্রন্থে আচার্য্য করণ সম্বন্ধে এইরূপ বিধি আছে,—"অতঃ সাম্প্র-দায়িক এব বৈষ্ণব গুরুরাশ্রয়ণীয় ইত্যুক্তং৷ ভবতি। সাম্প্র-দায়িকোঽপি জ্ঞান সম্পন্ন এব গুরুরাশ্রয়ণীয়ঃ। সদগুরুমেবাভি গচ্ছেৎ সমিৎ পাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্ম নিষ্ঠমিতি শ্রুতেঃ।— —

— — — আচার্য্যো বেদ সম্পন্নো বিষ্ণুভক্তো বিমৎসরঃ। মন্ত্রজ্ঞো মন্ত্র ভক্তশ্চ সদা মন্ত্রাশ্রয়ঃ শুচিঃ॥ গুরুভক্তি সমাযুক্তো পুরাণজ্ঞো বিশেষতঃ। এবং লক্ষণ সম্পন্নো গুরুরিত্যভিধীয়তে॥ বেদাধিকার হীন গুরু কথনই অঙ্গীকার্য্য নহে উদ্ধৃত নিবন্ধাংশে ইহা সুব্যক্ত।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য সম্প্রাদায়ানুগত শ্রীশ্রীহরিভক্তি বিলাসের মত উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন। তন্মতেও বেদাধিকার হীন বর্ণের আচার্য্য পদবী লাভে অধিকার নাই।*

শ্রীমন্মহাভাষ্য রঘুনাথাচার্য্য-শিষ্য বেদগর্ভানন্ত পদ্মনাভ কৃত মধ্ব সিদ্ধান্ত সার পদার্থ সংগ্রহ ব্যাখ্যান গ্রন্থেও ব্রাহ্মণেতর বর্ণের আচার্য্য পদবী লাভ নিষিদ্ধ হইয়াছে।

"ন চ চক্রবর্ত্তিনাং মনুষ্যোত্তমত্বাৎ ত এব তেষাং নিয়ন্ত ইতি বাচ্যম্। তেষামধ্যাপনস্য নিষিদ্ধত্বেন গুরুত্বাসম্ভবাৎ" ক্ষত্রিয়ের সম্বন্ধেই যখন এই, তখন নিকৃষ্ট বর্ণের ত কথাই নাই। স্ব-স্ব বর্ণধর্ম্ম পালন ও তদ্বিরুদ্ধ কর্ম্ম ত্যাগ হরিভক্তেরও অবশ্য কর্ত্তব্য। এতদ্বিষয়ে গ্রন্থকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন নিষিদ্ধেতি তদুক্তং ছান্দোগ্য ভাষ্যে—"নিষিদ্ধ কর্ম্মণাং ত্যাগঃ স্ব ধর্ম্মস্য কৃতি স্তথা। সর্ব্বদৈ বা প্রমত্তশ্চ পশ্যেদ্দেবং হরিং পরমিতি। চতুর্থ তাৎপর্য্যেঽপি—যথাবৎ কর্ম্ম কর্ত্তুস্ত জ্ঞান সাহায্য কারণম্। অন্যথা কর্ম্মকর্ত্তুস্ত নিরয়ায় ভবিষ্যতীতি। ঐতরেয় ভাষ্যেঽপি—নিষিদ্ধ কর্ম্ম করণম্ বিহিতস্যচ বর্জ্জনম্। ত্যাগস্তৃতীয়োহি হরেশ্চাতুর্থোঽযোগ্য পূরুষে॥ উপদেশ ইত্যাদ্যুক্তা—তৃতীয়ান্নিরয় প্রাপ্তি শ্চতুর্থান্নদিবং ব্রজেৎ ইত্যাদ্যুক্তম্। গীতাতাৎপর্য্যেঽপি—ভক্ত্যাজ্ঞানান্নিষিদ্ধানাং ত্যাগা-

ন্নিত্যং হরিস্মৃতেঃ। অপরোক্ষ দর্শণং বিষ্ণো র্জায়তে নান্যথা ক্বচিদিতি। ঋদ্ভাষ্যেঽপি নিষিদ্ধ কার্য্য সংত্যাগো বিহিতস্য সদা ক্রিয়েতি। নিজাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বর্ণ সম্ভূত বেদাধিকারী গুরুই গ্রাহ্য তদ্বিষয়ে গ্রন্থকার বলিয়াছেন,—কে তে গুরব ইত্যত আহ স্বোত্তমা ইতি। তদুক্তং ভক্তিপাদীয়ানুব্যাখ্যানে গুরু ব্রহ্মাখিলানাঞ্চ বিদ্যাচৈব সরস্বতী। স্বোত্তমাস্ত ক্রমেণৈব সর্ব্বেষাং গুরবঃ স্মৃতাঃ ইতি। গ্রন্থকার অন্যত্র উদ্ধার করিয়াছেন,—

"গুণাধিকং গুরুং প্রাপ্য তদ্ধীনং নাপ্নুয়াৎ ক্বচিৎ। বিপর্য্যয়স্তু কর্ত্তব্যঃ সর্ব্বথা শুভমিচ্ছতা। ইতি। অন্যান্য বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের সহিত একবাক্যতা করিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে—দ্বিজাতির মধ্যেও ব্রাহ্মণ সদ্ভাবে ক্ষত্রিয় বৈশ্যের এবং ক্ষত্রিয় সদ্ভাবে বৈশ্যের গুরুত্বে অধিকার শাস্ত্র সিদ্ধ হইতে পারে না। এইরূপে দ্বিজাতির মধ্যেই গুরু নির্ব্বাচন করিতে হইবে। তন্মধ্যে উত্তম সদ্ভাবে অধমেরও গুরুত্বে অধিকার নাই। তবে উপদেষ্টৃ গুরুত্ব বিষয়ে এই নিয়মের ব্যভিচার হইতে পারে। তদুক্তং বৃহদ্ভাষ্যে নীচাদপ্যুত্তমং জ্ঞানং গৃহ্ণীয়ু র্লীলয়া ক্বচিৎ॥— — — — — — তদুক্তং নির্ণয়ে স্বাবরাণাং গুরুত্বন্তু ভবেৎ কারণতঃ ক্বচিৎ। মর্য্যাদার্থং তেঽপি পূজ্যা ন তু যদ্বৎ পরো গুরুঃ॥ এইরূপ গুরু অনেক করা যাইতে পারে কিন্তু উৎকৃষ্ট গুরু সদ্ভাবে এরূপ অবম গুরু পরিত্যাজ্য। তদুক্তমুপাসনা পাদীয়ানুব্যাখ্যানে—সমেবিকল্প-এবস্যাৎ পূর্ব্বানুজ্ঞাচ সর্ব্বথা। তদুত্তম গুরুপ্রাপ্তৌ পূর্ব্বানুজ্ঞান্ মৃগ্যতে॥ সূত্র ভাষ্যেচ — — — — — সমগ্রানুগ্রহং চেৎ পশ্চাত্ত্বন করোতি স্বয়মেব তদা বিকল্পঃ স্যাৎ—পূর্ব্বস্মাদুত্তমোলব্ধঃ স্বয়-

মেব গুরুর্যদি। গৃহ্নীয়াদবিচারেণ বিকল্পঃ সময়ো ভবেৎ॥ সমগ্রানুগ্রহাভাবাৎ সত্যকামঃ স্বকং গুরুং। ঋষভানুজ্ঞয়াচৈব প্রাপ তস্মাদ্বিযুজ্যতে॥ সমগ্রানুগ্রহং কশ্চিৎ স্বয়মেব সমো যদি। কুর্য্যাৎ পুনশ্চ গৃহ্নীয়াদবিরোধেন কামতঃ॥ ন চৈবং পূর্ব্ব প্রাপ্ত গুরু পরিত্যাগ দোষঃ স্যাদিতি বাচ্যম্। উত্তম গুরু প্রাপ্তি পক্ষে দোষ স্যৈবাভাবাৎ। তদুক্তং ন্যায় বিবরণে নচোত্তম গুরু স্বীকারার্থত্বেন প্রাপ্ত সংত্যাগ নিমিত্ত দোষঃ। তত্র দোষ সত্বে মানাভাবাদিতি। টীকায়ামপি দোষ বচনং বৃথা গুর্ব্বন্তর স্বীকার বিষয়ম্ অধম গুরু স্বীকার বিষয়ঞ্চেতি। তত্র সারেঽপি তস্মাদুত্তম আচার্য্যে লব্ধে নাতো বমং ব্রজেৎ। একস্য শিষ্যতাং প্রাপ্য তদাজ্ঞাং ন বিনা সমং। অবরংবা ব্রজেদুচ্চ গুরুশ্চেন্নবিদুষ্যতীতি। পাপাচারী গুরুরও পরিত্যাগ বিহিত হইয়াছে। বর্জ্যা গুরুব উক্তাঃ যথা— — — — বীরমিত্রোদয়ধৃত কল্পচিন্তামণৌ — — — সংস্কার রহিতো মূর্খো বেদশাস্ত্র বিবর্জ্জিতঃ। শ্রৌত-স্মার্ত্ত ক্রিয়া শূন্য ধর্ম্মহীন উপশ্রুতঃ॥— —ইত্যাদ্যৈর্ব্বহু ভির্দোষৈ রাগমোক্তৈশ্চ যত্নতঃ। বর্জ্জনীয়ো গুরুঃ প্রাজ্ঞৈ দীক্ষাসু — — — —। তর্হি গুরোঃ স্বোত্তমাপরাধে কিংকর্ত্তব্যমিতি চেদুচ্যতে। যথাশক্তি বোধনীয়ত্রব। অন্যথা পরিত্যাজ্যঃ। মহাত্মাতু ন ত্যাজ্যঃ। তদুক্তং গীতাতাৎপর্য্যে— তদুত্তম বিরোদ্ধারঃ সন্ত্যাজ্যা গুরবোঽপি তু। যথা শক্ত্যাক্ষু শাস্যৈব কালতোঽপিনচেচ্ছুভাঃ। বিষ্ণোপরম ভক্তস্তু ন ত্যাজ্যঃ শাস্যঃএবচ॥ — — — — — যে স্থলে গুরুত্ব সিদ্ধ ছিল সে স্থলেও যখন উত্তমাপরাধে পরিত্যাগ বিহিত তখন যেখানে গুরুত্ব সিদ্ধই নাই সে স্থলে ত কথাই নাই। সে স্থলে

পরিত্যাগ কৈমুতিক ন্যায়েতেই ব্যবস্থিত হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য।

শ্রীপাট বাঘ্নাপাড়া নিবাসি গোস্বামি প্রভু প্রভৃতি, প্রদত্ত ব্যবস্থা এই,—

১। যথোক্ত লক্ষণান্বিত ব্রাহ্মণ গুরৌ বিদ্যমানে সদাচার পরায়ণাদপি শূদ্রাদি বর্ণ সকাশান্মন্ত্র গ্রহণং ন কর্ত্তব্য মিতি বিদুষাং পরামর্শঃ,—

তত্র প্রমাণানি মহাভাগবত শ্রেষ্ঠো ব্রাহ্মণো বৈ গুরুর্নৃণা-মিতি শ্রীহরিভক্তি বিলাসধৃত পুরাণ বচনাৎ। ব্রাহ্মণঃ সর্ব্ব-কালজ্ঞঃ কুর্য্যাৎ সর্ব্বেষ্বনুগ্রহং। তদভাবাদ্দ্বিজ শ্রেষ্ঠঃ শান্তাত্মা ভগবন্ময় ইতি পঞ্চরাত্র বচনাচ্চ। সর্ব্বেষু বর্ণেষু অনুগ্রহং মন্ত্র প্রদানাদিকং। তদভাবাচ্চ ক্ষত্রিয়ঃ ক্ষত্রাদীনামনুগ্রহে ক্ষম ইতি শ্রীহরিভক্তি বিলাস টীকায়াং শ্রীমৎসনাতন গোস্বামি প্রভু পাদেনোক্তঃ-বর্ণোত্তমেঽথচ গুরৌ সতি বা বিশ্রুতেঽপিচ। স্বদেশতোঽথবান্যত্র নেদং কার্য্যং শুভার্থিনা ইত্যাদি শ্রীমদ্ধরি ভক্তি বিলাস ধৃত বহূনি প্রমাণানি সন্তি তত্র সুধীভিরনু-সন্ধেয়ম্।

২। অজানতো যথেচ্ছচার্য্যুৎপথগামিনো গুরোঃ সন্নিধানাদ্গৃহীত মন্ত্র জনেন তং মন্ত্রং গুরুঞ্চ বিহায় যথাবিধি সদ্গুরুতো মন্ত্র গ্রহণং কর্ত্তব্যমিতি ভক্তিশাস্ত্র বিদাং মতম্—তত্র প্রমাণানি যথা, গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ। উৎপথ প্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥ ইতি বৈষ্ণব স্মৃতিধৃত মহাভারত বচনাৎ। গৃহীত মন্ত্র স্ত্যক্তব্যো গুরুশ্চেদ্দোষ সংযুতঃ। মহাপাতক যুক্তোবা গুরুশ্চেদ্দেব নিন্দকঃ। ত্যক্ত্বা পূর্ব্বং প্রযত্নেন পুনর্গ্রাহ্যো যথাবিধি। অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ। পুনশ্চ বিধিনা সম্যক্ গ্রাহয়েদ্বৈষ্ণবাদ্গুরোঃ॥ ইত্যাদি দীক্ষাপ্রশেখরধৃতাৎ ভক্তিসন্দর্ভধৃতাচ্চ বচনাৎ।

৩। শ্রীভগবৎ প্রেমানন্দ লাভো ভবিষ্যতীতি প্রলোভনেন পরদারা গ্রহণ পূর্ব্বকং ভক্তিশাস্ত্র-শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বিরুদ্ধং শ্রীমদ্ভগবদ্রাসাদি লীলানুকরণং নরক জনক মতঃ সর্ব্বথা নিষিদ্ধমিতি—অত্র প্রমাণং নৈতৎসমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বর। বিনশ্যত্যাচরন্ মৌঢ্যাদযথা রুদ্রোঽব্ধিজং বিষমিতি রাস পঞ্চাধ্যায় বচনাৎ। বর্ত্তিতব্যং শমিচ্ছদ্ভি ভক্তবন্নতু কৃষ্ণবদিতি শ্রীমদুজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে শ্রীমদ্রূপ গোস্বামি প্রভুপাদ বাক্যঞ্চ।

৪। শ্রুতি-স্মৃতি সম্মত সদাচারাদি বহির্ভূতাধুনিক সাহজিয়াদ্যুপধর্ম্ম সাধনং গৌড়ীয় সবৈষ্ণব সম্প্রদায় বিরুদ্ধম্ পাপজনকঞ্চেতি—অত্র প্রমাণং যথা—শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণাদি

পঞ্চরাত্র বিধিং বিনা। ঐকান্তিকী হরের্ভক্তি রুৎপাতায়ৈব কল্পতে। ইতি শ্রীহরিভক্তি-রসামৃত সিন্ধুধৃত ব্রহ্ম যামল বচনাৎ। যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ। ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিমিতি শ্রীভগবদ্গীতা বচনাচ্চ।

৫। যথা শাস্ত্রোক্ত লক্ষণান্বিত ভগবদ্ভক্ত সচ্ছূদ্রাদীনাং শ্রীশালগ্রামশিলার্চ্চনে অধিকারোঽস্তীতি শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে বয়ং পশ্যামঃ। কিন্তু ত্রিকালজ্ঞো ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবঃ স্বপ্রিয় ভক্ত শ্রীমদ্রঘুনাথ দাস গোস্বামিনে ব্যাজেন শ্রীশালগ্রাম শিলার্চ্চনে অধিকারমদত্ত্বা শ্রীগোবর্দ্ধন শিলাং গুঞ্জামালাঞ্চ পূজনার্থমদদাৎদিতি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে শ্রীকৃষ্ণ দাসেন যল্লিখিতং তদভিপ্রায়ং তৎ সুধীভির্ব্বিবেচ্যম্।

৬। ব্রাহ্মণাতিরিক্ত জাতিভিঃ সদাচার বিশিষ্টৈরপি পক্কমন্ন ব্যঞ্জনাদিকং শ্রীভগবন্নিবেদিতমপি ব্রাহ্মণৈর্ন ভোক্তব্যমিতি শাস্ত্র-সদাচার বিরুদ্ধাদিতি ব্যবস্থা—অত্র প্রমাণং যথা—রাজান্নং হরতে তেজঃ শূদ্রান্নং ব্রহ্ম বর্চ্চসং ইতি প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্বধৃত যম বচনাৎ।

৭। শ্রীপট্টবাঘনাপল্লী (বাঘ্‌নাপাড়া) বিরাজিত শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবলদেব শ্রীকৃষ্ণয়োর্দ্বার পণ্ডিতানাং সম্মতা ব্যবস্থা পত্রিকেয়ং—শ্রীরামতারণ বিদ্যারত্নাণাং। শ্রীমুকুন্দলাল কাব্যতীর্থাণাং। শ্রীবিপিনবিহারি বিদ্যারত্নাণাং। শ্রীশশধর কাব্যরত্নাণাঞ্চ। বৈঁচিভবনস্থানাং শ্রীনীলকান্ত গোস্বামি ভাগবত

চূড়ামণীনাং। শ্রীতুলসীদাস গোস্বামিনাং। শ্রীহরিদাস গোস্বামিনাঞ্চ। স্মৃতিরত্নোপাধিকানাং শ্রীচন্দ্রভূষণ গোস্বামিনাং। শ্রীরঘুনাথ গোস্বামিনাং। ভাগবত শিরোমণ্যুপাধিকানাং শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামিনাং। শিরোমণ্যুপাধিকানাং শ্রীপ্রবোধানন্দ গোস্বামিনাং। শ্রীবলাইচাঁদ গোস্বামিনাং। শ্রীগোবিন্দচন্দ্র গোস্বামিনাং। দর্শনচঞ্চূপাধিকানাং শ্রীসুরেন্দ্রনাথ শর্ম্মণাং। ভাগবতানন্দোপাধিকানাং শ্রীনন্দলাল গোস্বামিনাং। শ্রীবলাইচাঁদ গোস্বামিনাং শ্রীশচীনন্দন গোস্বামিনাং। কবিচঞ্চূপাধিকানাং শ্রীগোপালচন্দ্র গোস্বামিনাং। শ্রীশ্যামলাল গোস্বামিনাং। শ্রীরাধাচরণ গোস্বামিনাং। শ্রীযুগলকৃষ্ণ গোস্বামিনাং। তর্কবাগীশোপাধিকানাং শ্রীমহেন্দ্রনাথ গোস্বামিনাং। ভাররত্নোপাধিকানাং শ্রীতিনকড়ি গোস্বামিনাং। শ্রীহরিপদ গোস্বামিনাং। শ্রীদানহরি গোস্বামিনাং। শ্রীকালীয়দমন গোস্বামিনাং। ভক্তিরত্নোপাধিকানাং শ্রীরামকৃষ্ণ শর্ম্মগোস্বামিনাং। শ্রীক্ষেত্রনাথ শর্ম্মণাং। শ্রীগোপালচন্দ্র গোস্বামিনাং। শ্রীজীবনকৃষ্ণ শর্ম্মণাং। ভাগবত ভূষণোপাধিকাং শ্রীললিতারঞ্জন গোস্বামিনাং। শ্রীললিতমোহন গোস্বামিনাং। শ্রীউত্তঙ্কলাল শর্ম্মণাং। শ্রীমৃগাঙ্কলাল শর্ম্মণাং। শ্রীযতীন্দ্রলাল শর্ম্মণাং। শ্রীকানাই লাল গোস্বামিনাং। শ্রীহরিমোহন শর্ম্মণাং। শ্রীপ্রিয়লাল শর্ম্মণাং। শ্রীহরিদাস শর্ম্মণাং। শ্রীকৃষ্ণকিশোর গোস্বামিনাং। শ্রীহরিমোহন শর্ম্মণাং। শ্রীব্রজনাথ শর্ম্মণাং। শ্রীনিত্যানন্দ গোস্বামিনাং। আচার্য্যশিরোমণি শ্রীগোপাল চন্দ্র গোস্বামিনাং। শ্রীবৃন্দাবন চন্দ্র গোস্বামিনাং।

(সংস্কৃত-কলেজ)

কলিকাতা রাজকীয় সংস্কৃত-বিদ্যালয়াধ্যাপকানাং

ব্যবস্থা পত্রম্।

স্বদেশে দেশান্তরে বা ব্রাহ্মণ গুরু সম্ভবে ব্রাহ্মণেতর বর্ণ সকাশান্মন্ত্র দীক্ষা গ্রহণং ন কর্ত্তব্যং। শূদ্রস্য মন্ত্র দীক্ষা দানে নাধিকারঃ, অজ্ঞানতঃ শূদ্র সকাশান্মন্ত্র দীক্ষা গ্রহণে গ্রহীতা তদ্গুরু ত্যাগ পূর্ব্বকং প্রায়শ্চিত্তং কর্ত্তব্যং, গৃহীত বৈষ্ণব দীক্ষানামপি বর্ণাশ্রমাচারাতিক্রমে সুমহানপরাধশ্চেতি বিদুষাং পরামর্শঃ।

অত্র প্রমাণানি যথা,—

১। — গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ—
— শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠমিতি শ্রুতৌ।

২। তস্মাদ্গুরু প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসু শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরেচ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥
ইতি শ্রীভাগবতে—

৩। আচার্য্যো বেদ সম্পন্নো বিষ্ণুভক্তো বিমৎসরঃ।
যোগজ্ঞো যোগ নিষ্ঠশ্চ সদা যোগাত্মকঃ শুচিঃ॥

গুরুভক্তি সমাযুক্তঃ পুরুষজ্ঞো বিশেষতঃ।
এবং লক্ষণ সম্পন্নো গুরুরিত্যভিধীয়তে॥

ইতি অদ্বয় তারকোপনিষদি—

৪। উদ্ধর্ত্তুং চৈব সংহর্ত্তুং সমর্থো ব্রাহ্মণোত্তমঃ।
তপস্বী সত্যবাদীচ গৃহস্থো গুরুরুচ্যতে॥

ইতি আগম সংহিতায়াম্—

৫। ব্রাহ্মণো বীতরাগশ্চ ক্রোধলোভ বিবর্জ্জিতঃ।
সদ্বৃত্তোপাসিতা চৈব মুমুক্ষুঃ পরমার্থ বিৎ।
এবমাদিগুণোপেত আচার্য্যঃ স উদাহৃতঃ॥

ইতি পাদ্মোত্তরে—

৬। অধীয়ীরং স্ত্রয়োবর্ণাঃ সকর্ম্মস্থা দ্বিজাতয়ঃ।
প্রব্রূয়া দ্ব্রাহ্মণ স্তেষাং নেতরাবিতি নিশ্চয়ঃ॥

ইতি মানবে ধর্ম্মশাস্ত্রে—

৭। বিদ্যাব্রাহ্মণমেত্যাহ সেবধি স্তেঽস্মি রক্ষমাম্।

(ইতি মানবে)

৮। •বিদ্যাহবৈ ব্রাহ্মণ মাজগাম। গোপায় মাং সেবধি•
স্তেঽহমস্মি। ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্ম শাস্ত্রে বাশিষ্টেচ—

৯। ব্রাহ্মণঃ সর্ব্বকালজ্ঞঃ কুর্য্যাৎ সর্ব্বেষ্বনুগ্রহং।
তদভাবাদ্দ্বিজ শ্রেষ্ঠ শান্তাত্মা ভগবন্ময়ঃ॥

বর্ণোত্তমেঽথচ গুরৌ সতি বা বিশ্রুতেঽপিচ।
স্বদেশতোঽথবান্যত্র নেদং কার্য্যং শুভার্থিনা॥
ইতি শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে—

১০। প্রপিৎসু ব্র্হ্ম নিরতং প্রাজ্ঞং হিত পরং শুচিং।
প্রশান্তং নিয়তং বৃত্তৌ ভজেদ্দ্বিজবরং গুরুম্॥
ইতি ভরদ্বাজ সংহিতায়াং ন্যাসোপদেশে—

১১। প্রত্যুত বা এতদ্মশানং যচ্ছূদ্র স্তস্মাচ্ছূদ্র সমীপে নাধ্যেতব্যমিতি। শ্রুতৌ—

১২। স্ত্রিয়ঃ শূদ্রাদয়শ্চাপি বোধয়েয়ু হিঁতাহিতম্।
যথার্হং মাননীয়াশ্চ নার্হন্ত্যাচার্য্যতাং ক্বচিৎ॥
ইতি ভরদ্বাজ সংহিতা ন্যাসোপদেশে—

১৩। সংস্কার বহিতো মূর্খো বেদশাস্ত্র বিবর্জ্জিতঃ।
বর্জ্জনীয়ো গুরুঃ প্রাজ্ঞৈ দীক্ষাসু স্থাপনাদিষু॥
ইতি কল্পচিন্তা মণৌ—

১৪। অতোহি মনুজং লুব্ধং দুষ্টং শিষ্যোহি সংত্যজেৎ।
সর্ব্বেষাং ভুবনে সত্যং জ্ঞানায় গুরুরেবহি॥
জ্ঞানান্মোক্ষমবাপ্নোতি তস্মাজ্‌জ্ঞানং পরাপরম্।
অতো যো জ্ঞানদানং হি ন ক্ষমেত্তং ত্যজেদ্‌গুরুম্॥
ইতি কামাখ্যা তন্ত্রে—

১৫। গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথ প্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥

ইতি ভারতে শান্তিপর্ব্বণি—

১৬। স্বধর্ম্মেণ যথা নৃণাং নারসিংহ প্রদীদতি।
নতুষ্যতি তথান্যেন কর্ম্মণা মধুসূদনঃ॥
যে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মস্থা স্তে ভক্তাঃ কেশবং প্রতি।

ইতি চ হারীতে—

১৭। তস্মাচ্ছৃণুস্ব ভূপাল সংসার ছেদমিচ্ছতা।
স্বকর্ম্মণোঽবিরোধেন ভক্তিঃ কার্য্যা জনার্দ্দনে:
যঃ কর্ম্মাণি পরিত্যজ্য ভক্তিমাত্রেণ জীবতি।
নতস্য তুষ্যতে বিষ্ণুরাচারাৎ পূজ্যতে যতঃ॥
তস্মাৎ কার্য্যা হরৌ ভক্তিঃ স্বধর্ম্মস্যাবিরোধিনী।
সদাচার বিহীনানাং ধর্ম্মার্থো ন সুখ প্রদৌ॥

ইতি বৃহন্নারদীয়ে—

বর্ণাশ্রমাচাররতা সর্ব্বপাপ বিমোচিতা।
নারায়ণ পরা সান্তি তদ্বিষ্ণো পরমং পদং॥
এবং গৃহী সদাচারং কুর্য্যাৎ প্রতি দিনং কুধীঃ।
যথাচার পরিত্যাগী প্রায়শ্চিত্তীয়তে ধ্রুবং॥

ইতিচবৃহন্নারদীয়ে—

বেদ প্রণিহিতো ধর্ম্মো বেদোনারায়ণঃ পরঃ।
তত্রাশ্রদ্ধা পরা যেতু তেষাং দূরতরো হরি ঃ॥
স্বাচারমনতিক্রম্য হরিভক্তি পরোহি যঃ।
সজাতি বিষ্ণু ভবনং যাত্ব পশ্যন্তি সূরয়ঃ॥
কুর্ব্বন্ বেদোদিতান্‌ধর্ম্মান্ মুনীন্দ্রস্বাশ্রমোচিতান্।

হরিধ্যান পরোযস্তু সযাতি পরমং পদম্॥
হরিভক্তি পরোবাপি হরিধ্যান পরোঽপিবা।
ভ্রষ্টোযঃ স্বাশ্রমাচারাৎ পতিতঃ সোঽভিধীয়তে॥
বর্ণাশ্রমাচারবতা ভগবদ্ভক্ত মানসাঃ।
কামাদি দোষ নির্ম্মুক্তা স্তে শান্তা লোক শিক্ষকাঃ॥

ইতি চাপি বৃহন্নারদীয়ে—

১৮। শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি পঞ্চরাত্র বিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তি রুৎপাতায়ৈব কল্পতে॥

ইতি ভক্তিরসামৃত সিন্ধৌ—

১৯। য আশু হৃদয় গ্রন্থিং নির্জ্জিহীর্ষুঃ পরাত্মনঃ।
বিধিনোপচারদ্দেবং তন্ত্রোক্তেন চ কেশবম্॥

ইতি শ্রীভাগবতে—

২০। বর্ণাশ্রমাচার বতা পুরুষেণ পর পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যত্তত্তোষ কারণম্॥

২১। বেদ বেদান্ত সচ্ছাস্ত্রে বিজ্ঞায় ভগবদ্গতিম্।
স্থিত্বা নিজাশ্রমাচারে সাত্ত্বিকে কর্ম্মণি স্থিতঃ॥

ইতি শাণ্ডিল্যে—

১। আচার্য্যোপাধিক শ্রীঠাকুর প্রসাদ শর্ম্মণাম্
২। শ্রীলক্ষ্মণ শাস্ত্রী সন্মন্নুতেঽমুমর্থম্
৩। মহামহোপাধ্যায় শ্রীগুরুচরণ শর্ম্মণাম্
৪। মহামহোপাধ্যায় শ্রীকামাখ্যানাথ তর্কবাগীশাণাম্

১। ২। অধ্যাপক মহোদয় দ্বয় দ্রাবিড়দেশীয় খ্যাতনামা পণ্ডিত।
৩। অধ্যাপক মহাশয় পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান পণ্ডিত।
৪। অধ্যাপক মহাশয় সংস্কৃত কলেজের ন্যায়াদিশাস্ত্রাধ্যাপক।

৫। তর্কভূষণোপাধিক শ্রীপ্রমথনাথ দেবশর্ম্মণাম্

৬। মহামহোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণোপাধিক—

শ্রীসতীশচন্দ্র শর্ম্মণাম্।

ব্যবস্থার মর্ম্মার্থ। স্বদেশে বা দেশান্তরে ব্রাহ্মণগুরু বিদ্যমানে ব্রাহ্মণেতর শূদ্রাদি সন্নিধানে দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ অকর্ত্তব্য। শূদ্রের দীক্ষামন্ত্র প্রদানে অধিকার নাই। অজ্ঞান প্রযুক্ত শূদ্রের নিকট দীক্ষা গ্রহণকারীর মন্ত্র ত্যাগ পূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্ত করণানন্তর পুনর্ব্বার শাস্ত্রোক্ত লক্ষণান্বিত গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবে। শ্রীবিষ্ণু মন্ত্র দীক্ষা গ্রহণকারী ব্যক্তির বর্ণাশ্রমাচারাদি পরিত্যাগে বিশেষ অপরাধ হয়। ইহাই পণ্ডিত বর্গের পরামর্শ।

ঢাকা, বিক্রমপুর, নবদ্বীপ, বিল্বপুষ্করিণী, মহাতা প্রভৃতি স্থান সমূহের প্রধান২ অধ্যাপক ও গোস্বামিপ্রভুদিগের ও কলিকাতাস্থ প্রধান২ অধ্যাপকগণের এবং খড়দহ নিবাসী গোস্বামিপ্রভুপাদ সকলের ব্যবস্থা পত্র এই,—

১। ব্রাহ্মণ গুরু সম্ভবে সদাচারপরায়ণাদপিতদিতর জাতি সকাশান্মন্ত্রগ্রহণং ন কর্ত্তব্য মিতি॥

ব্রাহ্মণঃ সর্ব্বকালজ্ঞঃ কুর্য্যাৎ সর্ব্বেষ্বনুগ্রহং। তদ্ভাবাদ্দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ শান্তাত্মা ভগবন্ময় ইতি নারদ পঞ্চরাত্র বচনাৎ সর্ব্বেষু বর্ণেষু অনুগ্রহং মন্ত্র প্রদানাদিকং। তদভাবাচ্চ ক্ষত্রিয়ঃ ক্ষত্রা-

৫। ভট্টপল্লীর প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও ঐ কলেজের স্মৃত্যাদি শাস্ত্রাধ্যাপক।

৬। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ (প্রিন্সিপল) আছেন।

দীনামন্ত্রগ্রহে ক্ষম ইতি শ্রীহরিভক্তি-বিলাস টীকায়াং শ্রীসনাতন গোস্বামি ব্যাখ্যানাৎ॥ বর্ণোত্তমেঽথচ গুরৌ সতিবা বিশ্রুতেঽপিচ। স্বদেশতোঽথবাহন্যত্র নেদংকার্য্যং শুভার্থিনা। ইতি শ্রীহরিভক্তি-বিলাসধৃত বচনান্তরাচ্চ।

২। অজ্ঞানতো যথেচ্ছাচার্য্যুৎপথ গামিনো গুরোঃ সকাশাদ্‌গৃহীত মন্ত্র জনেন তং মন্ত্রং গুরুঞ্চ ত্যক্ত্বা যথাবিধি সদ্‌গুরুতো মন্ত্র গ্রহণং কর্ত্তব্যমিতি॥

গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ। উৎপথ প্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে ইতি দীক্ষাতত্ত্বধৃত মহাভারত বচনাৎ গৃহীত মন্ত্র স্ত্যক্তব্যো গুরুশ্চেদ্দোষ সংযুতঃ। মহাপাতক যুক্তোবা গুরুশ্চেদ্দেব নিন্দকঃ॥ ত্যক্ত্বা পূর্ব্বং প্রযত্নেন পুন র্গ্রাহ্যং যথাবিধি ইত্যাদি হরতত্ত্ব দীধীতি ধৃত দীক্ষা শেখরীয় বচনাচ্চ॥

৩। ধর্ম্ম প্রলোভনেন পরপত্নী গ্রহণ পূর্ব্বকং শাস্ত্র বিরুদ্ধ শ্রীভগবদ্রাসাদি লীলানুকরণং নরক জনক মতঃ সর্ব্বথা নিষিদ্ধমিতি।

নৈতৎ সমাচরেদ্‌যাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ। বিনশ্যত্যাচরণ্‌ মৌঢ্যাদ্‌যথাঽরুদ্রোঽব্ধিজং বিষমিতি শ্রীভাগবত বচনাৎ। বর্ত্তিতব্যংশমিচ্ছদ্ভির্ভক্তবন্নতু কৃষ্ণবদিতি। উজ্জ্বলনীলমণীয়ে গোস্বামিপাদ বচনাচ্চ॥

৪। শ্রুত্যাদি শাস্ত্র বিরুদ্ধাধুনিক সাহজিয়াদ্যুপধর্ম্ম সাধনং গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সং সম্প্রদায় বহিভূর্তমিতি॥

শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি পঞ্চরাত্র বিধিং বিনা। ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে ইতি শ্রীহরিভক্তি রসামৃত সিন্ধু-

ধৃত ব্রহ্ম জামল বচনাৎ॥ যঃ শাস্ত্র বিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কাম চারতঃ। ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিমিতি গীতাবচনাচ্চ॥

৫। ব্রাহ্মণেতর জাতিভিঃ সদাচার পরায়ণৈরপি পক্কমন্নং ভগবন্নিবেদিতঞ্চ ব্রাহ্মণৈর্ন ভোক্তব্যমিতি শাস্ত্র সদাচার বিরোধাদিতি চ ব্যবস্থা॥

রাজান্নং হরতে তেজঃ শূদ্রান্নং ব্রহ্ম বর্চ্চসং। ইতি প্রায়শ্চিত্ত বিবেকধৃত যমবচনাৎ কেশকীটাবপন্নঞ্চ স্ত্রীভিঃ স্পৃষ্টং তথৈবচ। শ্বোদক্যা শূদ্রসংস্পৃষ্টং পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি॥ ইত্যাদি প্রায়শ্চিত্ত বিবেক প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্বধৃত জাবাল বচনাৎ স্ত্রী শূদ্রা পঞ্চগব্যেন তন্মাত্র পানেন ব্রতন্নাপত্বাৎ তেনতৎ পীতোপবাসাৎ তদশক্তৌ অষ্টোপণাদেয়া ইতি স্মার্ত্ত ব্যাখ্যানাচ্চ॥

বিক্রমপুর বাসিনাং শ্রীহেরম্বনাথ ন্যায়রত্নানাং। শ্রীকৈলাস চন্দ্র বিদ্যাভূষণনাং শ্রীকালীকিশোর স্মৃতিরত্নানাং (ক)। শ্রীদেবীদাস চূড়ামণীণাং। শ্রীঅম্বিকানাথ বিদ্যাভূষণানাং। শ্রীপ্রসন্ন কুমার বিদ্যারত্নাণানাং। শ্রীকেদারনাথ পদরত্নানাং। শ্রীনীলকান্ত তর্ক রত্নানাং। শ্রীদেবীপ্রসাদ তর্কভূষণানাং। শ্রীঅন্নদাচরণ কাব্য সাগরানাং। শ্রীগগনচন্দ্র বিদ্যাভূষণানাং। শ্রীহরকান্ত স্মৃতিরত্নানাং। শ্রীঅপর্ণিকুমার বিদ্যারত্নানাং। শ্রীগঙ্গাচরণ বিদ্যালঙ্কারাণাম্। শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যারত্নানাং। শ্রীরোহিণীকান্ত বিদ্যাভূষণানাং। শ্রীসীতানাথ তর্কবাগীশানাং। শ্রীভবানীচরণ বিদ্যারত্নানাং। শ্রীচণ্ডীচরণ ঘটক ন্যায়রত্নানাং। শ্রীজগদ্বন্ধু বিদ্যাভূষণনাং।

(ক) ইনি বিক্রমপুরের প্রধান স্মার্ত্ত

নোয়াখালী নিবাসী সর্ব্ববিদ্যাবংশোদ্ভব শ্রীশ্রীনাথ বিদ্যাভূষণানাং। ঢাকা সারস্বত সমাজ-সভাপতি শ্রীশশিভূষণ স্মৃতিরত্নানাং। বর্দ্ধমান মহাতা নিবাসিনাং শ্রীহরিপদ গোস্বামিনাং। সম্মতিরত্র শ্রীনবদ্বীপ বাস্তব্যানাং সিদ্ধান্তরত্নোপাধিক নিত্যানন্দ বংশোদ্ভব শ্রীপ্রাণগোপাল শর্ম্মণাং। ৺বারাণসী নিবাসি শ্রীবাণীদাস দেব-শর্ম্মণাং। বিল্বপুষ্করিণী নিবাসিনাং শ্রীকৈলাসচন্দ্র ভট্টাচার্য্যানাং। শ্রীজীবনকৃষ্ণ কাব্যতীর্থানাং। শাতগেছিয়া নিবাসিনাং শ্রীশরচ্চন্দ্র কাব্যতীর্থানাং। বিক্রমপুর নিবাসিনাং শ্রীদ্বারকানাথ গোস্বা-মিনাং। শ্রীকৃষ্ণনাথ গোস্বামিনাং। শ্রীরমণীমোহন গোস্বামিনাং। শ্রীমনোমোহন গোস্বামিনাং। শ্রীবিনোদলাল গোস্বামিনাং। শ্রীনবীন চন্দ্র গোস্বামি বিদ্যারত্নানাং। শ্রীরমণীমোহন গোস্বামি স্মৃতিরত্নানাং। শ্রীনলিনীমোহন গোস্বামিনাং। শ্রীহরেন্দ্রলাল গোস্বামি সাংখ্যরত্নানাং। কলিকাতা নিবাসিনাং শ্রীচণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ শর্ম্মণাং (খ)। স্মৃতিভূষণোপাধিক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ শর্ম্মণাং। শ্রীনবচন্দ্র শর্ম্মশিরোমণীনাং। শ্রীঅন্নদাচরণ বিদ্যারত্নানাং। শ্রীবামাচরণ চূড়ামণীনাং। শ্রীসিদ্ধেশ্বর ভাগবত ভূষণানাং। শ্রীযদুনাথ শিরোমণীনাং। শ্রীমাখনলাল ভট্টাচার্য্যানাং। শ্রীপাঁচ-কড়ি শর্ম্মণাং। শ্রীবিজ্ঞান রঞ্জন ভাগবতাচার্য্যানাং। শ্রীহরিহর বিদ্যাভূষণনাং। স্মৃতিভূষণোপাধিক শ্রীরজনীকান্ত দেবশর্ম্মণাং। শ্রীগঙ্গাধর শিরোমণীনাং। কাব্যরত্নোপাধিকানাং শ্রীরামপদ দেব-শর্ম্মণাং। শ্রীনরেন্দ্রনাথ স্মৃতিরত্নানাং। শ্রীগঙ্গাধর চূড়ামণীনাং। শ্রীদুর্গাচরণ স্মৃতিতীর্থানাং। শ্রীপ্রসন্নকুমার স্মৃতিতীর্থানাং।

(খ) ইনি কলিকাতার প্রধান স্মার্ত্ত।

শ্রীলক্ষ্মীচন্দ্র শিরোমণীনাং। শ্রীনকুলেশ্বর বিদ্যারত্নানাং। শ্রীভূতনাথ স্মৃতিকণ্ঠ শর্ম্মণাং। শ্রীসীতানাথ শর্ম্মণাং। তর্কসিদ্ধান্তোপাধিক শ্রীমাধবচন্দ্র দেবশর্ম্মণাং। বিদ্যানিধ্যুপাধিক শ্রীসর্ব্বেশ্বর শর্ম্মণাং। শ্রীঅম্বিকাচরণ বিদ্যারত্নানাং। স্মৃতিরত্নোপাধিক শ্রীকালীকমল শর্ম্মণাং। শ্রীনৃত্যলাল দেবশর্ম্মণাং। শ্রীপদ্মলোচন চূড়ামণীনাং। ব্যাকরণতীর্থোপনাম শ্রীবাণীনাথ দেবশর্ম্মণাং। স্মৃতিতীর্থোপাধিক শ্রীউপেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মণাং। বিদ্যারত্নোপাধিক শ্রীক্ষেত্রমোহন দেবশর্ম্মণাং। তর্কতীর্থোপাধিক শ্রীআশুতোষ শর্ম্মণাং। শ্রীউমাচরণ শর্ম্মণাং। স্মৃতিতীর্থোপাধিক শ্রীসতীশচন্দ্র দেবশর্ম্মণাং। শ্রীকৃষ্ণমোহন শর্ম্ম ন্যায়ালঙ্কারস্য। শ্রীনিবারণচন্দ্র বিদ্যারত্নস্য। শ্রীনীলমণি বিদ্যালঙ্কারস্য। শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্যস্য। শ্রীরজনীকান্ত শর্ম্মণাং। শ্রীবিশ্বেশ্বর ভাগবতাচার্য্যস্য। শ্রীরামকৃষ্ণ তর্করত্নস্য। শ্রীগোপালচন্দ্র বিদ্যারত্নস্য। শ্রীকেদারনাথ বেদজ্ঞ জ্যোতিভূষণস্য। স্মৃতিরত্নোপাধিক শ্রীরামচন্দ্র দেবশর্ম্মণাং। শ্রীগোপালচন্দ্র বিদ্যালঙ্কারস্য। স্মৃতিরত্নোপাধিক শ্রীআশুতোষ শর্ম্মণাং। জ্যোতির্ভূষণোপাধিক শ্রীরামেন্দ্রনাথ শর্ম্মণাং। বিদ্যারত্নোপাধিক শ্রীনারায়ণ চন্দ্র শর্ম্মণাং। সম্মতিরত্ন জানকীনাথ ভাগবত ভূষণস্য। তর্করত্নোপাধিক শ্রীনরনারায়ণ শর্ম্মণাং। শ্রীমন্মথনাথ স্মৃতিরত্নস্য। বিদ্যারত্নোপাধিক শ্রীবরদাকান্ত শর্ম্মণাং। শ্রীলক্ষ্মীচন্দ্র শিরোমণীনাং। শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দেবশর্ম্মণাং। বিদ্যারত্নোপাধিক শ্রীকালীপ্রসাদ দেবশর্ম্মণাং। বিদ্যাভূষণোপাধিক শ্রীদীনদিনাথ শর্ম্মণাং। শ্রীরামলাল ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থস্য। শ্রীশিবচন্দ্র শিরোমণীনাং। শ্রীচন্দ্রকুমার বিদ্যানিধেঃ। গোস্বামিমালীপাড়া নিবাসিনঃ শ্রীবিজয়বিহারি গোস্বামিনঃ। শ্রীহরি-

শচন্দ্র গোস্বামিনঃ। শ্রীনৃত্যলাল গোস্বামিনঃ। শ্রীকেশবলাল গোস্বামিনঃ। শান্তিপুর নিবাসিনঃ রসার্ণবোপাধিক শ্রীচিত্তরঞ্জন গোস্বামিনঃ (গ)। শ্রীপাট-খড়দহ নিবাসিনঃ শ্রীবলাইচাঁদ গোস্বামিনঃ। শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামিনঃ। শ্রীক্ষীরোদবিহারি গোস্বামিনঃ। শ্রীপ্রতাপচন্দ্র গোস্বামিনঃ। শ্রীসত্যানন্দ গোস্বামিনঃ। শ্রীনিত্যানন্দ গোস্বামিনঃ। শ্রীহরিপদ গোস্বামিনঃ। শ্রীশুকদেব গোস্বামিনঃ। শ্রীহবেন্দ্রমোহন গোস্বামিনঃ। শ্রীপ্রাণবল্লভ গোস্বামিনঃ। শ্রীললিতমোহন গোস্বামিনঃ। শ্রীঅনন্তদেব গোস্বামিনঃ। শ্রীনিতাইচন্দ্র গোস্বামিনঃ। শ্রীপশুপতিনাথ গোস্বামিনঃ। শ্রীহরিপদ গোস্বামিনঃ। শ্রীমাতঙ্গীচরণ গোস্বামিনঃ। শ্রীনিকুঞ্জমোহন গোস্বামিনঃ। শ্রীকৃষ্ণমোহন গোস্বামিনঃ। শ্রীবিপিনবিহারি গোস্বামিনঃ। শ্রীপুলিনবিহারি গোস্বামিনঃ। শ্রীকিশোরীকিশোর গোস্বামিনঃ। শ্রীবটকৃষ্ণ গোস্বামিনঃ। শ্রীরাখালচন্দ্র গোস্বামিনঃ। শ্রীহরিচরণ গোস্বামিনঃ। শ্রীগোষ্ঠকিশোর গোস্বামিনঃ। শ্রীহরিকিশোর গোস্বামি শাস্ত্রিনঃ। শ্রীকেশবলাল গোস্বামিনঃ। শ্রীনবকৃষ্ণ গোস্বামিনঃ।

প্রতিবাদাভাস।

বঙ্গাব্দ ১৩১৮ সালের নবদ্বীপ-পঞ্জিকায় একটী আশ্চর্য্য প্রেরিত প্রবন্ধ প্রকাশ হইয়াছে। প্রবন্ধ লেখক যে উদ্দেশ্যে প্রবন্ধ লিখিতে চেষ্টা করিয়াছেন, সে চেষ্টা কিছুমাত্র সফল হয় নাই। বরং পণ্ডিত সমাজে হাস্যাস্পদ হইয়াছেন। তিনি

(গ) এই সমস্ত খড়দহ নিবাসি গোস্বামিপ্রভুগণ অধুনাতন কলিকাতা রাজধানীর স্থানে স্থানে বাস করিতেছেন।

শান্তি পর্ব্বের বচন দ্বারা বর্ত্তমান কালে ব্রাহ্মণাভাব দেখাইবার জন্যই বড়ই গবেষণ পূর্ব্বক বচন কয়েকটী উদ্ধৃত করিয়াছেন। "কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ" এই অকাট্য স্মৃতি মত তাঁহার জানা থাকিলে, কখনই ব্রাহ্মণদিগের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিতেন না। কলিতে যদি ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের অভাব হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণেতর জাতি এবং তত্তজ্জাতীয় ধর্ম্ম ত কলির প্রারম্ভেই একবারে বিলুপ্ত হইয়াছে; এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। পরন্তু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব ব্রাহ্মণ মহিমা বর্দ্ধনার্থ জরব্যাজে যে, বিপ্রপাদোদক পান করিয়া জ্বর নাশ করিয়াছিলেন, ইহা কবিকল্পিত মিথ্যাবাক্য অথবা চৈতন্যদেবের ভ্রম বা ব্রাহ্মণ পক্ষ-পাতিত্ব বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। তদ্ব্যতীত প্রবন্ধলেখকের পলাইবার অন্য কোন পথই নাই অর্থাৎ স্বমত সংস্থাপনের উপায় নাই। কলিতে ব্রাহ্মণ আছে কি না আছে, তৎপ্রমাণাদি "পূর্ব্বপক্ষ নিরসনে" ব্রাহ্মণ সম্মান প্রকরণটী সুস্থ-ভাবে পড়িয়া দেখিবেন। ব্রাহ্মণগণের উপর এত রাগ কেন? বোধ হয় এটী তাঁহার কোষ্ঠির ফল।

দ্বিতীয়তঃ তিনি ব্রাহ্মণেতর জাতির গুরুত্ব সংস্থাপন নিমিত্ত বহু অনুসন্ধানের দ্বারা বিশ্বামিত্র বেশ্যারপুত্র। বেদব্যাস ধীবর কন্যার পুত্র ইত্যাদি প্রমাণ যে ভাবে দেখাইয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় বর্ত্তমান কালে কাহাকেও আর নির্ব্বংশ রাখিবেন না। ভাল কথাই এখন দায়ভাগটী রাজ সন্নিধান হইতে মঞ্জুর (পাশ) করিয়া দেওয়াইলেই সব আপদ মিটিয়া যায়। নতুবা তাঁহার সংগৃহীত প্রমাণগুলি ব্যর্থ ও পরিশ্রম নিষ্ফল হইয়া যাইবে। প্রবন্ধ লেখকের চিন্তাশীলতাগুণ যথেষ্টই

দেখা যাইতেছে। দেবর্ষি নারদ প্রভৃতি ঋষিসমূহেরও ভ্রম শাস্ত্র মধ্যে স্বীকার আছে ; এই বাক্যের তাৎপর্য্যাভিপ্রায়টী লেখকের বুঝিয়া দেখা উচিত ছিল ? পর-পর হুঙ্কারে আমরাই বুঝাইয়া দিব।

তৃতীয়তঃ। তিনি শ্রীরামানুজ সম্প্রদায়ের গুরু প্রণালীর উল্লেখ করিয়া শঠকোপ প্রভৃতি আচার্য্যগণের শূদ্রত্বাদি প্রতিপন্ন করিবার জন্য মহাড়ম্বর করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় তাঁহার জানা নাই যে, শঠকোপাদির অবতারত্ব-অবধৌতত্বাদি সেই সম্প্রদায়ের নিবন্ধ সকলে উল্লেখ আছে। তবে আর তাঁহাদের শূদ্রত্বাদি সপ্রমাণ পূর্ব্বক স্বমত সংস্থাপন জন্য ব্যস্ত হওয়া কেন ? যত কেন চেষ্টা করা হউক না, যাহা হইবার নয় তাহা হইবে না। আমরা প্রবন্ধ লেখকের দর্শন শক্তিকে শত শত ধন্যবাদ দিই। তিনি আবার পূজ্যপাদ শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর মহাশয়ের কায়স্থ গুরু প্রতিপন্ন প্রয়াসে অনেকটা পরিশ্রম করিয়াছেন কিন্তু তিনি স্তবামৃত লহরীর যে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, সে প্রমাণটীতে দীক্ষা এই পদ না থাকায়, চক্রবর্ত্তী পাদের পরম পরাৎপর দীক্ষাগুরু যে শ্রীনরোত্তম দাস ছিলেন, এ কথা অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করা যায় না। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে তিন প্রভুর শাখা বর্ণনে যাঁহাদের নাম উল্লেখ আছে, তাহাদের মধ্যে কেহই প্রায় প্রভুত্রয়ের মন্ত্র শিষ্য ছিলেন না ; তথাপি তাঁহারা ঐ প্রভুত্রয়ের পরিবার মধ্যে গণনা হইয়া আসিতেছেন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সম্প্রদায় শাখাদিও শিষ্য মধ্যে গণনীয়। এ জন্য শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে শ্রীনরোত্তমের শাখা-পরিবার শিষ্য অনেকেই বলিয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে আমরা অধিক আর এখন বলিলাম না। আমরা গুরুপাদাশ্রয় প্রকরণে ঐ বিষয়ের শাস্ত্রীয় বিচার অনেকটা করিয়াছি। ভগবানের ইচ্ছা হইলে আবার বেশী বেশী করা যাইবে। সংশয়ের বিষয় এই যে, লেখক এখনও অসংখ্য অসংখ্য সদ্ব্রাহ্মণকে শূদ্রের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে দেখিতে-

ছেন এবং সেই সকল ব্রাহ্মণের সহিত বহুল সদ্ব্রাহ্মণের কন্যা আদান-প্রদান প্রভৃতি কার্য্য সকল চলিয়া আসিতেছে। লেখকের পরিণাম দর্শিতা গুণ কিছুই নাই, তাহা হইলে তিনি ঐরূপ বাক্য দ্বারা সদ্ব্রাহ্মণ মণ্ডলীকে কলঙ্কিত ও পাতিত্যাদি দোষ যুক্ত করিতে অগ্রসর হইতেন না। লেখক দেখান দেখি যে, শূদ্রাদির দীক্ষা শিষ্য কোন সদ্ব্রাহ্মণ সদ্ব্রাহ্মণ সমাজে চলিতেছে। তাহা কখনই হইতে পারে না। প্রকাশ্যভাবে শূদ্রাদির উচ্ছিষ্টভোজী সদ্ব্রাহ্মণ যে সদ্ব্রাহ্মণ সমাজে চলিবে, সদ্ব্রাহ্মণ সমাজে এরূপ যথেচ্ছাচারীত্বাদি দোষ এখন প্রবেশ করে নাই। সেই নিমিত্ত বলিতেছি, প্রবন্ধ লেখকের একটু পরিণাম চিন্তা করিয়া লেখা উচিত ছিল। কেবল হবে না কেন? হবে না কেন? অমুক করিয়াছে? অমুক করিয়াছে? বা কতকগুলি নিন্দাবাদ করিলেই শাস্ত্র-বাক্যে প্রতিবাদ হয় না। সপ্রমাণ খণ্ডন বাক্য দ্বারা পূর্ব্বমত খণ্ডণের নাম প্রতিবাদ। এ সম্বন্ধে আমরা পরপর হুঙ্কারে অনেক কথাই প্রকাশ করিব। এখন চরম বাক্য এই,—ঐ পত্রিকাস্থ প্রবন্ধটী একবারে সার বিহীন; পণ্ডিতগণের অগ্রাহ্য !!!

বিজ্ঞাপন।

শ্রীশ্রীধাম-বৃন্দাবনবাসী-নিখিল শাস্ত্রাচার্য্য পরমহংস পরিব্রাজক মান্যাস্পদ শ্রীযুক্ত রাধিকানাথ গোস্বামি প্রভু, মাড়গ্রাম নিবাসী-অশেষ শাস্ত্রাধ্যাপক-বাগ্‌দেবী-প্রিয়-কুলোৎপন্ন-মাননীয় শ্রীযুক্ত শ্রীগোপাল গোস্বামি প্রভু, বিক্রমপুরান্তর্গত তালতলা নিবাসী অখিল শাস্ত্রবিশারদ-সুরকুলরত্ন-মান্যবর শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র বিদ্যারত্ন গোস্বামি মহাশয় ও শ্রীশ্রীবৃন্দাবনবাসী-বৈষ্ণবচূড়ামণি-স্বচ্ছান্তভাব প্রেমাস্পদ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপদ দাস বাবাজী মহোদয় প্রভৃতি দ্বারা আমরা যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি এবং সকলেই আমাদিগকে উৎসাহান্বিত করিয়াছেন। এ জন্য আমরা ঐ সকল মহাত্মার নিকট চিরঋণী রহিলাম। পরিশেষে বিশেষ বক্তব্য এই যে, কলিকাতাস্থিত-স্মৃত্যাদি শাস্ত্র প্রবীণ-সুরবর-খ্যাতনামা

পরমপ্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য মহোদয় পূর্ব্বপক্ষ-নিরসনের লিপি ও সংশোধন কার্য্যে যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক আমাদিগকে চিরবাধিত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য বিদ্যানিধি মহোদয়ের পরিশ্রম ফলেই "পূর্ব্বপক্ষ-নিরসন" অত্যল্প দিনেই লোক-লোচন পথে সমুদিত হইল। আর একটী কথা এই যে, কাব্যাদিশাস্ত্র সুনিপুণ-পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ গোস্বামি প্রভু স্বরচিত "নির্ঘোষ" দ্বারা অধুনাতন গৌড়ীয়-বৈষ্ণব দলের স্বকপোল কল্পিত যথেচ্ছাচারিত্বাদি কার্য্য সকল ঘোষণা করিয়া আমাদিগের মতের অনেকটা পুষ্টিসাধন করিয়াছেন ইহা বড়ই আনন্দের বিষয় এবং ইতিমধ্যে উদ্ধরপুর গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্ম সমালোচনী সভার শাস্ত্রীয় মত খণ্ডন পূর্ব্বক অসম্মত সংস্থাপন জন্য ব্যক্তি বিশেষের প্ররোচণায় পলাশীগ্রামে একটী সামান্য সভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। দুঃখের বিষয় সভাস্বামির মনোরথ সফল হয় নাই। এই কথা ভক্ত প্রবর শ্রীবিশ্বনাথ পণ্ডাঠাকুর প্রভৃতির মুখে শুনাগেল। যাহাহউক পলাশীর দিনৈক জীবন সভাও আমাদের আনন্দোৎসাহ বর্দ্ধন জন্যই হইয়াছে।

পরিতাপের বিষয় এই যে, "পূর্ব্বপক্ষ নিরসনে" প্রথম হুঙ্কারে সমস্ত ব্যবস্থা প্রকাশ করিতে পারিলাম না। পর পর হুঙ্কারে প্রকাশ করিব। ধর্ম্মসংস্থাপক ব্যবস্থা প্রদাতাগণ আমাদের এই অপরাধ ক্ষমা করিবেন। অলমিত বিস্তরেণ।——

শাস্ত্র সম্পাদক—

শ্রীগৌরগোবিন্দ গোস্বামী 'বিদ্যাভূষণ'।